শ্রীঅন্নপূর্ণা মাতার

শোভাযাত্রা ।

— : * : —

মাতর্মে কীর্ত্তয়েদ্যস্তু অন্নপূর্ণেতি পালনে ।
সংস্থিতো মানবার্থীহ স্থিরা সৈকা প্রকীর্ত্তিতা ॥

লেখক ও প্রকাশক —

গোস্বামী মহন্ত শিবনাথ পুরী
শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মন্দির
৺কাশীধাম ।

১৩৩৩

বিতরণার্থ ।

৺কাশীধাম, রামকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীভূপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাতার শোভাযাত্রা সেই সময় বাহির হইত যখন মনুষ্যের কোন প্রকার ব্যাধির তাড়নায় অশান্তির উৎপাদন হইত। এবং সকলে ব্যাধিগ্রস্থ হইত। তাহাদের ঐ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাতা নগর প্রদক্ষিণ করিতেন। যাহারা নাস্তিক ও ধর্ম্ম বিরোধী তাহারাও যাহাতে দেখিতে পায় এবং তাহাদের হৃদয়ে মাতার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় ইহাও একটী মহৎ কার্য্য। যেরূপ ফটো উঠাইবার সময় একখানা কালো কাপড় দ্বারা ক্যামেরাটা ঢাকা দেওয়া থাকে, তাহার মধ্যে একখানি কাঁচ লাগান থাকে এবং উক্ত কাঁচে এমন একরূপ মশলা লাগান থাকে যাহাতে ছায়া আকর্ষণ করিবার শক্তি থাকে, সেই প্লেটখানির সামনে একটী ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্র দ্বারা আলো যাইয়া প্রতিবিম্ব ঐ প্লেটে (কাঁচে) পড়িয়া থাকে এবং ঐ প্লেটে যেরূপ ছবি বাহিরে থাকে ঠিক তদনুরূপ ছবি উঠিয়া যায়।

সেই প্রকার শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর প্রতিমূর্ত্তির চিত্র (ছা
হিবার একমাত্র স্থান অন্তঃকরণ অথবা মস্তিষ্ক, উহার
জ্ঞানরূপী অন্ধকার থাকে কিন্তু ঐ অন্ধকার অন্তঃকরণে ে
দ্ধি আছে যাহা দ্বারা উক্ত অন্নপূর্ণা মাতার মূর্ত্তির ছায়া ত
রিবার শক্তি আছে। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাতার প্রতিবিম্ব
যখন বুদ্ধির বিষয় পড়িয়া থাকে, তখন বুদ্ধি তদস্বরূপ হ
যায়। যেরূপ বাহিরে ঐ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ
বুদ্ধির বিষয় জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, তখন
পর্য্যন্ত মূর্ত্তির প্রতীতি হইয়া থাকে। যখন সুসুপ্তিবস্থায় বুদ্ধি
নিজ কারণরূপ অজ্ঞানের বিষয় লীন হইয়া যাইবে তখন প্রতীতি
থাকিবে না, কিন্তু ঐ মূর্ত্তির ভাব বুদ্ধির বিষয় বাসনারূপে প্রস্তুত
থাকিবে এবং জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে কোন মনুষ্য যে কোন
প্রকারে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাতার নাম উচ্চারণ করিবে সেই প্রাণীর
নিশ্চয়ই কল্যাণ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যেরূপ অজামিল মহাপাপী ছিল, তাহার পুত্রের নাম নারায়ণ
রাখিয়াছিল। মৃত্যু সময়ে নিজ পুত্রভাবে ডাকিতে লাগিল, হে
নারায়ণ! আমায় রক্ষা কর। এই প্রকারে নাম স্মরণ করিতে
করিতে সে মরিয়া গেল, সেই জন্য তাহার মুক্তি হইল। এই
জন্য আমি মাতার শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলাম যে, সনাতন
ধর্ম্মাবলম্বি অথবা অন্য ধর্ম্মাবলম্বি এবং অধর্ম্মি সকলেই অন্নপূর্ণা

মাতার শোভাযাত্রা দেখিয়া মাতার নাম উচ্চারণ করিবে তাহাতে তাহাদের কল্যাণ হইবে। এই যে গ্রন্থ আমি রচনা করিয়াছি ইহা গ্রন্থ রচনা করিবার উদ্দেশ্য নহে, কেবলমাত্র সংবাদ পত্রে, মিথ্যা অপবাদ করার জন্য লিখিয়াছি যাহাতে সম্পূর্ণ সনাতনধর্ম্মি এই লেখা দ্বারা জানিতে পারেন যে সনাতন ধর্ম্মের প্রভাব কত, ইহাতে স্থিত থাকিলে কি লাভ হয় এবং ইহাতে বিমুখ হইলে কি ক্ষতি হয়; ইহাই ব্যক্ত করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই পুস্তক লিখিবার আরও একটা কারণ এই যে, বর্তমানে মনুষ্যের অধর্ম্মের দিকেই মন অধিকধাবিত হইয়াছে এই পুস্তক পাঠ করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, ত্রিপুরাসুর সনাতন ধর্ম্মে স্থিত থাকিয়া সমস্ত দেবতাদিগকে কিরূপে পরাজয় করিয়া তাহাদের হীনবল করিয়াছিল, যাহাতে দেবতাগণ সেই দৈত্যের কিছুই করিতে পারে নাই। যখন ঐ ত্রিপুরাসুর অধর্ম্মে পতিত হইল তখন সেই দেবতাগণ অনায়াসে ত্রিপুর সহ তাহাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হইলেন।

এই সমস্ত কথা জানিয়া মাতার প্রিয় ভক্তগণের অনেক উপকার হইবে ইহা মনে করিয়া এই পুস্তক ছাপাইবার বাসনা করিয়াছি। এই পুস্তকখানির কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায়

ইহার খণ্ড করিয়া দেওয়া গেল। আশাকরি সজ্জন ব্যক্তি মাত্রেই তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া সার মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন যেরূপ হংস দুগ্ধ পান করিয়া জল পরিত্যাগ করে।

শুভচিন্তক—

মহন্ত গোস্বামী শিবনাথ পুরী

অন্নপূর্ণা মন্দির, কাশী।।

ভ্রম সংশোধন—

সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ! মুদ্রাঙ্কন ভুল প্রমাদে ৭ম পৃষ্ঠায় ৫ লাইন উল্টো হইয়া গিয়াছে, আশা করি পাঠ করিবার সময় উহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

অন্নপূর্ণা দেবীর শোভাযাত্রায় মিথ্যা অনুতাপের উত্তর

—:*:—

গত ৪ঠা ফাল্গুন "আজ" নামক হিন্দী দৈনিক পত্রে, শ্রীগয়াপ্রসাদ শুকুলের এক প্রবন্ধ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর শোভাযাত্রা সম্বন্ধে বাহির হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধে শোভাযাত্রা সম্বন্ধে মিথ্যা অনুতাপ করা হয় যাহা এই প্রকার—

(১) এই শোভাযাত্রা নূতন হইল।

(২) শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর কৃত্রিম মূর্ত্তি বাহির হইল যাহা হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে হয়।

(৩) শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর আরতি না করিয়া দ্বারভাঙ্গার মহারাজের আরতি করা হইয়াছে।

(৪) মহন্ত জী কলেক্টর সাহেবের সহিত করমিলন করিয়াছেন এবং ঐ হাতেই প্রতিমার গলা হইতে মালা নামাইয়া এক পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী ম্যাজিষ্ট্রেটের গলায় দেওয়া হয়।

(৫) হিন্দু ব্যতিত অপর কোন জাতিকে মন্দিরের ভিতর যাইতে দেওয়া হয় না অথচ পৃথক ধর্ম্মাবলম্বীকে মাতার গলার মালা পরাইয়া দেওয়া হয়।

এই অনুতাপের জন্য শুকুল জী যে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি তাঁহার ভ্রম ক্রমশঃ দূর করিতে চাহিতেছি।

(১) তাঁহার এই ভ্রম হইয়াছে যে, মাতার এই শোভাযাত্রা প্রথম হইয়াছে। যদি প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে শুকুল জী নিজের বয়োবৃদ্ধ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা হইলে সাধারণের সমক্ষে এক প্রসিদ্ধ কথার জন্য তাঁহাকে অনভিজ্ঞ হইতে হইত না। যাহা হউক আমারত এখন তাঁহার ভ্রম দূর করিতেই হইবে।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাতাব এই শোভাযাত্রা পূর্ব্বেও হইত কিন্তু এদিকে কিছু দিনের জন্য বন্ধ ছিল, এখন আশা করা যায় যে প্রায়ই এইরূপ বাহির হইবে। ইতি পূর্ব্বে যখন কোনপ্রকার অশান্তি, উপদ্রব এবং ধর্ম্মের প্রতি আঘাত হইত তখন ঐ অশান্তি উপদ্রবের রক্ষার জন্য শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মাতার শৃঙ্গার করিয়া শোভাযাত্রা করান হইত এবং মাতার নিকট এই প্রার্থনা করা হইত যে, "সংসারের প্রাণীকে রক্ষা, শান্তি ও ধর্ম্মকে দৃঢ়রূপে স্থাপনা কর।"

শূলেন পাহিনো দেবী পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃ স্বনেন চ ॥ ১ ॥
প্রাচ্চাং রক্ষ প্রতিচ্চাং চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্ম শূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরী ॥ ২ ॥

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলক্যে বিচরন্তিতে।

যানি চাত্যর্থ ঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্ ॥ ৩ ॥

অর্থ—হে দেবী! ত্রিশূলদ্বারা আমাদের রক্ষা কর, হে অম্বিকে! খড়্গদ্বারা আমাদের রক্ষা কর, ঘণ্টার শব্দে ও ধনুকের টঙ্কারে আমাদের রক্ষা কর ॥ ১ ॥ হে চণ্ডিকে! পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণে এবং উত্তরে ত্রিশূল ঘুরাইয়া রক্ষা কর ॥ ২ ॥ ত্রৈলোক্যে তোমার যত সৌম্য এবং ঘোররূপ বিচরণ করিতেছে তাহাদ্বারা আমাকে ও পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥

হে মাতঃ! যাহাদের দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া ঘেরিয়াছে তাহাদের সুবুদ্ধি দেও যেরূপ যুগে যুগে অবতার লইয়া ভগবান ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেছেন সেইরূপ তুমিও কর। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

অর্থ—হে অর্জ্জুন! যখন যখন ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় তখন তখন আমি অবতার লইয়া থাকি। কেননা—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

অর্থ—হে অর্জ্জুন! সাধুগণকে রক্ষার জন্য, পাপিদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য প্রত্যেক যুগে যুগে অবতার লইয়া থাকি।

এই ভ্রমণ সর্ব্বসাধারণের হিতচিন্তার নিমিত্ত বাহির করা হইয়াছিল। আমার আশা ছিল না যে, ইহার বিরোধি প্রস্তুত হইবে কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে তাহাও দেখা গেল।

করিয়াছে কারণ এই কথা আপনি স্বয়ং বুঝিতে পারেন যে, যদি চারদিন অন্ন খাইতে না পাওয়া যায় তবে আপনি স্বয়ং বলিতে আরম্ভ করিবেন যে আমার শরীর ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, আমার হাত পা সমস্ত অবশ কোন কাজ করিতে পারি না। হাতে বল না থাকিলে কোন কাজ করা যায় না আমরা ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু নাস্তিকের (যাহার হৃদয় শূন্য) তাহার হাস্যাস্পদই জ্ঞান হয় সেইরূপ তিনি ফলও পাইয়া থাকেন।

আমাদের বিশ্বাস এবং এইরূপ জ্ঞাত হইয়াছি যে, যতরূপ কার্য্য সংসারে হইয়া থাকে উহা শক্তিদ্বারাই হইয়া থাকে। যে শক্তির দ্বারা সমস্ত সংসার উৎপন্ন হইয়াছিল। বেদ মন্ত্রের দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা তাহাকে সেইরূপ ফল দেবার উপযুক্ত হইয়া থাকে কিম্বা দিয়া থাকেন। যাহার যে শক্তি সে তাহা হইতে কথনই পৃথক হয় না। আমার বুদ্ধিতে এই আসে যে, সমস্ত সংসার শক্তির দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।—

(৩) শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাতার আরতি না করিয়া দ্বারভাঙ্গা মহারাজের আরতি করা হইয়াছে এইরূপ শুকুল জী লোকের দ্বারায় জ্ঞাত হইয়াছেন কিন্তু আমার বুদ্ধিতে আসে যে, ইহা কোন দুর্জ্জনের কাজ কেন না, সজ্জন শত্রু হইলেও মিথ্যা অপবাদ প্রকাশ করি:ত পারে না, কিন্তু দুর্জ্জনের ইহা স্বভাব সিদ্ধ যে, সে সজ্জনের যাহাতে কষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করিবেই—

দুর্জ্জনস্ত চ সর্পস্থ বরং সর্পো ন দুর্জ্জনঃ।
সর্পো দংশতি কালেতু দুর্জ্জনস্তু পদে পদে॥

অর্থ—দুর্জ্জন ও সর্প ইহার মধ্যে সর্প ভাল কিন্তু দুর্জ্জন নয় কারণ সর্প কাল আসিলেই দংশন করে কিন্তু দুর্জ্জন প্রত্যেক পদে পদে অনর্থক কষ্ট দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

যদি কেহ দ্বারভাঙ্গা নরেশকেই আরতি করিয়া থাকে তাহা হইলেই বা কেন লোকের এত কষ্ট হয়? আমার বুদ্ধিতে এই হয় যে, ইহাতে লোকের কোন কষ্ট হওয়া উচিত নয় কারণ রাজ দেহ ধারণ সাধারণ পুণ্যের ফল নহে তাহার উপর ব্রাহ্মণ রাজা অর্থাৎ রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি হইলে আরও পূজ্য হয়। রাজার আরতি করা কোন প্রকারে অনুচিত নহে। কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছে—

"অষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপা"।

ইন্দ্রাৎ প্রভুত্বং তপনাৎ প্রতাপং ক্রোধং যমদ্বৈশ্রবণশ্চবিত্তং।
আহ্লাদকত্বং চ নিশাধিনাথা দাদায় রাজ্ঞঃ ক্রিয়তে শরীরম্॥

অর্থ—ইন্দ্র হইতে প্রভুত্ব, সূর্য্য হইতে তেজ, যম হইতে ক্রোধ, কুবের হইতে ধন এবং চন্দ্র হইতে আলোকতা লইয়া রাজার শরীর প্রস্তুত।

অর্থ—আট লোকপালের অংশে রাজার শরীর পাওয়া যায়।

উচ্চৈঃ শ্রবং সমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রানাং নরাণাঞ্চ নারাধিপম্॥

অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—ঘোড়ার মধ্যে অমৃতে উৎপন্ন উচ্চৈশ্রবা, হাতির মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্য মধ্যে রাজা আমাকেই জানিবে।

যখন স্বয়ং ভগবান্ নিজ মুখে মনুষ্য মধ্যে রাজা নিজেকে বলিতেছেন, তখন যদি রাজার আরতি করা হইয়া থাকে সেত ভালই হইয়াছে।

অতএব একার্য্যে কাহারও কোন কষ্ট হওয়া উচিত নয়। যাঁহারা ঋষিদিগের বাক্য মানিয়া চলেন, যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বি, নিজ পিতা, মাতা, গুরুজন, দেবতা, রাজাদি পূজনীয় বর্গের শ্রদ্ধা, ভক্তি করিয়া থাকেন তাঁহারা নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন এইরূপ ধারণা লইয়া কেহ বোধহয় রাজারও আরতি করিয়া থাকিবেন।

আমার দুঃখ এই কথার জন্য যে, যদি কোন মানুষ ভ্রমে পতিত হয় তাহা হইলে তাহার পুষ্টি সাধনের জন্য সাক্ষীও কিজানি কোথা হইতে অতি শীঘ্র সংগ্রহ হইয়া যায়। শ্রীবিচিত্রানন্দ মহাপ্রভুর বিচিত্র গতি। গয়াপ্রসাদ শুকুল যাহা লিখিয়াছেন, উহা সত্য আমি মাতার শোভাযাত্রার সময় সঙ্গে ছিলাম! বা! বেশ বলিয়াছেন!!

এই প্রকার আরও অনেক লোকে ১২ই ফাল্গুনের "আজ" পত্রিকায় নিজ পত্র ছাপাইয়া গয়াপ্রসাদ শুকুলের কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। ঐ লোকেরাও ইহাই লিখিয়াছে যে, আমরাও শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম। ঐ সমস্ত সাক্ষীদিগের নাম এই:—(১) হরিশঙ্কর (২) মুকুন্দ দাস গুপ্ত (৩) জঙ্গবাহাদুর সিংহ (৪) দ্বারকা দাস (৫) দয়াশঙ্কর পাঁড়ে ইত্যাদি সজ্জন ব্যক্তি যখন মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করিবার জন্য প্রস্তুত তখন ইহারা যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে ও করিতে পারেন। এই শ্রেণীর লোকের সাধারণের অশান্তি উৎপাদন করিতে কোনই বিলম্ব হয় না। যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর দোষারোপ করিয়া তাহার পুষ্টি সাধন করিবার জন্য বিচিত্রানন্দ সজ্জন প্রস্তুতই আছেন।

(৪) কালেক্টর সাহেবকে আসিতে দেখিয়া শোভাযাত্রা পথিমধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখা হয়, সে কথা ত' সম্পূর্ণই মিথ্যা। শোভাযাত্রার

সঙ্গে যে সমস্ত ব্যক্তি ছিলেন তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে চলিতেছিল। এ কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা সহরের হাজার হাজার লোকে দেখিয়াছে। এই নিয়মানুসারে শোভাযাত্রা সেখানেও দাঁড়াইয়াছিল। কলেক্টর সাহেবকে দেখিয়া শোভাযাত্রা দাঁড়াইবার কোনই কারণ বা অভিপ্রায় ছিল না। যদিও তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া শোভাযাত্রা দাঁড়াইয়া থাকে তাহা হইলেও কোন দোষের হয় না, কেন না যাঁহাকে আমাদের সরকার (রাজা) প্রতিনিধিরূপে আমাদের জন্য ন্যায়াধীশ (নিয়ন্তা) নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহাকে সেই পদের উপযুক্ত সম্মান করাই কর্ত্তব্য। যে হেতু কলেক্টর সাহেব এক প্রকার আমাদের জেলার রাজা। অতএব এস্থলে তাঁহার সহিত করমর্দ্দন অথবা মালা দেওয়া কোন মতে অনুচিত কার্য্য হয় না।

যাঁহারা বলেন যে, কলেক্টর সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সেই হাতে মূর্ত্তির উপর হইতে মালা নামাইয়া কলেক্টর সাহেবের গলায় দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের কথা সম্পূর্ণই মিথ্যা, কেননা শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাতার শোভাযাত্রায় সহস্র সজ্জন একত্রিত মিলিত ছিলেন, তাঁহারা বোধহয় আকাশ দেখিতেছিলেন? যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহারাও এই কথায় বুঝিতে পারেন যে, কাহারদের ঘাড়ের উপর ১৫ ইঞ্চ উচ্চ ৬ ফিট ৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ৫ ফিট চওড়া ছিল উহার মধ্যস্থানে রূপার সিংহাসন তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাতার মূর্ত্তি ছিল। ঐ সিংহাসনের নীচে হইতে সিংহাসন পর্য্যন্ত হাত পৌঁছাইতে পারে না, এরূপ অবস্থায় কে কিরূপে মালা নামাইতে পারে? উঁহাদের বক্তব্য এই যে, মূর্ত্তির উপর হইতে হাতে করিয়া মালা নামাইয়া কলেক্টর সাহেবকে পরাইয়া দিয়াছে ইহা সম্পূর্ণ উঁহাদের ভুল। মালা লইয়া একজন চাকর পৃথক ভাবে

শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, ঐ মালা সাধারণের সম্মানার্থে দেওয়া হইত। ঐ সিংহাসনের দুই পার্শ্বে দুই জন ব্রহ্মচারী বসিয়াছিল। উহাদের কার্য্য এই ছিল যে ভক্ত শ্রীঅন্নপূর্ণা মাতার পূজার জন্য মালা ফুল দিতেন ঐ মালা মায়ের শরীরে স্পর্শ করাইয়া প্রসাদ স্বরূপ পুনরায় তাহাদের দেওয়া হইত। সঙ্গে আশে পাশে আমার বিশ্বাসি লোকও ছিল কারণ মায়ের শরীরে কিছু গহনা ইত্যাদি ছিল, সে জন্য সিংহাসনের ভার তাহাদের উপর ছিল। যাহারা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলেক্টর সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিয়া মোহন্ত জী ঐ হাতে মালা নামাইয়া পরাইয়া দিয়াছেন, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সেখানে মায়ের মূর্ত্তি কেহ স্পর্শ করিতে পাবে নাই, তাহাতে কিরূপে মালা নামাইয়া কলেক্টর সাহেবের গলায় দেওয়া যাইতে পারে? যে মহাশয়ের ইহাতে কোন সন্দেহ হয় তিনি পুনরায় কোন তিথি নির্দ্ধারণ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন। যাহাতে এইরূপ মিথ্যাবাদির ভ্রম সংশোধন হয় এবং ভবিষ্যতে আর কেহ তাহাদের কথায় বিশ্বাস না করে। কেন না সংসারে অশান্তির কারণ এই সমস্ত লোকেই হইয়া থাকে।

সংবাদপত্র আলারা কি জানে যে কোন সমাচারটী সত্য এবং মিথ্যা। যে সমস্ত ব্যক্তি যেরূপ সংবাদ পাঠাইয়া দেয় ঐ পত্রের উপর বিশ্বাস করিয়া ছাপাইয়া দেওয়া ইহাই সম্পাদকের ভুল। সম্পাদকের কর্ত্তব্য এই যে, প্রথম সমাচারটী সত্য কি মিথ্যা তাহা জানিয়া তাহার পর নিজ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা।

(৫) গয়া প্রসাদ শুকুলের অস্পর্শ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হওয়া নূতন কথা নহে। শুকুলজীর লিখিবার পূর্ব্বে আমার নিকট হিন্দুসভা কার্য্যালয়ের

মহাদেব চাপরাসি এই বিষয়ের একখানি পত্র লইয়া আসিয়াছিল কিন্তু আমি ঐ পত্র লইতে অস্বিকার করায় ডাকযোগে দুই খানি পত্র আন্দাজ ১৫ দিন পরে একই লেফাফায় দুই খানি পত্র আমার নিকট আসে। সম্ভবতঃ এই পত্রই সেই পত্র হইতে পারে যাহা লইতে আমি অস্বিকার করিয়াছিলাম। বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহার পর হইতে প্রায়ই এই বিষয়ের কিছু না কিছু লেখা পড়া সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ দ্বারা এবং বেনামি পত্র আমার বিষয় হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে শুকুলজীও ঐ প্রস্তাব লইয়া অগ্রসর হন। ইহার জন্য আমি সমস্ত কার্য্যবাহিকে খোলাসা করিয়া সর্ব্বসাধারণকে ও শুকুলজীকে বলিব।

মহাদেব চাপরাসির সঙ্গে আমার এই কথা হয়। মহাদেব চাপরাসি আমার নিকট আসে ও আমাকে একখানি চিঠি দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ এবং এই চিঠি কিরূপ? মহাদেব উত্তর দেয় যে, আপনার সহিত কিছু প্রতিষ্ঠিত সজ্জন অস্পৃশ্য ব্যক্তির মন্দিরে প্রবেশ সম্বন্ধে আলাপ করিবার বিষয় কিছু আলাপ করিতে চাই। কারণ আজকাল অস্পর্শির মুসলমান ও ঈশাইগণ নিজ নিজ ধর্ম্মে মিলিত করিয়া মুসলমান ও ঈশাই করিয়া লয়। দ্বিতীয় আমাদের অস্পৃশ্য ইংরাজ জাতির পায়খানা পরিষ্কার করিয়া থাকে, তাহারা বিরত হইবে। এ বিষয় আমার বক্তব্য এই যে, আমার এখানে ঋষিগণ সৃষ্টির রক্ষার জন্য পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করেন নাই?

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন:—

"চাতুর্ব্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"

অর্থ—গুণ এবং কর্ম্মের অনুসারে আমি চার বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।

ইহাতে গুণ শব্দ হইতে প্রকৃতির তিন গুণ লওয়া উচিত, যাহাতে জাতি গঠিত হয়। তমগুণ, রজস্তমোগুণ, রজোগুণ এবং সত্যগুণ এই চার গুণ বিভাগানুসারে কর্ম্মের বিভাগ হয়। অর্থাৎ যাহাতে গুণের প্রাধান্য আছে সে সেই প্রকার কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে। ঐ গুণ এবং ক্রমানুরে তাহার জাতি হয়। এই গুণ এবং কর্ম্ম প্রারব্ধ এবং ক্রিয়মান দুই লইয়া হইয়া থাকে, কেন না পূর্ব্বজন্মে যে প্রকার যে কর্ম্ম করিয়াছে তাহারই অনুসারে তাহার প্রকৃতি হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি ও গুণের অনুসারে মনুষ্য আগামী জন্মে স্থূল শরীর পাইয়া থাকে। ঐ গুণ ও কর্ম্মানুসারেই (প্রারব্ধ সংস্কারের অনুকূল) জীব এই জন্মে কর্ম্মের অনুকূল কর্ম্ম কবিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক কর্ম্মের মূলে বাসনা আছে এইজন্য কর্ম্মের উপর কর্ম্ম হইয়া থাকে। জীব কর্ম্ম করিবার জন্য স্বতন্ত্রও আছে, এইজন্য পূর্ব্বকর্ম্মের উপর উন্নতিও করিতে পারে। এই প্রকার কর্ম্মের উন্নতি করিতে করিতে জীব ক্রমশঃ জন্মজন্মান্তরে উক্ত বর্ণ (বংশ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য ধর্ম্মের শক্তি দ্বারা নিজ অধিকারের কর্ম্ম করিতে করিতে বর্ণের ভিতর দিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে উন্নতি করিতে পারে।

যেরূপ শূদ্র নিজ কর্ম্মের ঠিক পালন করিলে অনেক জন্মের পর শূদ্রযোনি হইতে মুক্ত হইয়া বৈশ্যযোনি প্রাপ্ত হইতে পারে, বৈশ্যও ঐ প্রকার নিজ বর্ণের অনুসারে নিজ কর্ত্তব্য ঠিকভাবে প্রতিপালন করিলে বৈশ্যযোনিতেই ক্রমশঃ উন্নতি করিয়া পরে বৈশ্যযোনি পূর্ণ হইয়া, ক্ষত্রিয় যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিও নিজ কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিলে ব্রাহ্মণযোনি প্রাপ্ত হইতে পারে। ব্রাহ্মণ ঋষিগণের বাক্য প্রতিপালন করিয়া কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণযোনিতে ক্রমশঃ উন্নতি করিয়া অনেক জন্মের পর পূর্ণ ব্রাহ্মণ হইয়া মায়ার অতীত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই তিন গুণের অনুসারে চার বর্ণের ব্যবস্থা আছে। যদ্বারা প্রকৃতির উপর যাইবার প্রভাবে পতিত জীব উদ্ভিদযোনি হইতে নিজ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন শরীরকে শুদ্ধ ও উন্নত করিতে করিতে উদ্ভিদ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ু হইতে নিকৃষ্ট পশুর শরীর হইতে ত্রাণ পাইয়া শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ আদি যোনি প্রাপ্ত হইতে পারে। এই প্রকার তমগুণ হইতে সত্যগুণে অগ্রসর হইতে হইতে সমস্ত যোনি প্রাপ্ত হইয়া অন্তে মায়া হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।

কোন সময় মনুষ্যশরীর পাইয়া যদি ঋষিগণের বাক্যানুযায়ী কার্য্য ঠিক ঠিক পালন না করে তাহা হইলে তাহার গতি কি হইবে?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্যস্থা, মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা, অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥

অর্থাৎ সত্যগুণ বিশিষ্ট যে জ্ঞানি পুরুষ তিনি সত্যলোকে গমন করিয়া থাকেন। যিনি রজগুণসম্পন্ন (তিনি লোভে আবদ্ধ থাকেন) তিনি পুনরায় এই মর্ত্তলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে তমগুণ সম্পন্ন (অর্থাৎ অজ্ঞানি) সে অধঃলোকে গমন করিয়া থাকে।

সত্বগুণ রজোগুণ ও তমোগুণ এই তিন গুণের অনুসারে মন, বাণী ও শরীর হইতে পাপ পুণ্য আদি কর্ম্ম হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই তিন কারণ আছে। ইহা দ্বারাই পাপ পুণ্য করা হইয়া থাকে, পাপ পুণ্য এবং পুণ্য পাপ মিলিত হইয়া তিন প্রকার কর্ম্ম হইয়া থাকে। প্রথম (১) পুণ্যোৎকর্ষ (২) পুণ্যমধ্যম (৩) পুণ্য সামান্য। পুণ্যোৎকর্ষ অর্থাৎ

বিশেষ পুণ্য কর্ম্মের ফল হিরণ্যগর্ভ অথবা ব্রহ্মার শরীর প্রাপ্ত হওয়া, মধ্যম পুণ্যকর্ম্মের ফল ইন্দ্রাদি শরীর প্রাপ্ত হওয়া। সামান্য পুণ্যকর্ম্মের ফল যক্ষ, রাক্ষসাদি শরীর প্রাপ্ত হওয়া।

দ্বিতীয় (১) পাপোৎকর্ষ (২) পাপ মধ্যম (৩) পাপ সামান্য এইরূপ তিন প্রকার পাপকর্ম্ম। পাপোৎকর্ষ বিশেষ পাপ কর্ম্মের ফল অপরকে দুঃখ দায়ক হওয়া যেরূপ কাঁটাদি সংযুক্ত লতা এবং বিছা, জোঁক, বনমাছি ইত্যাদি। পাপ মধ্যম কর্ম্মের ফল আম, নারিকেল, কলা আদি বৃক্ষ এবং মহিশ, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদির শরীর প্রাপ্ত হওয়া। সামান্য পাপ কর্ম্মের ফল—বৃক্ষাদিতে বট তুলসী, এবং পশুদিগের মধ্যে গরু, হাতী ইত্যাদির শরীর প্রাপ্ত হওয়া।

তৃতীয় (১) মিশ্রোৎকর্ষ (২) মিশ্র মধ্যম (৩) মিশ্র সামান্য— এইরূপ তিন প্রকার মিশ্রকর্ম্ম হইয়া থাকে। মিশ্রোৎকর্ষ উত্তম কর্ম্মের ফল, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নির্ব্বিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত যে উপযুক্ত হয় এইরূপ শরীর প্রাপ্ত হওয়া। মিশ্রমধ্যম—কর্ম্মের ফল নিজ বর্ণাশ্রমের যোগ্য কাম্যকর্ম্ম করিবার উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হওয়া। মিশ্র সামান্য—কর্ম্মের ফলে চণ্ডাল ব্যাধ আদির শরীর প্রাপ্ত হওয়া।

মন, বচন, শরীর ইহাদের অতিক্রম করিয়া কামাদির প্ররোচনা হইতে মন বচন, শরীর হইতে কৃত কর্ম্মের উৎকর্ষ আদি ভেদ করিয়া যে কর্ম্ম করা যায় উহার ফল বহু প্রকার হইয়া থাকে। এই কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া জীব:উদ্ভিদ হইতে পশুযোনি পর্য্যন্ত সমস্ত যোনি বর্ণানুসারে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরের উৎপন্ন করিতে করিতে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইলে জীবের গতি অন্য প্রকার

হইয়া যায়। মনুষ্যযোনির নিম্নে যে সকল জীব আছে তাহাতে বুদ্ধির বিকাশ ও দেহের প্রতি অভিমান এবং অহঙ্কারাদি কম হইলে সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না।

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম।"

অর্থ—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন আদিতেই পশুদিগের প্রকৃতির আজ্ঞানুসার হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইলে এতটাই বিশেষত্ব হইয়া পড়ে যে, জীবের বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং দেহাভিমান অহঙ্কার বাড়িয়া যায় এই জন্যই মনুষ্যযোনিতে আসিয়া জীব প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ আচরণ করিতে আরম্ভ করে। কারণ মনুষ্যের আহার, নিদ্রা, মৈথুন ইত্যাদি অপ্রাকৃতিক হইয়া থাকে। প্রকৃতির প্রবাহ উপরের দিকে যাইয়া থাকে। এই জন্য উদ্ভিদ হইতে উচ্চ পশু পর্য্যন্ত জীবের গতি প্রকৃতির অনুকূল হওয়ায় ক্রমোন্নতি অবশ্যই হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্য যোনিতে আসিয়া স্বাধীন ও অহঙ্কারী হওয়ায় জীব যখন প্রকৃতির বিরুদ্ধ চলিতে আরম্ভ করে, তখন উহার উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি হইবার সম্ভাবনা হইয়া যায়।

যে শক্তি দ্বারা এই অবনতি বন্ধ হইয়া উন্নতি হইতে পারে এবং পরিনামে পূর্ণোন্নতি হইলে জীব ব্রহ্ম হইতে পারে ঐ শক্তির নাম ধর্ম্ম। যেরূপ ধর্ম্মের প্রাকৃতিক শক্তিতে মনুষ্যের নিম্নের জীব প্রকৃতির উপর যাইবার প্রবাহের আশ্রয় করিয়া মনুষ্যযোনির অন্তিম সীমা পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে, সেই ধর্ম্মের শক্তি তখন মনুষ্যযোনি জীবের অবনতিকে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয়।

যেখানে ধর্ম্মের কার্য্য বর্ণধর্ম্ম, আশ্রম ধর্ম্মেররূপে হইয়া থাকে, অর্থাৎ মনুষ্যযোনির প্রথম হইতে পূর্ণ মনুষ্য হওয়া পর্য্যন্ত চার বর্ণ এবং চার আশ্রমের ধর্ম্মের নিয়মিত পালন করিতে করিতে মনুষ্য ধীরে ধীরে পূর্ণতাব প্রতি অগ্রসর হইতে থাকে। প্রকৃতির স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ এইরূপ তিন শরীরে হইলে জীবেরও তাহারই অনুসারে তিন শরীর হইয়া মনুষ্যের উন্নতি উক্ত তিন শরীরের উন্নতি দ্বারা হইয়া থাকে। এই উন্নতি হইতে উপরে যাইবার যে ক্রম উহাকে "ব্রহ্ম ধর্ম্ম" কহে। শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ এই চারিবর্ণের যাহা যাহা কর্ম্ম শাস্ত্রে বলিয়াছে তাহাই মনুষ্যের ক্রমোন্নতির মূল কারণ। অর্থাৎ যে কর্ম্ম যে বর্ণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই কর্ম্মই তাহাকে করিতে বলা হইয়াছে। নিজ নিজ বর্ণের অনুসারে কার্য্য করিলেই জীবের উন্নতি হয়।

ঐ কর্ম্মের উন্নতি করিতে করিতে জীব ক্রমশঃ উচ্চ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবঞ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥
কৃষিগৌরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

স্বভাবের উৎপন্ন গুনের দ্বারা ব্রহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্ম্ম বিভক্ত করা হইয়াছে। স্বভাবিক কর্ম্ম শম, দম, তপ, শৌচ, শান্তি, সরলতা, জ্ঞান এবং আস্তিক্য ভাবের জন্ম হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের স্বভাবিক কর্ম্ম বীরতা, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা, দান এবং ঈশ্বরের আরাধনা করা। বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম, কৃষি গো-রক্ষা এবং বাণিজ্যাদি ব্যবসা করা। শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম — ব্রহ্মণের সেবা করা।

সর্ব্বস্যাঽস্য তু স্বর্গস্য গুপ্তর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহুরূপজ্জানাং পৃথক্‌কর্ম্মাণ্যকল্পয়েৎ॥
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তপা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রহ্মণামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাঽধ্যয়মেবচ।
বিষয়েস্ব প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাঽধ্যয়নমেব চ॥
একমেবতু শূদ্রস্য প্রভু কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া॥

সৃষ্টি রক্ষার্থ নিজের মুখ, বাহু, উরু এবং চরণের দ্বারা নির্গত হইয়াছে যে চারবর্ণ সেই বর্ণের উৎপত্তির অনুসারে তাঁহার প্রকৃতি দেখিয়া ব্রহ্মা পৃথক্‌ পৃথক্‌ কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেরূপ — অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজ্ঞ করা এবং যজ্ঞ করান, দান লওয়া এবং দান করা ইহাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রজার রক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং বিষয়ে অনাসক্তি এই সমস্ত সংক্ষেপতঃ ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম। পশু দিগের রক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন,

বানিজ্য, শুদ লওয়া, কৃষি কর্ম্ম করা ইত্যাদি বৈশ্য দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম। তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর ধারি মনুষ্যের শরীর, মন এবং বুদ্ধি ও প্রকৃতির অনুসারে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন করা হইয়াছে।

লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহুরূপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

বিধাতা মনুষ্যের বৃদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়ের বাহু হইতে, বৈশ্যকে উরু হইতে, শূদ্রকে নিজ চরণ হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজ। চতুর্থ বর্ণ শূদ্র। এই বর্ণের হিসাবে পঞ্চম বর্ণ নাই। চারবর্ণে উৎপন্ন হইয়া অঠার প্রকার নীচ জাতির উৎপত্তি এবং উহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যবহারাদি ঋষিগণ পৃথক পৃথক্ বলিয়াছেন।

অষ্টাদশমিতা নীচা প্রকৃতিনাং যথাতথা।
বিধিনৈব ক্রিয়ানৈব স্মৃতি মার্গোঽপি নৈব চ॥
তাসাং ব্রাহ্মণশুশ্রূষা বিষ্ণুধ্যানং শিবার্চনম্।
অমন্ত্রাৎ পুণ্যকরণং দানং দেয়ং চ সর্ব্বদা॥
নদানস্য ক্ষয়োলোকে শ্রদ্ধয়া যৎপ্রদিয়তে।
অশ্রদ্ধয়া শুচিত্বয়া দানং বৈরস্য কারণম্॥

আঠার প্রকার যে নীচ জাতি আছে তাহাদের জন্য বিধি, ক্রিয়া ও স্মৃতি মার্গ নাই। উহাদের বিনয় মত্বে ব্রাহ্মণের সেবা, বিষ্ণুর আরাধনা এবং মহাদেবের মানসিক অর্চ্চনাদি করা উচিত, ইহাই উহাদের পুণ্য সাধন। শ্রদ্ধায় যে দান করা যায় তাহার ক্ষয় হয় না। অশ্রদ্ধায় কিম্বা অশুচি অবস্থায় যে দান করা যায়, তাহাতে কোন ফল হয় না বরং উহাতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ আঠার প্রকার নীচ জাতির কথা বলিতেছি:—

শিল্পী চ নর্ত্তকশ্চৈব কাষ্ঠকারঃ প্রজাপতিঃ।
ধম কঞ্চিত্রকশ্চৈব সূত্রজো রজকস্তথা॥
গচ্ছকস্তন্তুকারশ্চ চক্রিকশ্চর্ম্মকারকঃ।
সূনীকো ধ্বনিকশ্চৈব কৌলিংকোমৎস্যঘাতকঃ।
ওনামিকস্তু চাণ্ডালঃ প্রকৃষ্টাদশৈবতাঃ॥

শিল্পী, নর্ত্তক. কাষ্টকার (ছুতর) প্রজাপতিঃ (কুমর) ধর্ম্মক, চিত্রক ঢক. (ডোলা) রজক, গচ্ছক, (পিরাদা) তন্তুকার, চক্রিক (তেলি) চর্ম্মকার নৌক (শুঁড়ী) ধ্বনিক, (বাদক) কোল্লিক (কোল) মৎস্যঘাতক, নাসিক (চণ্ডাল) এই আঠার প্রকার নীচজাতি। ইহাদের মধ্যে—

শিল্পিনঃ স্বর্ণকারশ্চ দারুকঃ কাংস্য কারকঃ।
কাড়ুকঃ কুম্ভকারশ্চ প্রকৃত্যা উত্তমাশ্চষট্॥

শিল্পী, স্বর্ণকারক, দারুক (শংখকার) কাংস্যকার, কাড়ুক, রোপ্যকার) ও কুম্ভকার এই ছয়টী উত্ত

(প্রাণিকার) চামার।

নিষাদধিগ্বণীজাতঃ প্রাণিকারো চরাভিধঃ।
স হীনস্তন্তুজাতিভ্য জীবনং তস্য চাচ্যতে ॥১॥
আর্দ্রাণি গোমহিষ্যাদিচর্ম্মাণি তত্র শোষয়েৎ।
লক্ষণং সারসমুচ্চয়ে—
গ্রামাদ্বহিঃ প্রকর্ত্তব্যং বর্ত্তুলং কুণ্ডমেব চ ॥২॥
গোচর্ম্মণা মহিষ্যাশ্চ চর্ম্মণা তস্য জীবনম্ ॥
উপানদঙ্গত্রাণানি কু-কার্য্যাদশ্বস্য পাখরা ॥৩॥

নিষাদ পুরুষ দ্বারা ধিগ্বনী স্ত্রীর গর্ভে "চর" নামক প্রাণিকার (চামার) জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের জীবিকা বলিতেছি গরু ও মহিষের আদ্রচর্ম্ম শুষ্ক করিবে, সাফ্ করিবে এবং পাকাইবে "সারসমুচ্চয়" নামক গ্রন্থে ইহার লক্ষণ লিখিত আছে যে,—ইহা গ্রামের বাহিরে এক গোলাকৃতি কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া উহাতে চর্ম্ম শো করিবে। জুতা অঙ্গত্রাণ অর্থাৎ সাঁজোয়া ও শরীর রক্ষার্থ নানাপ্রক আসবাব এবং ঘোড়ার জিন প্রস্তুত করা ইহাদের কার্য্য।

পুক্কস (কোলী)

জাতো নিষাদবির্য্যেণ শূদ্রাং পুক্কসসংজ্ঞকঃ।
অন্ত্যজানাং তু সদৃশো ধর্ম্মেষু বিবিধেষু চ ॥

অরণ্য জীবধাতেন বৃত্তিস্তাদ্দেহপোষণে।
তেন পাপৰ্দ্ধিকা তস্য কথিতা কবিদূষিতা॥

নিষাদের বীর্য্য হইতে শূদ্রের গর্ভে পুক্কশ হইয়া থাকে। ইহা সমস্ত ধর্ম্মে অন্ত্যজের সমান হইয়া থাকে। বনজাত জীব দিগকে হত্যা করা ইহদের বৃত্তি। এই পাপ কর্ম্মাদি করার জন্যই পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে দূষিত বলিয়াছেন।

শ্বপচ।

চণ্ডালঃ পুল্কসী সংজ্ঞাচ্ছ্বপচং জনয়েন্তনম্।
স্থানান্তরং স নগরে কর্ত্তুমর্হত্যশেষতঃ॥
গো গর্দ্ধভ পশুনাঞ্চ গ্রামান্নিঃসরণংবহি।
সাজীবিকাস্য কথিতা সর্ব্বতো লোকবিশ্রুতা॥

চণ্ডাল পুরুষ পুক্কসীর সংযোগে শ্বপচ নামক পুত্র উৎপাদন হইয়া থাকে। ইহদের নগরের বাহিরে বাসস্থান হওয়া উচিত। গ্রামের বাহিরে মৃত গরু, গাধা ইত্যাদিকে লইয়া যাওয়া ইহাই ইহদের জীবিকা। ইহা ব্যতিত আরও সাত প্রকার অন্ত্যজ জাতি আছে।

রজকশ্চর্মকারশ্চ নটো বরুড এব চ।
কৈবর্ত্তভেদ ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চাণ্ড্যজাস্মৃতাঃ॥

রজক।

উগ্রাবৈদেহিকাভ্যাং চ জাতো মঞ্জুষসংজ্ঞকঃ।
রজকঃ শূদ্রতোহীনঃ প্রথমশ্চান্ত্যজেষু চ॥
বস্ত্রাণিনের্জনং কুর্য্যাদাত্মবৃত্যর্থমেব চ।

উগ্রা স্ত্রীর বেদেহক দ্বারা মঙ্গল জাতির পুরুষ উৎপন্ন হয়। ইহাকে রজক কহে। ইহারা অন্ত্যজ জাতির মধ্যে প্রথম। ইহারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কাপড় কাচিয়া থাকে বলিয়া ইহারা ধোবা নামে পরিচিত হয়।

দুর্ভর (চর্ম্মকার)

ধিগ্বণ্যাযোগবাভ্যাং যো জাতো দুর্ভর সংজ্ঞকঃ।
স কুর্য্যাচ্ছাগলাং সম্যর দৃঢ়াং চ করপত্রিকাম॥
অন্যানি চর্ম্ম পাত্রাণি জীবনায় প্রকল্পয়েৎ।
অন্ত্যজাতিষু মুখোঽসৌ কীর্ত্তিতো জাতিসংগ্রহে॥

ধিগ্বনীতের আয়োগ দ্বারা দুর্ভর সংঘক পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহারা ছাগলের চর্ম্মের মশক দৃঢ় রূপে প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই মশক যাহা কাষ্ঠদ্বারা বন্ধন করিয়া জলে সাঁতার দেওয়া যায়, ইহার সহায়তায় পুরুষেরা নদী সমুদ্র পার হইতে পারে। এই জাতি অন্যান্য চামড়ার জিনিষ ও জুতা ইত্যাদির ব্যবসা করিয়া নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অন্ত্যজাতিতে ইহারা প্রধান বলিয়া গনিত হয়।

নট

শিলীদ্ধোঽক্ষত্রিণীং গচ্ছেজ্জনয়েন্নট সঞ্জকম্।
হিনোঽসৌ শূদ্রধর্ম্মেভ্যো নাটকানি সমভ্যসেৎ॥

কৌলহাটিকঃ স ত্রবোক্তো বহুরূপীতি বিশ্রুতঃ।
অন্যকোঽপি নটো ভূত্বা ন শূদ্রৈঃ সমতাং ব্রজেৎ ॥

শিলীন্ধ্র, ক্ষত্রিয়ার সঙ্গে গমন করিলে নটসংখক পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা শূদ্র ধর্ম্ম হইতে হীন; নাটকাদি অভ্যাস করিয়া থাকে। ইহাদেরই কোলহারক্ এবং বহুরূপী বলিয়া থাকে। ইহারা নাটকাভিনয় দ্বারা নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যদি অন্য কোন বর্ণ নাটকাভিনয় করে তাহা হইলে সে শূদ্রের সমান হইতে পারে না।

কিংশুক (বুরুড)

কুরুবিন্দাঙ্গনা সতে ধীবরাৎ কিংশুকাভিধম্।
অসাবন্ত্যজ ইত্যুক্তো বংশপাত্রাসু জীবনঃ ॥

কুরুবিন্দ বা কুন্দির স্ত্রীর ধীবরের সংযোগে কিংশুক পুত্রের উৎপন্ন হয়। সোনের চট ইত্যাদি প্রস্তুত কারককে কুরুবিন্দ অথবা কুন্দি বলে। ইহারা সোনের চট ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। উহার স্ত্রীর ধীবরের সহিত সংযোগে কিংশুক পুত্রের উৎপাদন করিয়া থাকে, ইহারাও অন্ত্যজ হয়। বাঁশের প্যাটরা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কৈবর্ত্ত, ধীবর।

আযোগবী পারশবাভ্যাং যঃ স্যাৎ কৈবর্ত্তকাভিধঃ।
স হীনবস্তুজাতিভ্যো জালং স্বীকৃত্য সর্ব্বশঃ ॥

মন্ত্যাঙ্গলচরানন্যাম্বাতয়েদাত্মবৃত্তয়ে।
নাব্যং কর্ম্মপ্রবহনং নদ্যাং বর্ষাসু বাহয়েৎ
নদীমুত্তারয়েল্লোকাং স্তেভ্যশ্চেচ্ছন্দনং মুদা ॥

আর্যগণী হইতে পারশব জাতির পুরুষ উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহারা অন্ত্যজ জাতি হইতে হীন। ইহারা পক্ষি ইত্যাদি ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে এবং বর্ষাকালে নদীতে নৌকা দ্বারা লোক পারাপার করিয়া থাকে, এই সমস্ত কার্য্যাদি দ্বারা উহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় বলিয়া উহারা ধীবর (মাঝি) নামে পরিচিত।

মেদঃ (কোদালী)

কারাবারী যদা নারী বৈদেহাজ্জনয়েৎ সুতম্।
স মেদসংজ্ঞঃ কথিত স্তুল্যোঽসৌ ফলজীবি না।
বিতণ্ড বেশঃ স বসেদরণ্যে বৃক্ষ পর্ব্বতে।

যদি কারাবারী স্ত্রী বৈদেহিকের সংযোগে পুত্র উৎপাদন করে; তাহা হইলে তাহাকে মেদ বলিয়া থাকে। ইহারা ফলজীবির সমান। ইহারা কোদাল ধারী বেশে পর্ব্বতে বাস করিয়া থাকে, সে জন্য ইহারা কোদালী জাতি।

ভীল।

কারাবারী যদা নারী ধীবরাজ্জনয়েৎসুতম্ স ভিল্লসজ্ঞঃ কথিতঃ, কথিতঃ কন্দমূলাদি জীবনঃ বীভৎসবেশঃ স বসেদরণ্যে বৃক্ষ পর্ব্বতে ॥

কারাবারী স্ত্রীর ধীবরের সহিত যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহাকে ভীল বলা হয়। ইহারা কন্দ, ফল মূলাদির দ্বারা জীবনধারণ করে। এবং ভয়ানক দেশে বনে, বৃক্ষে ও পর্ব্বতে বাস করিয়া থাকে।

এই সাতটা জাতি অন্তজো জাতি।

এতেসাং প্রকৃতীনাং চ গুরুপূজা সদোদিতাঃ।
বিপ্রাণাং প্রকৃতো নিত্যং দান মেব পরোবিধিঃ॥

এই সব প্রকৃতির লোকের ভগবানের ভজন, গুরুপূজা এবং দানে অধিকার আছে।

তেরবাচ্ছিরক্রবাদ হস্তকায়শ্চ হিংসকঃ সাসেহিকোভারুডশ্চ মাতঙ্গো ডোম্বগোপকৌ। এতাঃ প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তা একাদশমনিষিভিঃ। বর্ণানামাশ্রমাণাং চ সর্ব্বদা তু বহিঃ স্থিতিঃ। অন্ত্যোযাবন্ত্যাজা চৈব তয়োস্নানাং বিশুদ্ধয়ে। আত্যায়ে অন্ত্যাজাঃ পঞ্চ তেষা মাচমনং স্পৃশী॥

তেরবা ছিক্রত্যাদ, হস্তকার, হিংসক, সাংসিয়ে (যাহারা সাপ ধরিয়া থাকে) ভারুড মাতঙ্গ, ডোম এবং গোপক এই এগার প্রকার জাতি একাদশ সমূহে আছে, ইহার মধ্যে ডোম এবং গোপক জাতিকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয় এবং পাঁচো জাতিকে স্পর্শ করিলে আচমণ করিতে হয়। এই এগার বর্ণাশ্রমিদের বাসস্থান ভূতাগ্রামাদির বাহিরে।

অথ একাদশ সমুহঃ।

তেরবা মচ্ছ।

মেদস্য বণিতাসংগাচ্চাণ্ডালো জনয়েৎ সুতম্।
তেরবা মচ্ছ সংজ্ঞাবৈ প্রোক্তঃ স চ দ্বিসংজ্ঞকঃ
নৃমাংস ভক্ষণং কার্য্যং বিক্রয়ং তস্য জীবনম্
জীবিকা সাস্য কথিতা স বসেন্নগাদ্বহিঃ॥

মেদের স্ত্রীর সহিত চণ্ডাল সঙ্গমে যে পুত্রের উৎপাদন হয় উহাদের তেরবা ও মচ্ছ জাতি বলিয়া থাকে। ইহারা মড়ার মাংস ভক্ষণ ও বিক্রয় করিয়া জীবন রক্ষা করিয়া থাকে ইহারা এক প্রকার জঙ্গলী জাতি। ইহারাও নগরের বাহিরে থাকে।

শিরস্ ও হাড়ী।

অন্ধস্য বণিতাসংগাচ্চাণ্ডালো জনয়েৎসুতম্।
প্লব সংজ্ঞো সহাডীতি লোকে সর্ব্বত্র বিশ্রুতঃ।
আশ্বাষ্ট্র গর্দ্দভানাং চ মৃতানাং কালযোগতঃ।
কুর্য্যাস্থি হরণং সোঽপিমাংস ভক্ষণ জীবনঃ॥

অন্ধের বণিতার সহিত চণ্ডাল দ্বারা যে পুত্র উৎপন্ন হয় উহারা প্লব সংজ্ঞক দ্বিয় সংজ্ঞক এবং হাড়ী নামে খ্যাত হয়, উহারা মৃত ঘোড়া উষ্ট্র ও গাধা ইত্যাদি পশু দিগকে গ্রামের বাহিরে লইয়া যায়। মাংস ভক্ষণে উহাদের জীবন রক্ষা হয়।

ক্রত্যাধি।

প্রবক্রিয়াং শ্বপাকেন জাতো ক্রব্যাধিরুচ্যতে।
স ক্রব্যাপ্রেত বহ্নি সং রক্ষাং
কুর্য্যাৎ সা জীবিকাস্মৃতা ॥
সীমায়াং স বসেন্নিত্যং সীমা রক্ষণ তৎপরঃ।

প্রবকী স্ত্রীর সহিত শ্বপচ পুরুষের দ্বারায় যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহাকে ক্রত্যাধি বলে। ইহারা শ্মশানে প্রেতাগ্নি (চিতার আগুন) রক্ষা করে এবং নগরের সীমা রক্ষক হইয়া গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থান করে।

হস্তিক (শিকারী)

ক্রব্যাধিবণিতাসংগা চ্চণ্ডালাদ্ধস্তকোভবেৎ।
মৃগবন্দগুলশ্যেনাদিপক্ষি পালন তৎপরঃ।
তেষাং বিক্রয়তো লব্ধং ধনং ত জ্জীবনং স্মৃতম্ ॥

ক্রত্যাধিকী গর্ভে চণ্ডালের ঔরষে যে পুত্র উৎপন্ন হয়। উহাকে হস্তিক বলিয়া থাকে। ইহারা হরিণাদি মত্ত গুলশর ও শ্যেনাদি পালন করে এবং উহাদের বিক্রয় লব্ধ অর্থে হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কারক।

হস্তকস্ত্রী শ্বপাকেন কারকং জনয়েৎস্মৃতম্।
কুর্য্যাদ্রাজা বয়োধেস্ত মলাপ হরণং সদা।
বৃত্তিরেষাস্ত কথিতা নিবাসো নগরাদ্বহিঃ ॥

হুণ্ড'কর স্ত্রীর শ্বপাকের ঔরষে কারুক নামক পুত্র উৎপাদন হইয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বদা ঘরের ভিতর হইতে কুড়া (জঞ্জাল) উঠাইয়া ফেলিয়া থাকে। ইহ'ই ইহাদের জ'বিকা নির্ব্বাহের উপায়। ইহারাও নগরে বাহিরে বাস করে।

শাশেষ।

চাণ্ডালি ম্লেচ্ছ সংযোগাচ্ছাশেষং জনয়েৎস্থতম্।
বন্ধাচ্ছিন্নাঙ্গমাদায় বণিগ্বিপণিষু ভ্রমেৎ।
তদ্দ্রব্যং জীবিকা তস্য তদ্বাসো নগরাদ্বহিঃ।

চণ্ডাল ও ম্লেচ্ছের সংযোগে শাশেষ নামক পুত্র হইয়া থাকে রাজদণ্ড দ্বারা মৃত পুরুষের ছিন্ন অঙ্গ লইয়া বাজারে ভ্রমণ ইহাদের কার্য্য। ঐ চাকরী দ্বারা যে দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তদ্বারা উহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ভারুড।

পুল্কসীডোম্ব সংযোগস্তারুডো নাম জায়তে।
গ্রামদ্বারং স সংরক্ষেদ্রাত্রৌ বিথিষু সঞ্চরেৎ ॥
বাচমুচ্চারয়ে দিত্থমহো জাগ্রত জাগ্রত।
ভেরিণ্ডিমডিমঝংকারৈঃ পৌরাঞ্জাগরয়েন্নিশি ॥
সা জীবিকাস্য কথিতা রাজ্ঞো গাঃ পরিপালয়েৎ।

পুল্কসী স্ত্রীর ডোমের সংযোগে তারুড নামক পুত্র উৎপন্ন হ'য়া থাকে। গ্রামের দ্বার রক্ষা করা। রাত্রে নগরের গলির ভিতর

প্রহরির কার্য্য করা অর্থাৎ প্রত্যেক নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে জাগিয়া থাকো জাগিয়া থাকো বলিয়া চিৎকার এবং ভীষণ চিৎকারধ্বনী করিয়া শায়িত ব্যক্তি দিগকে সতর্ক করা, বাজার, গাভী ইত্যাদি রক্ষা করা ইহাদের কার্য্য। এবং উহা দ্বারাই উহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

সৌনক [হিংসক] কসাই

সৌনিকং কর্ম্মচাণ্ডালাৎস্মৃতে দাস বধূ সতম্।
স কুর্য্যাদজমেষানাং হিংসাতন্মাংস বিক্রয়ম্॥
তদ্‌দ্রব্যাং জীবিকাতস্য স হিংসকনত জাতিতঃ।

কর্ম্ম চণ্ডাল দ্বারা দাস বধূর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহাদের সৌনিক বলা হয়। ইহারা পাঠা ও ভেড়া হত্যা করিয়া ঐ মাংস বিক্রয় করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন হয় তদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা অন্ত্যজ জাতি হইতেও হীন, এই জাতিকে কার্ত্তিক জাতিও বলিয়া থাকে, ইহারা এক প্রকার হিন্দু কসাই।

মাতঙ্গ

ডোম্বিনাং প্লবসংযোগান্মাতাঙ্গো নাম জায়তে।
ভূত প্রেত পিশাচাদিগ্রস্তরক্ষাং সমাচরেৎ॥
সা জীবিকাস্য কথিতা স বসেন্নগবাহ্যহিং।

ডোম্বিনীর সহিত প্লবের সংস্রবে মাতঙ্গ জাতির উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূত, প্রেত, পিশাচাদি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি দিগকে মন্ত্রদ্বারা

ঝাড়িয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করিয়া থাকে। ইহাই ইহাদের জীবিকানির্ব্বাহের উপায়। নগরের বাহিরে ইহাদের বাস হইয়া থাকে।

অন্ত্যাবসায়ী ডোম।

নিষাদ বনিতা সুতে চাণ্ডালাৎ ডোম্ব সংজ্ঞকম্।
অসাবন্ত্যাবসায়ীচ শ্মশাননিলয়ে বসেৎ।
তত্ররক্ষাং প্রকুর্ব্বিত প্রেতানাং বস্ত্র জীবনম্॥

নিষাদ স্ত্রীর সহিত চণ্ডালের সংযোগে যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহাকে ডোম বলে। ইহারাও নীচজাতি শ্মশানে মৃতের চিতা সাজান, কাষ্ঠবিক্রয় এবং মৃত শরীরের বস্ত্রাদি গ্রহণ ইহাদের জীবিকানির্ব্বাহের উপায়।

গোপক।

মাতঙ্গী ডোম্বা সংযোগাৎ গোপকোনামজায়তে।
দাহভূ বিক্রয়াল্লব্ধং ধনং তজ্জীবনং স্মৃতম্॥

মাতঙ্গী স্ত্রী ও ডোম পুরুষের সংযোগে গোপকজাতির উৎপন্ন হয়। শ্মশানে মৃতব্যক্তির দাহের কর গ্রহণ ইহাদের জীবিকা।

মহর্ষিগণ নীচজাতির উৎপত্তির বিষয় যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ তাহাদের ধর্ম্ম ব্যাপার আদির বিষয়ও বলিয়াছেন। ঐ জাতির অনুকূল ধর্ম্ম ব্যাপার করিলে তাহাদের উন্নতি হইবে, আমি ঐ সকল অস্পৃশ্য জাতির উন্নতির বাধক নহি, পরন্তু উহাদের প্রকৃত উন্নতির সাধক।

পূর্ব্বজন্মে উহার দ্বারা এমন কোন কার্য্য হইয়া গিয়াছে যদ্বারা অস্পৃশ্য জাতিতে উহার জন্ম হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র উহাদের স্পর্শ করা নিষেধ করিয়াছে। সেই জন্য আমরা উহাদের স্পর্শ করিতে অক্ষম। পরাশর মুনি স্মৃতি শাস্ত্র বলিয়াছেন—

শ্বপাকঞ্চাপি চাণ্ডালং বিপ্রঃ সম্ভাষতে যদি।
দ্বিজঃ সম্ভাষণং কুর্য্যাৎ সাবিত্রিঞ্চ সকৃজ্জপেৎ॥

চাণ্ডাল দর্শনে সদ্য আদিত্যমবলোকয়েৎ।
চাণ্ডাল স্পর্শনেচৈব সচৈলং স্নানমাচরেৎ॥

চাণ্ডালৈঃসহসম্পর্ক মাসং মাসার্দ্ধমেববা।
গোমূত্র যাবকাহারো মাসার্দ্ধেন বিশুদ্ধতি॥

অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেন স্পর্শে স্নানং বিধিয়তে।
তেনোচ্ছিষ্টেন সংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ॥

শূদ্রান্ন ; শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ তু সহাসনম্।
শূর্দ্রাজ্জ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপিপাতয়েৎ॥

যদি ব্রাহ্মণ কোন ডোম কিম্বা চণ্ডালের সহিত কথা কহে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অন্য ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিয়া গায়ত্রী জপ করা উচিত। যদি দৈবাৎ চণ্ডালকে দেখিয়া ফেলে তাহা হইলে সূর্য্যদেবকে দর্শন করিবে। যদি কোন চণ্ডালের সহিত স্পর্শিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ অবগাহন স্নান করা কর্ত্তব্য। এক মাস কিম্বা পনের দিন যদি কোন চণ্ডালের সহিত সংসর্গে থাকে, তাহা হইলে দুই সপ্তাহ (১৫ দিন) পর্য্যন্ত গোমূত্র ও যবের ছাতু আহার করিবে। তাহা হইলে সে সম্পর্ক শুদ্ধ হইতে পারে। যদি কোনও ব্রাহ্মণ

অশুচ্ছিষ্টমুখে কোন শূদ্রকে স্পর্শ করে তবে স্নান করা উচিত কিন্তু যদি কোন শূদ্রকে উচ্ছিষ্টমুখে স্পর্শ করে, তবে প্রাজাপত্য ব্রত করিলে সে শুদ্ধ হইতে পারে। শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করা শূদ্রের সহিত সম্পর্ক রাখা, শূদ্রের সহিত একাসনে বসা, এবং শূদ্রের নিকট হইতে উপদেশ লওয়া ইত্যাদি কার্য্যে অতি তেজস্বী ব্যক্তিকেও পতিত করিয়া দেয়। এই জন্য স্পর্শাস্পর্শদোষ মন্দিরে অস্পর্শিয় ব্যক্তির প্রবেশ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতে অপারগ বা অক্ষম কারণ মুসলমান রাজার রাজত্বের সময় আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেকরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, তত্রাচ এতকষ্ট সহ্য করিয়াও তাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্ম হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। এই স্বরাজ্যরূপী স্বপ্নে নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করা আমাদের কখনই উচিত নহে। অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধার যে কেবলমাত্র স্পর্শদোষ বর্জ্জন ও হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করিলেই হইবে তাহা নহে, বরং তাহাদের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি করাইয়া আরও অধোগতি করাইবার সুন্দর উপায় হইতেছে, কেননা বহু পুণ্যফলে মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শরীর দ্বারা উত্তম কার্য্য করিতে পারিলেই পরজন্মে উত্তম জাতিতে উত্তম শরীর পাওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু ঐ অস্পৃশ্য জাতির সহিত একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করা হইতেছে। কারণ তাহার অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইলে সে সমূলে বিনাশ হইয়া যাইবে। একথা সকলেই বুঝিতে ও দেখিতে পাইতেছে। যেরূপ ভাবে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে সেইরূপ সর্ব্বত্রে দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধির তাড়নায় প্রাণী মাত্রেই জর্জ্জরিত হইতেছে। বিশেষতঃ নীচ জাতির ঘরে ঐ সমস্ত বিষয় অধিক। তাহার কারণ এই যে, তাহারা নিজ ধর্ম্ম মানে না বা নিজ ধর্ম্মানুসারে চলে না। ধর্ম্মই একমাত্র দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির উদ্ধারের উপায়, এ বিষয় সকলেরই লক্ষ রাখা উচিত বা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে বলিয়াছে—

ন সীদন্নপি ধর্ম্মেন মনোঽধর্ম্মেনিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকানাং পাপানামাশু পশ্যন্বিপর্য্যয়ম্।
নঽধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যং ফলতি গৌরব
শনৈরাবর্ত্তমানস্ত্ব কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি।
পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্ম্মবর্জ্জিতৌ।
ধর্ম্মঞ্চাঽপ্য সুখোদর্কং লোকবিক্রুষ্টমেব চ ॥

অর্থ—অধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের শীঘ্রই বিনাশ হইয়া থাকে, ইহা জানিয়া ধর্ম্ম পথে থাকিয়া অসুবিধা হইলেও অধর্ম্ম করা কথনই উচিত নহে। যেরূপ ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে তথনই তাহার ফল উৎপন্ন হয় না সেইরূপ অধর্ম্মের ফলও তৎক্ষণাতই পাওয়া যায় না, কিন্তু কিছুদিন পরে অধর্ম্মচারীগণ সমূল বিনাশ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম বিরুদ্ধ অর্থাদি ও কার্য্যাদি ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যে ধর্ম্ম কার্য্যে কোন অসুবিধা হয়, কষ্ট হয়, অথবা লোক বিরুদ্ধ হয় এরূপ ধর্ম্ম কার্য্যও করা উচিত নহে। সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যই দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া করা উচিত। অস্পৃশ্যদিগের যে ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জীবিকা নির্ব্বাহের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সেই প্রকারই তাহাদের শিক্ষা ও ব্যাপারাদিতে সহায়তা করা কর্ত্তব্য, যাহাতে তাহাদের উন্নতি হয়। অপরের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও ব্যাপারাদিতে প্রবৃত্তি হওয়া অত্যন্ত ক্ষতি জনক হয়। ভগবান বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥

অর্থ—নিজের ধর্ম্ম অপরের ধর্ম্ম হইতে ন্যূন হইলেও শ্রেষ্ঠ। অপরের ধর্ম্ম নিজের ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও অতি ভয়ানক। এই কারণে

মনুষ্য যে জাতিতে উৎপন্ন হয় সেই জাতিরই ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও ব্যাপারাদি করিয়া শুদ্ধমনে ঈশ্বরের উপাসনা করাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

যেরূপ ঋষিগণ মনুষ্যের উন্নতির বিষয় বলিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বলিয়াছি, ঐরূপ ক্রমশঃ চলিলে মনুষ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। যাহারা নীচজাতি হইতে নিজ জাতিগত ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং সকলের শ্রেষ্ঠ হইবার বাসনা করে এরূপ মনুষ্য অধোগতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ এরূপ অমূল্য মনুষ্য দেহ পাইয়া সাংসারিক বিষয় বাসনা, মান, শ্রেষ্ঠতা ইত্যাদিতে আসক্ত হইয়া আয়ুক্ষয় করে তাহারা নিশ্চয় পশু আদি জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং ঐ শরীরের দ্বারা মহান্ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয় মহর্ষিগণ যাহা বলিয়াছেন আমিও তাহাই বলিতেছি।

নরদেহাতিক্রমণাৎ প্রাপ্তৌপশ্বাদ্যদেহানাম্।
স্বতনোরপ্যজ্ঞানম্ পরধর্ম্মস্যাহত্রকা বার্ত্তা॥

অর্থ—মনুষ্য দেহের বিনাশ হইলে পূর্ব্বের পাপকর্ম্মের অনুসারে যে পশ্বাদি শরীর প্রাপ্ত হয় উহাদের পশু জন্মে নিজ শরীরেরও সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে না, তখন উহাদের পরম সুখরূপ পরব্রহ্মের জ্ঞান কিরূপে হইবে। সে পশু পক্ষী শরীরে কেবল দুঃখ ভোগই করিতে হয়, তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান কখনই হয় না।

সততং প্রবাহ্যমানৈর্বৃষভৈরুষ্ট্রৈঃ খরৈর্গজৈর্মহিষৈঃ।
হা কষ্টং ক্ষুত্তৃষ্ণাৰ্ত্তৈঃ শ্রান্তৈর্নো শক্যতে বক্তুম্॥

অর্থ—ষাঁড়, উট, গাধা, হাতি এবং মহিষ ইত্যাদি পশুর শরীরে বোঝা দিয়া সর্ব্বদা চালনা করে, তাহার দ্বারা তাহারা পরাধীন হইয়া

উক্ত বোঝা লইয়া মহাকষ্টে চলিয়া থাকে। পাঠকগণ বিবেচনা করুন কিরূপ দুঃখে উহাদের জীবন যাপন করিতে হয়। ক্ষুধার সময় পেটভরিয়া খাইতে পায় না, তথাচ দুর্ব্বল শরীরে গাড়ী ইত্যাদির ভার বহন করিতে হয়, কিন্তু অবলা জীব বলিতে পারে না যে, আমায় ছাড়িয়া দাও আমি অলক্ষ একটু বিশ্রাম করি। আহা পশু শরীর ধারণে কত দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। এই মনুষ্য শরীর ধারণের পূর্ব্বে চৌরাশীলক্ষ যোনি ভোগ করিতে হয়। পুনর্ব্বার বর্ত্তমান শরীর নাশের পরেও জীবের চৌরাশীলক্ষ যোনির ভোগ ভুগিতে হয়।

উদ্ভিদ্ ২০ লক্ষ, অণ্ডজ ১৯ লক্ষ, স্বেদজ ১১ লক্ষ, জরায়ুজ ৩৪ লক্ষ। সমস্ত মিলাইয়া ৮৪ লক্ষ যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়।

স্থাবরে লক্ষবিংশত্যো জলজং নব লক্ষকং

কৃমিজং রুদ্রলক্ষঞ্চ পক্ষিজং দশ লক্ষকম্।

পশ্বাদিনাং লক্ষত্রিংশঞ্চতুর্লক্ষঞ্চ বানরে। ইত্যাদি।

অর্থ—স্থাবর ২০ লক্ষ, অণ্ডজ অর্থাৎ পক্ষী ও জলচরাদি ১৯ লক্ষ, কৃমি ও স্বেদজ ১১ লক্ষ, পশ্বাদি বানর পর্য্যন্ত ৩৪ লক্ষ মোট ৮৪ লক্ষ যোনিতে জীবের কর্ম্ম কারণ শরীর এই সমস্ত যোনিতে রকম রকম স্থূল শরীরের পরিবর্ত্তন হইতে হইতে ক্রমশঃ উপরে যাইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় জীবের যে উন্নতি হয় তাহাতে জীবের নিজের কর্ম্ম কারণ নাই কিন্তু প্রকৃতি অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মই কারণ। যেরূপ সিংহ নিত্য হিংসা করাতেও সে পাপের ভাগী হয় না।

দেহের বিষয় অহমিকা ও মমতা নাই তমোগুণই প্রধান। সেই জন্য পাপ-পুণ্যের ভাগী হয় না. যেখানে অহঙ্কার ও মমতা আছে সেই খানেই বন্ধন এবং পাপ-পুণ্যের ভাগী হইয়া থাকে।

অহং মমেত্যয়ং বন্ধো নাহং মমেতি মুক্ত তা

অর্থ—আমি দেহ এবং দেহাদি আমার এই প্রকার অভ্যাসের নামই বন্ধন। ইহাই বন্ধনের স্বরূপ। এই বন্ধন নিজ বন্ধনের স্বরূপ অজ্ঞান হইয়া থাকে। এই জন্য স্বরূপের অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। ইহা আমি নহি, ইহা আমার নহে এইরূপ দৃঢ়তা দ্বারা দেহাদিতে অহঙ্কার ও মমতার নিবৃত্তি হইয়া থাকে; এইরূপ বিচার করিয়া কার্য্য করিলে বিজ্ঞ পুরুষ পাপ-পুণ্যের ভাগী হয় না।

সুহৃদঃ পুণ্য কৃত্যান্ দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যান্ গৃহ্নন্তি॥

অর্থাৎ বন্ধু পুণ্যকর্ম্মের এবং শত্রু পাপকর্ম্মের ফল গ্রহণ করে, তত্রাচ সমদর্শী হওয়া সম্ভব নহে। অর্থাৎ সকলকে নিজের আত্মার সমান জ্ঞান করা, দয়া, প্রেম রাখা উচিত কিন্তু সকলের সহিত পান—আহার, স্পর্শাস্পর্শের ব্যবহার ঋষিগণের নিয়মানুসারে হওয়া উচিত। শ্রীবশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যেখানে আত্মার স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন সেই খানে বলিয়াছেন—

বহিঃ কৃত্রিম সংরম্ভো হৃদিরসংরম্ভবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তর্লোকে বিরহ রাঘব॥

অর্থ—হে রামচন্দ্র এই সংসারে কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ অন্তরে বিরাজমান নাই কারণ উহা সমস্তই বাহিরে দেখিবার জন্য। অন্তরে

কিন্তু এই সমস্ত বস্তু একেবারেই নাই। ইহার জন্যই লোকচক্ষে শুদ্ধ কার্য্য করা উচিত উহাতে লিপ্ত হইও না। কেন না এ দেহের কোন আশা নাই. এইরূপ শ্রীবশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন।

এক্ষণে মাতার শোভাযাত্রা সম্বন্ধে এবং জাতি বিচার সম্বন্ধে এই খানেই সমাপ্ত করিয়া ইহার পূর্ব্বের বিষয় কিছু বলিতেছি। শোভাযাত্রার অনুতাপ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই হিন্দু সভার মহাদেব নামক চাপরাশী আমার নিকট আইসে, উহার সহিত আমার অস্পৃশ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু কথা হয় তাহার বিষয় সংক্ষেপে কিছু প্রকাশ করিয়াছি। সমস্ত কথা লিখিতে গেলে অধিক বিস্তার হইয়া যায়, সে জন্য সংক্ষেপেই প্রকাশ করিয়াছি মহাদেব পত্র লইয়া চলিয়া গেল, জানিনা পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের নিকট কিরূপ ভাবের কথা বানাইয়া বলিয়াছে সে জন্য ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য পণ্ডিত লক্ষ্মী নারায়ণজী একখানি পত্র ডাকযোগে আমার নিকট পাঠান। তাহার মধ্যে এই পত্রও ছিল, যাহা মহাদেব পূর্ব্বে আমার নিকট লইয়া আসিয়াছিল। ঐ পত্রগুলি আমি ক্রমশঃ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

নং ১০০

হিন্দুসভা কার্য্যালয়,

২৪।৭।২৪ খুলনা।

শ্রীযুক্ত পূজ্য শ্রীমহন্তজী মহারাজ শ্রীঅন্নপূর্ণা, কাশী।

প্রণাম।

মহাশয়! আপনার নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ৭ই তারিখে একখানি পত্র আপনার দর্শনার্থ সভার পক্ষ হইতে পাঠান হইয়াছিল। তাহার উত্তর এখন পর্য্যন্ত আপনি পাঠান নাই কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় আপনার দর্শন লাভ হয় নাই। সময়াভাব বশতঃ পত্র দ্বারায় বাক্যালাপ করিতে বাধ্য হইলাম, ইহার জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি এবং অন্যান্য কয়েক জন গণ্য মান্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া অস্পৃশ্যদিগের দর্শন সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এখন আমি ইহাই বিবেচনা করিতেছি যে, আপনাকে পত্র দ্বারায় প্রার্থনা করিয়া দেশের অবস্থার উপর বিচার করিবার জন্য আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিব। এ সময় দেশে মুসলমানদিগের একতা প্রবল বলবতী হইতেছে এবং সমস্ত ভারতবর্ষে খাজা হসননিজামির স্কীমের পূর্ত্তি মুসলমানেরা করিতেছে। কেবল নাডা কংগ্রেসের অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি মৌলানা মহম্মদ আলি কংগ্রেসের মঞ্চায় উচ্চৈস্বরে এ কথা বলিয়াছিলেন যে, অস্পৃশ্য জাতিদের হিন্দু এবং মুসলমান অর্দ্ধেক অংশে বিভাগ করিয়া লউক। আমরা হিন্দু ব্রাহ্মণগণ কি এই কথা ন্যায় বলিয়া গণ্য করিতে পারি? সমস্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থান হইতে এই শব্দ উচ্চারিত হইতেছে যে, অস্পৃশ্য জাতিও হিন্দু এবং মুসলমানদিগের এমন কি অধিকারী

আছে যে তাহাদের অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক অংশ করিয়া দেয়। অস্পৃশ্য সেই জাতি যাহাদের স্পর্শ করিলে আমাদের স্নান করিতে হয়, কিন্তু সেই অস্পৃশ্য জাতি মুসলমান যাহারা গো-খাদক তাহাদের অপেক্ষা অনেক উত্তম। এই জন্য অস্পৃশ্যদিগের জন্য আপনি কত কি উদারতার পরিচয় দিতে পারেন। আমি সম্পূর্ণ আশা করিতে পারি যে, আপনি এই পত্রখানির মর্ম্ম অনুভব করিয়া অবশ্যই উত্তর দিবেন। আমার মতে এই হয় যে, সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে যদি সামান্য দয় এই অস্পৃশ্য জাতির উপর প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষে আপনার কীর্ত্তি অচল অটল হইবে। আগড়া, দিল্লী ইত্যাদি কয়েকটি নগরে এই প্রথা প্রচার হইয়াছে। অন্যান্য নগর ও প্রান্তবাসীগণ আপনার মুখাপেক্ষি হইয়া রহিয়াছে, বিশেষতঃ আমি আমার অল্প বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে অধিক কি বুঝাইব। আপনার সামান্য কৃপা হইলেই আমাদের শত শত ভাই মুসলমান হওয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে এবং স্বধর্ম্মে থাকিতে বাধ্য থাকিবে। আশা করি আমাদের কার্য্যালয়ের ঠিকানায় শীঘ্রই পত্রোত্তর দানে বাধিত করিবেন।

ভবদীয়—

লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা।

এক খানি নিয়মাবলী ও নির্ণয় এবং অল ম্যাবেল পাঠাইলাম। ইতি

নং ১০২

হিন্দু মহাসভা।

তারিখ ৮।৮।২৪

শ্রীমান্ শ্রীমহন্তজী মহারাজ, শ্রীঅন্নপূর্ণাজী।

নমস্কার।

মহাশয়!

সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ২৬।৭।২৪ তারিখে শ্রীমহাদেব চাপরাসী একখানি পত্র লইয়া আপনার নিকট গিয়াছিল। সে সভায় আসিয়া এমন কয়েকটী অন্যায় বাক্য বলে যাহা একজন বিচারশীল, বিদ্বানের মুখ হইতে ঐরূপ বাক্য নির্গত হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। আমি উঁহাকে কার্য্যকারিণী সভায় উপস্থিত করি। সমিতি স্থির করে যে ডাকযোগে মহন্তজীর নিকট পত্র দেওয়া হউক, সে জন্য আপনার নিকট লিখিতেছি এবং পত্রের সহিত ১০০ নম্বরের পত্র খানিও পাঠাইতেছি। আশা করি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রোত্তর দানে অনুগৃহীত করিবেন এবং যে যে কথা আপনি চাপরাসীর নিকট বলিয়াছেন, তাহাও লিখিয়া বাধিত করিবেন। ইতি

ভবদীয়—

লক্ষীনারায়ণ শর্ম্মা

পাঠকগণ এই পত্রের মর্ম্ম যাহা খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় অনেকেই পা   করিয়া থাকিবেন। হিন্দু মহাসভার মন্ত্রী মহাশয় আমার নিকট এই পত্রের, উত্তর চাহিয়াছেন, কিন্তু এই পত্রের উত্তর আমাদের প্রাচীন নিয়মের বিরুদ্ধ। অস্পৃশ্য জাতিকে মন্দিরে

প্রবেশাধিকার দেওয়া আমার মত বিরুদ্ধ বলিয়া তাহার উত্তর দেই নাই। কারণ যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিয়মবদ্ধ কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন তাহারই অনুকরণ করা আমাদের উচিত। যথা শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে বলিয়াছেন—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা যে যে আচরণ করিয়া আসিয়াছেন এবং যে যে মর্য্যাদাকে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহারই অনুরূপ অন্যান্য ব্যক্তিগণও আচরণ করিতেছেন এবং শ্রেষ্ঠপুরুষ যাহা করিয়াছেন ইতর ব্যক্তি তাহারই প্রমাণ দিয়া থাকে। এই জন্যই উক্ত পত্রের বিষয় প্রাচীন মর্য্যাদার বিরুদ্ধ মনে করিয়া আমি চুপ করিয়া ছিলাম, কেননা উত্তর প্রত্যুত্তর করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। যখন আমি ভাই, বন্ধু, জাতি, ধন-সংসার পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াছি, আমার পরেও যে সংসার প্রপঞ্চ আমার পশ্চাৎ লাগিয়া থাকে, তখন আমাতে ও সংসারী মনুষ্যে প্রভেদ কি? ইহা বিবেচনা করিয়া উক্ত পত্রের উত্তর দেই নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, কিছু দিন পরে উহারা শান্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু শান্ত হওয়া দূরে থাক, কোন দুষ্ট লোক আমার উপর মকদ্দমা করিয়া সংবাদপত্রে উহা প্রচার করে এবং বেনামি পত্র দ্বারা ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ, সাধু, গঙ্গাপুত্র, ঘাটিয়া ইত্যাদির নিন্দা [illegible] হইল, তখন বাধ্য হইয়া উত্তর দিতেই হইল। প্রথম [illegible] সম্বন্ধীয় সম্প্রদায়িদিগের সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। যে রূপ তাহার জাতি, ব্যবহার এবং

তাহাদের বাসস্থানের বিষয়ও বলা হইয়াছে। যে যে বিষয় বাকী ছিল তাহা এবং শূদ্রের বিষয় পুনরায় লিখিতেছি। তাহাদের কার্য্যও মনু নিজে বলিয়াছেন। মনুস্মৃতি ১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃকর্ম্ম সমাদিশৎ।

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥৬১॥

অর্থ—প্রভু, শূদ্রদের মুখ্য একটী কাজ করিতে বলিয়াছেন, দোষশূন্য হইয়া তিন বর্ণের সেবা করিবে।

ইহার জন্যই যে জাতির যেরূপ অধিকার আছে, সেইরূপ উহার কর্ম্ম, উপাসনা, দেবাদির পূজা ও সেবা ইত্যাদি নিয়মবন্ধ, জাতির অনুসারে ঋষিগণ বলিয়াছেন। কিন্তু আজকাল প্রাচীন নিয়মের বিরুদ্ধে ভাল ভাল মাননীয় পুরুষদিগের বুদ্ধিতে এই বিচার উৎপন্ন হইয়াছে যে, অস্পৃশ্যদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় এবং স্পর্শদোষ ব্যবহার উঠাইয়া দেওয়া হউক তাহা হইলে হিন্দুদিগের উন্নতি হইবে, কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাই হয় যে, এইরূপ করিলে কেবল সনাতন ধর্ম্ম এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা ব্যতীত উন্নতির কোন আশাই করা যায় না। সনাতন ধর্ম্ম এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম একেবারে নষ্ট হইয়া গেলে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইবে এবং সংসার নষ্ট হইবে। মনুস্মৃতি ১০ম অধ্যায় বলিয়াছেন।—

যত্রত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।

রাষ্ট্রিকৈস্সহ তদ্রাষ্ট্রংক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥৬১॥

যে দেশে বর্ণনষ্টকারী বর্ণশঙ্কর থাকে সেই দেশ সে স্থানের অধিবাসীগণ-সহ শীঘ্রই ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেজন্য সে দেশের রাজার কর্ত্তব্য যে উক্ত বর্ণশঙ্করকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া।

মনুস্মৃতি — চতুর্থ অধ্যায়।

যদি নাত্মনি পুত্রেষু নচেৎপুত্রেষু নপ্তৃষু।
নত্বেবতু কৃতোঽধর্ম্মঃ কর্ত্তুর্ভবতু নিষ্ফলঃ ॥৭৩॥
অধর্ম্মেনৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নাঞ্জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যতি ॥৭৪॥

অধর্ম্মকারীর দেহ এবং ধনাদির বিনাশ সেই সময়ে না করিলে তাহার পুত্র অথবা পৌত্রতে করিয়া থাকে। কখনই নিষ্ফল যায় না ॥৭৩॥ অধর্ম্মে তাহার পুণ্য ক্ষীণ হওয়া পর্য্যন্ত অধর্ম্মী ধাম এবং ধনাদিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহার পশ্চাতে অনেক সেবক, ঘোড়া, হাতি বস্ত্র পাইয়া থাকে, তাহার পর দুর্জ্জন শত্রুদের জয় করিয়া থাকে। ধর্ম্মফল থাকা পর্য্যন্ত সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করে কিন্তু অধর্ম্মের ফল ভোগ করিবার যখন সময় উপস্থিত হয় তখন মেঘের ছায়ার ন্যায় দেহ, ধন, পুত্রাদি সহ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৭৪॥

এই জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের অনভিজ্ঞতা হেতু অধর্ম্মে বৃদ্ধি দেখিয়া অধর্ম্মাচারীর হৃদয় অধর্ম্মে আরো লীন হইয়া যায় কিন্তু এই বিচার করিবার সময়, এই সমস্ত মনুষ্যের নিজ বুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করা উচিত, কিন্তু যাহারা অধর্ম্মের পরিণাম জানে এবং পুনরায় তাহাদের প্রবৃত্তি অধর্ম্মে থাকিতে হয়, তাহার কারণ নিম্নে দেওয়া হইল।

অনন্তকোটী জন্মানাং বীজভূতংসৎ।
যৎকর্ম্মজাতং পূর্ব্বার্জ্জিতং তিষ্ঠতি তৎসঞ্চিতংজ্ঞেয়ম্॥

অর্থ—বহুজন্ম কৃত যে পুণ্য পাপাদি কর্ম্ম, ভোগ ব্যতিত সংস্কাররূপে অজ্ঞানের সহিত সূক্ষ্মশরীরে থাকে। ঐ সমস্ত সঞ্চিত পাপ পুণ্য একত্রিত হইয়া কর্ম্ম হইতে কর্ম্ম দ্বারা এই বর্ত্তমান শরীর প্রস্তুত হয়, যদ্বারা এই শরীরের সুখ দুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বজন্মে যে শুভ কার্য্য করিয়াছেন, সেই কর্ম্মের অনুসারে বর্ত্তমান শরীর দ্বারা শুভ কার্য্যে তাহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে যেরূপ পূর্ব্ব জন্মে কর্ম্ম করিয়াছে, সেই কর্ম্মানুসারে বর্ত্তমান শরীর দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এই বর্ত্তমান শরীর দ্বারা যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা আগামী জন্মে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু এই স্থূলশরীর পূর্ব্ব জন্মে ছিল না, সে জন্মে পৃথক শরীর ছিল; মৃত্যুর পরেও এই শরীর থাকিবে না। এই স্থূল শরীর মাতার গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা জীবাত্মা উহার পূর্ব্বেও দেহ হইতে পৃথক ছিল এবং যখন এই দেহ বিনাশ হইবে তখনও দেহ হইতে পৃথক থাকিবে।

যে ঈশ্বর হৃদয়ে বাস করেন তিনিই মনুষ্যের প্রবৃত্তি বাসনা ইত্যাদির চালনা করিয়া থাকেন। যেরূপ পঞ্চদশী, চিত্রদীপ প্রকরণে আছে—

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথানিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥১৭৬॥

অর্থ—আমি ধর্ম্ম জানি, কিন্তু আমার প্রবৃত্তি ধর্ম্মে যায় না। আমি অধর্ম্মকেও জানি, কিন্তু কিন্তু অধর্ম্ম হইতে আমার নিবৃত্তি হয় না। যেরূপ

আমার হৃদয়স্থিত কোন দেবতা আমায় যে কার্য্যে নিযুক্ত করেন আমি তদ্রূপ করিয়া থাকি ॥১৭৬॥

তাদৃশী জায়তে বুদ্ধির্ব্ববসায়োঽপি তাদৃশঃ।
সহায়াস্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতব্যতা ॥৬॥

সেইরূপ বুদ্ধি, সেইরূপ উপায় এবং সেইরূপ সহায়ক মিলিয়া থাকেন, যেরূপ ভবিতব্যের নির্ব্বন্ধ ॥৬॥

এক দিন এমন ছিল যে, প্রাণময় হিন্দুজাতির আধার একমাত্র সনাতন ধর্ম্মই ছিল। সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রবল প্রবাহে কোন দিন এই হিন্দুজাতি পৃথিবীর সমস্ত জাতি হইতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। হিন্দু-জাতির উন্নতি অন্য কোন প্রকার আধারের উপর নাই। একমাত্র সনাতন ধর্ম্মের উন্নতির উপরই নির্ভর, কিন্তু আজকালকার সভ্য সমাজে বলিয়া থাকেন যে, সনাতন ধর্ম্মাদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যত দিন থাকিবে ততদিন হিন্দুজাতির কোনই উন্নতি হইবে না। ইহা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী সকলেই বুঝিতে পারেন। ইহাতে কাহারও উপর কোনরূপ দোষারোপ করিবার কিছুই নাই। যখন যেরূপ সময় আসিবে, তখন সেইরূপ করিতে হইবে।

মনুস্মৃতি ১ম অধ্যায়, শ্লোক ৮১—৮২

চতুষ্পাৎসকলোধর্ম্মঃ সত্যং চৈব কৃতে যুগে।
না ধর্ম্মেণাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতিবর্ত্ততে ॥
ইতরেষ্বাগমাদ্ধর্ম্মঃপাদশস্ত্ববরোপিতঃ।
চৌরিকা নৃতভায়াভির্ধর্ম্মশ্চাপৈতি পাদশঃ ॥

অর্থ—সত্যযুগে সমস্ত ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল বলিয়া সমস্ত অঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল এবং সত্য ও ছিল।

ত্রেতাযুগে অধর্ম্ম হইতে ধন, উৎপাদন এবং বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রমশঃ প্রত্যেক যুগে চতুর্থাংশ করিয়া কম হইতে আরম্ভ হয় এবং ধন ও বিদ্যায় যে ধর্ম্ম একত্রিত করা যায় তাহা চুরি, মিথ্যা এবং ছল ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রত্যেক যুগে চতুর্থাংশ কম হওয়ায় তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ক্রমশঃ কম হইবার কারণ এই যে, চুরি, মিথ্যা, ছলনা এই তিনটী ত্রেতাযুগে উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যথা—মনুস্মৃতিঃ প্রথম অধ্যায়।—

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌযুগে॥

অর্থ—যদ্যপি তপাদি সমস্ত শুভ কর্ম্ম সমস্ত যুগেই করিবার উপায় আছে তত্রাচ সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান ছিল। অর্থাৎ প্রধান ফলদাতা ছিল, সেইরূপ ত্রেতাযুগে আত্মার জ্ঞান এবং দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিযুগে দানই প্রধান ফলদাতা।

দাতব্যমিতি যদ্দানম্ দিয়তেহনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকংস্মৃতম্॥

অর্থ—হে অর্জ্জুন স্থান পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে অমাবস্যাদির সময় বিদ্যা, তপাদিকারিকে দান করিলে উহা সাত্ত্বিক (উত্তম) বলা হইয়াছে।

নাস্তিযোগং বিনা সিদ্ধির্নাস্তি যোগং বিনা যশঃ।
নাস্তি লোকে যশোমূর্লম্ ব্রহ্মচর্য্যাৎ পরন্তপঃ॥

যোগ ব্যতীত সংসারে সিদ্ধি হয় না। এবং যোগ ব্যতীত সংসারে যশও হয় না। অতএব ব্রহ্মচর্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ কোন তপস্যাই নাই।

যো নিয়মোন্দ্রিয় গ্রামম্ ভূতগ্রামং চ পঞ্চকম্।
ব্রহ্মচর্য্যং সমাধত্তেকিমতঃপরমং তপঃ॥

অর্থ—যে বিষয় হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে নিবারণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন করিয়া থাকে উহা হইতে শ্রেষ্ঠ এ সংসারে কোন তপস্যা নাই। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারীকে দান করাই সর্ব্বোত্তম বলা হইয়াছে।

কুক্ষৌতিষ্ঠতি যস্যান্নং বিদ্যাভ্যাসেন জীর্য্যতে।
গোত্রাণি তারয়েত্তস্য দশপূর্ব্বান্দশাপরাং॥

অর্থ—যে দাতার দান বিদ্যাভ্যাস দ্বারা জীর্ণ হয় সেই অন্নদাতার মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং দশ পুরুষ সহিত স্বর্গলোকে লইয়া যায়। এইরূপ সুপাত্রে দান করাই উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। দান করা ত সর্ব্বপ্রকারেই উত্তম। দানেও বিশেষত্ব আছে, দান করিলে কি ফল হয় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

বাসোদশ্চন্দ্র সালোক্যমশ্বিসালোক্যমশ্বদঃ।
অনুডুদ্দাঃশ্রিয়ং পুষ্টাং গোদোব্রধ্নস্য বিষ্টপম্॥
যানশয্যাপ্রদো ভার্য্যা মৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ।
ধান্যঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদোব্রহ্মসাষ্টিতাম্॥

অর্থ—বস্ত্রদানকারী পুরুষ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চন্দ্রলোকে চন্দ্রের সমান বিভূতি পায়। ঘোড়া দানকারী অশ্বিনীকুমার লোক প্রাপ্ত হয়। বলিষ্ঠ ষাঁড় দানকারী বহু ধনশালী হয়। গরুদানকারী সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়। রথাদি বাহন, শয্যাদি দানকারী স্ত্রী এবং অভয়দাতা অর্থাৎ প্রাণিদিগকে হিংসা না করে এরূপ প্রভুতাকে, ধান, যব, কলাই, মুগ প্রভৃতি দাতাগণ বহুকালস্থায়ী সুখ ভোগ করিয়া থাকে এবং ব্রহ্ম যে বেদ উহা দানকারী অর্থাৎ বেদাভ্যাসি, বেদপাঠী, বেদের ব্যাখ্যাকারী ব্রহ্মের সমান গতি অর্থাৎ তাহার তুল্যতা প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বেশামেব দানানাং ব্রহ্মাদানং বিশিষ্যতে।
বার্য্যন্নগোমহী বাসস্তিলকাঞ্চন সর্পিষাম্ ॥

যেন যেনতু ভাবেন যত্তদ্দানং প্রযচ্ছতি।
তত্তত্তেনৈব ভাবেন প্রাপ্নোতি প্রতি পূজিতঃ ॥

অর্থ—জল, অন্ন, ধেনু, ভূমি, বস্ত্র, তিল, সুবর্ণ, ঘৃত ইত্যাদি সমুদায় দান হইতে বেদের দান অধিক, ফলদায়ক ও শ্রেষ্ঠ। যে যে ফলের মানসে দান করিবে, তাহার সেই ফল (মনোভিষ্ট) সিদ্ধ হইবে।

যোঽর্চ্চিতম্ প্রতিগৃহ্নাতি দদাত্যর্চিত মেবচ।
তাবুভৌগচ্ছতঃ স্বর্গং নরকস্তু বিপর্য্যয়ে ॥

ন বিস্ময়েৎ তপসা বদেদিষ্ট্বা চ নানৃতম্।
নার্তোঽপ্যপবদেদ্বিপ্রান্ন দত্বা পরিকীর্ত্তয়েৎ ॥

কলিযুগে একমাত্র দানকেই প্রধান ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। কিন্তু যেমন যেমন কলির প্রভাব বৃদ্ধি হইতেছে তেমন তেমন দান-ধর্ম্মাদি, শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে মনুষ্যদিগের অশ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ অশ্রদ্ধা-কারী ব্যক্তিগণের বক্তব্য এই যে যেমন মৃত পশু ঘাস খায় না, সেইরূপ মৃত পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধাদিতে কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া আছেন তাঁহাদিগকে দান করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন।

এখানে লোকে আশঙ্কা করিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী এবং সাধুদিগের নামে দানের ঠেকেদারী করা হইয়াছে অপরকে দানের অধিকার দেয় নাই? অপরকে দান করিলে দাতার দানের ফল হয় না। কিন্তু আমার মতে তাহা নহে। দাতা যাহাকে ইচ্ছা দান করিলেন বাসনা করিয়াছেন সেই দানের অধিকারী হয় এবং সমস্ত দানেই সমান ফল লাভ হইয়া থাকে। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাও সত্য কিন্তু প্রত্যেকের দানের অধিকার নাই, প্রত্যেকের কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে, যাহা আমি পূর্ব্বে বিশেষরূপে লিখিয়া দিয়াছি। এখন দেখুন মনু ভগবান্ মনুস্মৃতিতে কি লিখিয়াছেন—

নশ্যন্তি হব্য কব্যানি নরাণামবিজানতাম্।
ভস্মিভূতেষু বিপ্রেষু মোহাদত্তানি দাতৃভিঃ॥

অজ্ঞানতা হেতু পাত্রকে চিনিতে না পারিয়া দেবতা এবং পিতৃপুরুষদিগের নিমিত্ত বেদপাঠ এবং উহার অর্থাদি জানয়জম করিবার শক্তি না থাকায় ভস্মের সমান পাত্রে দাতার দেয় দান নিষ্ফল হইয়া থাকে।

প্রতিগ্রহ সমর্থোহপি প্রসঙ্গং তত্র বর্জ্জয়েৎ।
প্রতিগ্রহেণ হ্যস্যাশু ব্রাহ্মং তেজঃ প্রশাম্যতি ॥৮৬॥

বিদ্যা, তপ এবং আচার যুক্ত হইলেও দান লইবার অধিকারী হইলেও উহাতে বারবার প্রবৃত্তিকে ছাড়িয়া দিতে হয় অর্থাৎ দান লওয়া উচিত নহে, কারণ দান লইলে বেদ পাঠ আদিতে উৎপন্ন ব্রহ্মণ্য তেজ অর্থাৎ প্রভাব শীঘ্রই নষ্ট হয়।

ন দ্রব্যানামবিজ্ঞায় বিধিং ধর্ম্মং প্রতিগ্রহে।
প্রাজ্ঞ প্রতিগ্রহং কুর্যাদবসীদন্নপি ক্ষুধা ॥৮৭॥
হিরণ্যং ভূমিমশ্বং গামন্নং বাসস্তিলান্ ঘৃতম্।
প্রতিগৃহ্ণন্নবিদ্বাংস্তু ভস্মী ভবতি দারুবৎ ॥৮৮॥

কোন বস্তুর দান লইলে ধর্ম্মের জন্য হিতকারী বিধান ব্যতিত বুদ্ধিমান ক্ষুধার্থ হইলেও দান লওয়া উচিৎ নহে আপত্ত ব্যতিত আর কি বলা যাইতে পারে ॥ ৮৭ ॥ স্বর্ণ, রৌপ্য, ঘোড়া, গরু, অন্ন, বস্ত্র, তিল এবং ঘৃত এই সমস্ত দান ইতে মূর্খ পুরুষ দানরূপী অগ্নিতে কাষ্ঠের ন্যায় সেই সময় ভস্ম হইয়া যায়। পুনরায় উৎপন্ন হইতে পারে না অর্থাৎ সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। ৮৮ ॥

হিরণ্যমায়ুরন্নং চ ভূর্গৌশ্চাপ্যোষতস্তনুম্।
অশ্বশ্চক্ষুস্ত্বচং বাসো ঘৃতং তেজস্তিলাঃ প্রজাঃ ॥৮৯॥
অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি ॥৯০॥

সোণা এবং অন্ন দান গ্রহণকারী মূর্খের আয়ু জ্বালাইয়া থাকে। ভূমি এবং গরু শরীর জ্বালাইয়া থাকে, ঘোড়া চক্ষুকে, বস্ত্র ত্বিষাকে, ঘৃত তেজকে, এবং তিল সন্তানকে জ্বালাইয়া থাকে ॥৮৯॥ তপঃ এবং বিদ্যাশূন্য অথচ দান লইবার ইচ্ছাকারী ব্রাহ্মণ দানের অধিকারী না হইলেও মনে মনে ভাবিয়া ঐ দান হইতে অযোগ্য ব্রাহ্মণ পাপযুক্ত দাতা সমেত নরকে এরূপ ভাবে ডুবিয়া যায় যেরূপ পাথরের নৌকা জলে নামাইয়া সেই নৌকা সমেত জলে ডুবাইয়া দেয় ॥৯০॥

তস্মাদবিদ্বাবিভিয়াদ্যস্মাত্তস্মাৎ প্রতিগ্রহাৎ।
স্বল্পকেনাপ্যবিদ্বান্ হি পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥৯১॥
ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ ॥৯২॥

তাহা হইতে মূর্খ পুরুষ যে কোন ছোট বস্তুও দানে ভয় করে। সোণার বিষয় আর কি বলিব কেন না সমান্য মূল্যের কাচ প্রভৃতি দান লইলেও কীচ কাদায় আবদ্ধ হইয়া গরুর প্রায় নষ্ট হইয়া যায় ॥৯১॥ গ্রহীতার বিষয় বলিয়া এখন দাতার বিষয় বলিতেছি। কাক কুকুর ইত্যাদিকে যাহা দেওয়া যায় তাহাও ধর্ম্মজ্ঞ বিড়ালব্রতি ব্রাহ্মণকে দেওয়া উচিৎ নহে এই অধিকতাকে বলার জন্য অপর জিনিষের (বস্তুর) দান নিষেধ করা হইয়াছে কেবল জলেরই দান নহে "পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্" ইহাতে বিড়াল ব্রতির জন্য অতিথির ন্যায় সৎকার করিয়া দ্রব্যাদি দান নিষেধ বলা হইয়াছে এখানে কেবল জলাদি দান নিষেধ করা হইয়াছে ইহা ও "বিদ্যাপ্যর্জ্জিতং ধনং" ইহা প্রমাণ বলিব এবং যেমন বিহিত বলিলে উহাই

বুঝিতে হইবে যে যতক্ষণ লেখাপড়া জানা ব্যক্তি পাওয়া যায় ততক্ষণ কোন মূর্খ ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত নহে ॥ ৯২ ॥

ত্রিষপ্যেতেষু দত্তং হি বিধিনাপ্যর্জ্জিতং ধনম্ ।
দাতুর্ভবত্যনর্থায় পরত্রাদাতুরেব চ ॥৯৩॥
যথা প্লবেনৌপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্ ।
তথা নিমজ্জতোঽধস্তাদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ ॥৯৪॥

এই তিন বিড়াল-বৃত্তি আদিতে ন্যায় সঙ্গত ধন দিলেও দাতা এবং গ্রহিতা পরলোকে নরকের কারণ হইলে অনর্থের জন্যই হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥ যেরূপ পাথরের প্রস্তুত নৌকা জলে সাতার দিতে দিতে তাহার সহিতই জলমগ্ন হইয়া যায় সেই রূপ দান এবং প্রতিগ্রহাদি শাস্ত্রহীন দাতা এবং গ্রহিতা উভয়ে নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥

ধর্ম্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ ।
বৈডালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ ॥৯৫॥
অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ ॥৯৬॥

যে ব্যক্তি বহুব্যক্তির সম্মুখে ধর্ম্ম করিয়া থাকে এবং সাধারণের নিকট নিজে বলে এবং অপরের দ্বারায় বলায় তাহার ধর্ম্ম চিহ্ন মাত্র, এই কারণ তাহাকে ধর্ম্মধ্বজী বলা যায় এবং লোভি ব্যক্তি সর্ব্বদা অপরের ধনের ইচ্ছা, ছদ্মিক যাহারা ছলনা চাতুরী করে, লোক বঞ্চক যাহারা লোক দিগকে ঠকাইয়া থাকে, হিংসক যাহারা অপরের হিংসায় সর্ব্বদা

রত থাকে, [illegible]—যাহারা অপরের গুণ সহ করিতে না পারিয়া কেবল সকলের নিন্দাই করিতে ভাল বাসে ও তাহাই করে, বিড়াল ব্রতী যেরূপ বিড়াল অনেকগুলি ইঁদুরকে মারিবার জন্য নিমগ্ন হইয়া বসিয়া থাকে সেইরূপই ঐ ব্যক্তিকে মনে করিতে হইবে ॥ ৯৫ ॥

অধোদৃষ্টি যাহারা নিজের নম্রতা দেখাইবার জন্য সর্ব্বদা নিম্ন দিকেই চাহিয়া থাকে, নৈষ্কৃতিক—যাহারা নিষ্ঠুরতা যুক্ত পরের অর্থ নষ্ট করিয়া নিজের স্বার্থে লাগাই থাকে, শঠ—যাহারা কুটীল ও মিথ্যাবাদী, বিনত—কপট ও নম্রতাযুক্ত বকব্রতচর যেরূপ বক মৎস্যদিগকে মারিবার জন্য অযথা নম্রতা সহকারে বসিয়া থাকে ॥ ৯৬ ॥

যে বকব্রতিনো বিপ্রা যে চ মার্জ্জারলিঙ্গিনঃ ।
তে পতন্ত্যন্ধতামিস্রে তেন পাপেন কর্ম্মণা ॥৯৭॥
ন ধর্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ ।
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রদম্ভনম্ ॥৯৮॥

যে ব্রাহ্মণ বকবৃত্তির কার্য্য করে এবং যে বিড়াল বৃত্তি করে সে ঐ পাপ কর্ম্ম দ্বারা অন্ধতামিস্রনামক নরকে পতিত হয় ॥ ৯৭ ॥

পাপ করুন প্রায়শ্চিত্তরূপ প্রাজাপত্য আদি ব্রত করিয়া এরূপ না বলে যে ধর্ম্মের জন্য এই কার্য্য করিতেছি। স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খাদি ব্যক্তিদিগকে মোহিত করিবার জন্য এরূপ না করে ॥ ৯৮ ॥

প্রেত্যেহ চেদৃশা বিপ্রা গর্হ্যন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
ছদ্মনাচরিতং যচ্চ ব্রতং রক্ষাংসি গচ্ছতি ॥৯৯॥

অলিঙ্গী লিঙ্গীবেশেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্যগ্যোনৌ চ জায়তে ॥২০০॥

ইহলোকে এবং পরলোকে এইরূপ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবাদীদিগকে নিন্দা করিয়া থাকে এবং যে ব্রত ছলনা যায়। করা হয় তাহার রাক্ষসাদি যোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৯ ॥

যে ব্রহ্মচারী আদি নহে মেখলা, মৃগচর্ম্ম, দণ্ডাদি কেবল মাত্র বেশ বলিয়া জানা যায় উহার বৃত্তিতে ভিক্ষা ভ্রমণ ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হয় ঐ ব্রহ্মচারী-আদির যে পাপ তাহা উহাকে টানিয়া লইয়া থাকে এবং কুকুর যোনি উৎপন্ন হইয়া যায় ॥ ২০০ ॥

দান ধর্ম্ম নিষেবেত নিত্যমৈষ্টিকপৌর্তিকম্।
পরিতুষ্টেন ভাবেন পাত্রমাসাদ্য শক্তিতঃ ॥২৭॥
যৎকিঞ্চিদপি দাতব্যং যাচিতেনানসূয়য়া।
উৎপৎস্যতে হি তৎপাত্রং যত্তারয়তি সর্ব্বতঃ ॥২৮॥

বিদ্যা ও তপোযুক্ত ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত হইয়া ঐষ্টিক, পৌর্ত্তিক, বলুন অন্তর্ব্বেদী, বহির্ব্বেদী, দান, ধর্ম্ম, পরিতোষনার্থ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম হইতে শক্তির অনুসারে করয়াচনা করা হইয়াছে ইর্ষাশূন্য পুরুষ হইতে সামান্যও শক্তির অনুসারে দেওয়া উচিত। যাহাতে দাতার কোন না কোন সময় সুপাত্র পাওয়া যাইবে যাহাতে নরক হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে।

বিদ্যাতপঃসমৃদ্ধেষু হুতং বিপ্রমুখাগ্নিষু।
নিস্তারয়তি দুর্গাচ্চ মহতশ্চৈব কিল্বিষাৎ ॥৯৮॥

বিদ্যা এবং তপরূপ তেজযুক্ত ব্রাহ্মণের মুখ অগ্নির সমান হইয়া থাকে উহাতে যে হব্য কব্যাদি ঢালা হয় তাহা হইতে ইহলোকে কঠিন ব্যাধি, শত্রু এবং রাজপীড়া ইত্যাদির ভয় হইতে এবং অত্যন্ত পাপ হইতে উদ্ধার হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ।
তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমম্ ॥২৯॥
ভূমিদো ভূমিমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ।
গৃহদোহগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপ্যদো রূপমুত্তমম্ ॥৩০॥

জলদাতা ক্ষুধা পিপাসা দূর হওয়াতে তৃপ্তি পাইয়া থাকে। অন্নদাতা অক্ষয় সুখ, তিল দাতা প্রার্থিত সন্ততি, দীপ দাতা উত্তম চক্ষু প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯ ॥ ভূমি দাতা ভূমি এবং স্বর্ণ দাতা অধিক আয়ু, ঘর বাড়ী দাতা উত্তম ঘর বাড়ী, রৌপ্য দাতা ধন জন পূর্ণ মনোহর রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্যমশ্বিসালোক্যমশ্বদঃ।
অনডুদ্দঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদো ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্ ॥৩১॥
যানশয্যাপ্রদো ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ।
ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মসাষ্টিতাম্ ॥৩২॥

বস্ত্র দাতা চন্দ্রের ন্যায় লোক প্রাপ্ত হয়, চন্দ্র লোকে চন্দ্রের ন্যায় বিভূতি পাইয়া থাকে। ঘোড়া দাতা অশ্বিনী কুমার লোক, বলবান্ বাঁড় দাতা বহু ধনবান্, গরু দাতা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

রথাদি বাহন এবং শয্যা দাতা স্ত্রী এবং অভয় দাতা অর্থাৎ প্রাণিদিগকে হিংসা যাহারা না করে প্রভৃতা এবং ধান, জব, মুগ, কলাই ইত্যাদি দাতা বহুকাল যাবৎ সুখ করিয়া থাকে। ব্রহ্ম যে বেদ উহার দাতা অর্থাৎ বেদ যাহারা পাঠ করান এবং ব্যাখ্যা করান তাঁহারা ব্রহ্মার সমান সুখ ভোগ করেন ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।
বার্যন্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাম্ ॥৩৩॥
যেন যেন তু ভাবেন যদ্যদ্দানং প্রযচ্ছতি।
তত্তত্তেনৈব ভাবেন প্রাপ্নোতি প্রতিপূজিতঃ ॥৩৪॥

অন্ন, জল, ভূমি, ধেনু, বস্ত্র, তিল, সোনা এবং ঘৃতাদি দান হইতে শ্রেষ্ঠ দান ও অধিক ফল বেদ দাতার হয় ॥ ৩৩ ॥ যিনি যে অভিপ্রায়ে অর্থাৎ আমার স্বর্গলাভ হউক এবং মরণাপন্ন ব্যক্তি নিজ মোক্ষের অভিপ্রায়ে নিষ্কাম হইয়া যে দান করে সেই সেই ভাবে সেই সেই দানের ফল দ্বারা পরজন্মে তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

যোঽর্চিতং প্রতিগৃহ্ণাতি দদাত্যর্চিতমেব চ।
তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকং তু বিপর্যয়ে ॥
ন বিস্ময়েত তপসা বদেদিষ্ট্বা চ নানৃতম্ ॥
নার্ত্তোঽপ্যপবদেদ্বিপ্রান্ন দত্ত্বা পরিকীর্ত্তয়েৎ ॥৩৬॥

যে দাতা সন্তুষ্ট চিত্তে দান করে এবং যে গ্রহিতা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে উহারা উভয়েই স্বর্গভাগ করিয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলেই নরকগামি হইতে হয়। ৩৫।

চান্দ্রায়ণাদি তপস্যায় কিরূপে আমি এই কঠিন কার্য্য করিয়া রহিয়াছি এরূপ বাক্য কখন উচ্চারণ করা উচিত নহে। যজ্ঞ করিয়াছি বলিয়া মিথ্যা কথা না বলে, কোন ব্রাহ্মণ পীড়িত হইলে তাহার বিষয় কোন নিন্দা করা উচিত নয়। গোআদি দান করিয়া অপরের নিকট তাহা বলা উচিত নহে।

যজ্ঞোঽনৃতেন ক্ষরিতি তপঃ ক্ষরত বিস্ময়াৎ।
আয়ুর্বিপ্রাপবাদেন দানঞ্চ পরিকীর্ত্তনাৎ ॥৩৭॥
ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্য পীড়য়ন্ ॥৩৮॥

মিথ্যা কথা দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। আশ্চার্য্য তপস্যা এবং ব্রাহ্মণে অপমানে আয়ু এবং বলিলে দানাদি নিষ্ফল হয় ॥৩৭॥ সমস্ত জিনিষের দুঃখ ত্যাগ করিয়া শক্তি অনুযায়ী ধীরে ধীরে পরকালের জন্য ধর্ম্ম সঞ্চয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য যেমন উইএর ঢিপি দিন দিন বৃদ্ধি পায় ॥ ৩৮ ॥

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারা ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥৩৯॥
একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুংক্তেসুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥২৪০॥

যেরূপ পরলোকে সহায়তারূপ কার্য্য সিদ্ধির জন্য পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও জ্ঞাতি কেহই সহায়ক হয় না কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মই পরলোকে

সহায়ক হইয়া থাকে।৩৯। প্রাণী একটাই উৎপন্ন হয় এবং একটাই মরিয়া যায় এবং ঐ প্রাণীই পুণ্য ও পাপের অধিকারী হয়। মাত পিতা অপেক্ষাও ধর্ম্মই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করাই শ্রেয় ।২৪০।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ঠসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥৪১॥
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥৪২॥

মৃত তাহাকে বলা হয় যাহাকে কাষ্ঠ কিম্বা লোষ্ট্রের ন্যায় মাতু, পিতা, আত্মীয় বন্ধু ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আইসে। মৃত ব্যক্তির সহিত একমাত্র ধর্ম্ম ব্যতীত আর কেহই যায় না ॥৪১॥ যে জন্য সহায়কারী ধর্ম্মের সাহায্যে কঠিন হইতে কঠিনতর দুস্তর নরক হইতে উত্তির্ণ হওয়া যায় ॥৪২॥

ধর্ম্মপ্রধানং পুরুষং তপসা হতকিল্বিষম্।
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খশরীরিণাম্ ॥৪৩॥
উত্তমৈরুত্তমৈর্নিত্যং সম্বন্ধানাচরেৎসহ।
নিনীষুঃ কুলমুৎকর্ষমধমানধমাংস্ত্যজেৎ ॥৪৪॥

ধর্ম্মকার্য্যে রত পুরুষের যদি দৈবযোগে কখন কোন পাপ আশ্রয় করে তাহা হইলে প্রাজাপত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ বিনাশ হইলে পর প্রকাশমান ঐ পুরুষকে ধর্ম্মই সত্বর স্বর্গাদি পরলোকে পঁহুছাইয়া দিয়া থাকে। খশরীরিণম্ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ যদ্যপি নিজশরীরের বসতিকারী

জীবই যাইয়া থাকে, তাহার পত্নী ব্রহ্মের অংশ হইলে ব্রহ্মস্বরূপও প্রাপ্ত হইতে পারে। যে ধর্মই পরলোকে লইয়া যায় সেই ধর্মকার্য্যের জন্য নিয়মিতরূপে বেদও অন্যান্য প্রকার শাস্ত্রাদি ওখানে যাইয়া থাকে ॥৩॥

দাত ও গ্রহিত উভয়েরই বিবেচনা করিয়া দেওয়া ও লওয়া উচিৎ যেরূপ ঋষিগণ শাস্ত্রে বলিয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তিকে দান করিলেই সেই দানে ফল অধিক হইয়া থাকে, যেখানে যোগ্য ও অযোগ্যের বিচার নাই সেস্থানেই দান নিষ্ফল হয় অর্থাৎ দাতার বিপরিত ফল হইয়া থাকে। কলিযুগে ধর্ম্মশাস্ত্রে দানকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে শাস্ত্রসম্মত দান হয় না, কেবল মাত্র নামের জন্য লোকে দান করিয়া থাকে। দান উহাকে বলে যাহা নিস্বার্থ ভাবে দেওয়া হয় যদি গ্রহিতার দ্বারা দাতার কোন উপকার হয় তাহা হইলে উহাকে সাত্বিক দান বলা যায় না। শাস্ত্রে সাত্বিক দানকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন। যদি বিচার করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে আজকাল উপরোক্ত দানের অধিকারী অতি সামান্য পাওয়া যাইবে কারণ শাস্ত্র এবং পুরাণাদিতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পুরাকালে প্রত্যেক গৃহেই ইষ্টদেবতার মন্দির ছিল, প্রত্যেক গৃহে অগ্নিহোত্রী ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞাত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সনাতন ধর্মের উন্নতি ও বিস্তৃ, পঠন পাঠন এবং তপস্যাদিতে নিজ জীবন ব্যাপিত করিতেন, যাহাদের পাপী ব্যক্তিগণ মন এবং বাক্য দ্বারা দর্শন পাইতেন না। ভাল ব্যবহারকারী এবং তাহার স্ত্রী নিজ ঘরে পবিত্রতা সহকারে নিজ পতিকেই গুরু এবং দেবতা ভাবিয়া সেবা করিত ও দেখিত, যেখানে এইরূপ সনাতনধর্ম্ম ছিল, সেখানে কখনই দুঃখ থাকিত না। যেরূপ সূর্য্যদেবের যেখানে যেখানে প্রকাশ থাকে সেখানে সেখানে অন্ধকার থাকিতে পারে না, ধর্ম্মপথে থাকিলে তাহার মন বাঞ্চিত ফল পাওয়া

যায় এবং সর্ব্বদা বিজয়ী ও সুখী হইয়া থাকে। এই জন্য আমি ত্রিপুরাসুরের তপস্যা এবং সনাতনধর্ম্মে উহার ভক্তি ও পুনরায় নাস্তিকতা ও উহার বিনাশের কারণ সংক্ষেপে বলিতেছি।—

সনৎকুমার উবাচ—

শৃণু ব্যাস মহাপ্রাজ্ঞ চরিতং শশীমৌলিনঃ।
যথাদদাহ ত্রিপুরং বাণেনৈকেন বিশ্বহৃৎ ॥৬॥

অর্থ—সনৎকুমার বলিলেন, হে মহাবিদ্বান্ ব্যাসদেব আপনি শঙ্করের চরিত্র শ্রবণ করুন, যেরূপ্ এক বাণেই তিনি ত্রিপুরাসুরকে ভস্ম করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

শিবাত্মজেন স্কন্দেন নিহতে তারকাসুরে।
তৎপুত্রাস্ত্র ত্রয়ো দৈত্যাঃ পর্যতপ্যন্মুনীশ্বর ॥৭॥

অর্থ—যখন শঙ্কর পুত্র গণেশ তারকাসুর দৈত্যকে মারিয়া ফেলে, তখন হে মুনিশ্বর! উহার তিন পুত্র পৃথিবীর উপর তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

তারকাখ্যস্ত্র তজ্জেষ্ঠো বিদ্যুন্মালী চ মধ্যমঃ।
কমলাক্ষঃ কনীয়াংশ্চ সর্ব্বে তুল্যবলাস্সদা ॥৮॥

অর্থ—উহাদের মধ্যে তারকাক্ষ জ্যেষ্ঠ, বিদ্যুন্মালী মধ্যম এবং কমলাক্ষ ছোট, ইহারা সকলেই তুল্য বলশালী ছিল ॥ ৮ ॥

জিতেন্দ্রিয়াস্তসমস্তাসসংযতাসসত্যবাদিনঃ।
দৃঢ়চিত্তা মহাবীরা দেবদ্রোহিণ এব চ ॥৯॥

অর্থ—জীতেন্দ্রিয় সকলে তৎপর, সংযমী ও সত্যবাদী ছিল। ইহারা সকলেই দৃঢ়চিত্ত মহাবীরা'দ দেবতাদিগের শত্রুছিল ॥ ৯ ॥

তে তু মেরুগুহাং গত্বা তপশ্চক্রুর্ম্মহাদ্ভুতম্।
ত্রয়স্সর্ব্বাংস্তভোগাংশ্চ বিহায় সুমনোহরান্॥১০॥

অর্থ—উহারা সুমেরু গহ্বরে যাইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল, তিন জনেই মনোহর আহার ত্যাগ করিল ॥ ১০ ॥

এবং তেষাং গতঃ কালোঃ মহান্ সুতপতাং মুনে।
ত্রাহ্মাত্মানাং তারকাণাং ধর্ম্মেণেতি মতির্ম্ম ॥১০॥

এইরূপ তপস্যা করিতে করিতে উহাদের অনেক সময় অতিবাহিত হইল এবং আমার বোধ হয় ব্রহ্মাত্মা তারকের পুত্র যখন পূর্ণ তপস্বী হইল তখন ধর্ম্ম জানিয়া ॥ ২১ ॥

প্রাদুরাসীত্ততো ব্রহ্মাসুরাসুরগুরুর্ম্মহান্ ॥
সন্তুষ্টস্তপসা তেষাং বরং দাতুং মহাযশাঃ ॥২৫॥

তখন সুরাসুরের গুরু মহা যশস্বী ব্রহ্মা সন্তুষ্টচিত্তে উহাকে বরদান করিতে আসিলেন ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ ॥

প্রসন্নোঽস্মি মহাদৈত্যা যুষ্মাকং তপসামুনে ॥
সর্ব্বং দাস্যামি যুষ্মভ্যং বরংব্রূত যদীপ্সিতম্ ॥২৭॥

উঁহাকে ব্রহ্মা বলিলেন, হে মহাদৈত্য! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি আমি তোমায় বরদান করিতে আসিয়াছি তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর ॥ ২৭ ॥

কিমর্থং স্তপস্তপ্তং কথয়ধ্বং সুরদ্বিষঃ ॥
সর্ব্বেষা তপসো দাতা সর্ব্বকর্ত্তাস্মি সর্ব্বদা ॥২৮॥

হে দৈত্য! তুমি কি নিমিত্ত তপস্যা করিতেছ তাহা আমায় বল, আমি সকলের তপস্যার ফলদাতা সর্ব্বদাই সকলের কর্ত্তা ॥ ২৮ ॥

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শনৈস্তে স্বাত্মনো গতম্ ॥
উচুঃ প্রাঞ্জলয়স্সর্ব্বে প্রণিপত্য পিতামহম্ ॥২৯॥

সেই অসুর ব্রহ্মার এতাদৃশ বচন শুনিয়া ধীরে ধীরে বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া বলিল ॥ ২৯ ॥

যদি প্রসন্নো দেবেশ যদি দেয়ো বরস্ত্বয়া।
অবধ্যত্বঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বভূতেষু দেহিনঃ ॥৩০॥

অর্থ—আপনি যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমার বরদানে উৎসুক হইয়া থাকেন তাহা হইলে সমস্ত প্রাণী হইতে আমাকে অবধ্য করিয়া দিন ॥ ৩০ ॥

স্থিরান্ কুরু জগন্নাথ পান্তু নঃ পরিপন্থিনঃ।
জরারোগাদয়স্সর্ব্বে মাস্মান্ স্পৃশন্তু কর্হিচিৎ ॥৩১॥

অর্থ—হে জগন্নাথ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সমস্ত বিঘ্ন দূর করিয়া দিন। জরা মৃত্যু আদি কোন রোগই আমায় আক্রমণ করিতে না পারে ॥৩১॥

অজরাশ্চামরাস্সর্ব্বে ভবাম ইতি নো মতম্।
সমৃত্যবঃ করিষ্যামোসর্ব্বানস্যাংস্ত্রিলোককে ॥৩২॥

অর্থ—আমরা সকলে অজর অমর থাকি ইহাই আমার মনের বাসনা এবং আমার এরূপ সামর্থ হউক যে আমি ইচ্ছা করিলে ত্রিলোকের লোককে বধ করিতে পারি ॥ ৩২ ॥

লক্ষ্ম্যা কিং তদ্বিপুলয়া কিং কার্য্যং হি পুরোত্তমৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিপুলৈর্ভোগৈস্স্থানৈশ্বর্য্যেণ বা পুনঃ ॥৩৩॥

অর্থ—অনেক লক্ষ্মী, বড় বড় নগর এবং অনেক ভোগস্থান অর্থাৎ এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার জন্য আমাদিগকে অজর অমর হওয়া চাই নতুব ইহা হইবার প্রয়োজন কি? ॥ ৩৩ ॥

যত্রৈব মৃত্যুনা গ্রস্তো নিয়তং পঞ্চভির্দিনৈঃ।
ব্যর্থং তস্যাখিলং ব্রহ্মন্ নিশ্চিতং ন ইতীব হি ॥৩৪॥

যদি এই প্রাণী অল্প দিন মধ্যেই মৃত্যু মুখে পতিত হয় তাহা হইলে তাহার সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায় ইহা আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছি ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ—

নাস্তি সর্ব্বামরত্বঞ্চ নিবর্ত্তধ্বমতোঽসুরাঃ।
অন্যং বরং বৃণীধ্বং বৈ যাদৃশো বো হি রোচতে ॥৩৫॥

অর্থ—ব্রহ্মা বলিলেন—হে অসুর! সকলে অমরত্ব পাইতে পারে না তুমি ইহা হইতে নিবৃত্ত হও, তোমার উপযুক্ত বর প্রার্থনা কর ॥ ৩৫ ॥

জাতো জনিষ্যতে নূনং জন্তুঃ কোপ্যসুরাঃ ক্বচিৎ।
অজরশ্চামরো লোকে ন ভবিষ্যতি ভূতলে ॥৩৭॥

অর্থ—হে অসুর! যে কোন প্রাণীই হলক না কেন জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, এই লোকে কেহই অজর অমর হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

ঋতে তু খণ্ডপরশোঃ কলাকালান্তরেস্তথা।
তা ধর্ম্মাধর্ম্মপরমাবব্যক্তৌ ব্যক্তরূপিণৌ ॥৩৮॥

অর্থ—কালের কাল হরি, ভগবান শঙ্কর ব্যতিত ইহলোকে কেহই অমর হইতে পারে না। ইহারা দুজনেই ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম হইতে রহিয়াছে ইহারা অব্যক্ত ও ব্যক্ত রূপ আছেন ॥ ৩৮ ॥

সংপীড়নায় জগতো যদি স ক্রিয়তে তপঃ।
সফলং তদগতং বেত্ত্যং তস্মাস্ত্ববিহিতং তপঃ ॥৩৯॥

অর্থ—যদি ভগবানকে কষ্ট দিবার জন্য তপস্যা করা হয় তাহ হইলে তাহার তপস্যার সফলতা হয় না। অর্থাৎ কপট তপস্বির কোন কার্য্যই সফল হয় না. ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপের অনুষ্ঠান করা উচিত ॥ ৩৯ ॥

তদ্বিচার্য্য স্বয়ং বুদ্ধ্যা ন শক্যং যস্তুসুরাসুরৈঃ।
দুর্লভং বা সুদুস্সাধ্যং মৃত্যুং বচয়তানঘাঃ ॥৪০॥

অর্থ—তুমি নিজ মনে বিবেচনা করিয়া দেখ সুরাসুর সকলের দু-ঃ অজর অমর ব্যতিত অন্য বর প্রার্থনা কর ॥ ৪০ ॥

তৎকিঞ্চিন্মরণে হেতুং বৃণীধ্বং সত্বমাশ্রিতাঃ ॥
যেন মৃত্যুনৈর্ব বৃতো রক্ষতস্তৎপৃথক্ পৃথক্ ॥৪১॥

অর্থ—তুমি সত্যগুণের আশ্রয় লইয়া মরণের হেতুর কোন বর প্রার্থনা কর যাহাতে মৃত্যু তোমাকে আক্রমণ করিতে না পারে সেই জন্য তুমি সনাতন ধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ রক্ষা কর॥ ৪১ ॥ তখন ত্রিপুরাসুর বলি--

পুরাণি ত্রীণি নো দেহি নিমায়াতাদ্ভুতানি হি ॥
সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধান্য প্রধৃষ্যাণি দিবৌকসাম্ ॥৪৪॥

অর্থ—আপনি আমাকে তিনটী অদ্ভুত পুর নির্ম্মাণ করিয়া দিন যাহাতে সমস্ত সম্পত্তি স্থিত হয় ধন ধান্য ভরা থাকে, দেবতারা যাহা নষ্ট করিতে না পারে ॥ ৪৪ ॥

বয়ংপুরাণিত্রীরায়ে সমাস্থায় মহীমিমাম্ ॥
চরিষ্যামো হি লোকেশ ত্বৎপ্রসাদাজ্জগদ্গুরো ॥৪৫॥

অর্থ—হে লোকেশ! হে জগদ্গুরু! আমি আপনার কৃপায় এই তিন পুরে বাস করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে চাহি ॥ ৪৫ ॥

তারকাক্ষস্ততঃ প্রাহ যদভেদ্যং সুরৈরপি ।
করোতি বিশ্বকর্ম্মা তন্মম হেমময়ং পুরম্ ॥৪৬॥

অর্থ—তারকাক্ষ বলিল—আমার এই ইচ্ছা যে, দেবতাদেরও অভেদ্য বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা এমন সুবর্ণময় বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া দিন ॥ ৪৬ ॥

যযাচে কমলাক্ষস্তু রজতং সুমহৎপুরম্ ।
বিদ্যুন্মালী চ সংহৃষ্টো বজ্রায়সময়ং মহৎ ॥৪৭॥

অর্থ—কমলাক্ষ বলিল—আমার রৌপ্য নির্ম্মিত এমন আবাস হউক। বিদ্যুন্মালী সন্তুষ্ট হইয়া বলিল আমার একটী লোহার পুর নির্ম্মাণ করাইয়া দিন ॥ ৪৭ ॥

পুরেষ্বেতেষু ভো ব্রহ্মন্নেকস্থানস্থিতেষু চ ।
মধ্যাহ্নাভিজিতে কালে শীতাংশৌ পুষ্য সংস্থিতে ॥৪৮॥

অর্থ—হে প্রভু! যদি কখন এই তিন পুর মধ্যাহ্ন সময়ে এক স্থানে স্থিত হয় মধ্যাহ্ন সময়ে অভিজিত মুহুর্ত্তে যখন চন্দ্রদেব পুষ্য ও নক্ষত্র দ্বারা [illegible] ॥ ৪৮ ॥

উপর্যুপর্য্যদৃষ্টেষু ব্যোম্নিনীলাভ্রসংস্থিতে ।
বর্ষৎসু কালমেঘেষু পুষ্করাবর্ত্তনামসু ॥৪৯॥

অর্থ—আকাশের উপর নীলবর্ণের পুষ্করাবর্ত্তনামক মেঘ যেন ছাইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

তথা বর্ষসহস্রান্তে সমেষ্যামঃপরস্পরম্।
একীভাবং গমিষ্যন্তি পুরাণ্যেতানি নান্যথা ॥৫০॥

অর্থ—সহস্র সহস্র বর্ষের উপরান্ত যদি আমরা পরস্পর মিলিত থাকি বং এই তিন পুর একই প্রকার থাকে ॥ ৫০ ॥

অসম্ভাব্যৈককাণ্ডেন ভিনত্তু নগরাণি নঃ।
নির্বৈরঃ কৃত্তিবাসাস্তু যোঽস্মাকমিতি নিত্যশঃ ॥৫২॥

অর্থ—যদি' একই সময়ে আমার নগর কেহ নষ্ট করিতে পারে তাহা ইলে নষ্ট হইবে নতুবা নহে। মহাদেব কাহারও সহিত বৈরতা করেন না তিনি আমার

বন্দ্যঃ পূজ্যোভিবাদ্যশ্চ সোঽস্মাকং নির্দহেৎকথম্।
ইতি চেতসি সন্ধায় তাদৃশো ভুবি দুর্লভঃ ॥৫৩॥

অর্থ—পূজনীয় বন্দনীয় প্রতিদিনই আছেন। তিনি আমাকে কিরূপে রিতে পারেন, অর্থাৎ মহাদেব আমার ইষ্টদেব তাঁহার পূজা, অর্চ্চনাদিতে র্বদা আমি তৎপর থাকিব, তাহা হইলে তিনি কেন আমাকে বধ করিবেন। আমার বিশ্বাস তিনি আমায় হত্যা করিবেন না। এইরূপ নে শরণা করিয়া দেখিতেছি যে, পৃথিবীতে এরূপ দেব দুর্লভ, কোন রূপ তাঁহার হাতে আমার মৃত্যু হইলে কোন হানি হইতে পারে না ॥৫৩॥

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তেষাং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
এবমস্ত্বিতি তান্ প্রাহ সৃষ্টিকর্ত্তা স্মরণ্ শিবম্ ॥৫৪॥

অর্থ—লোক পিতামহ ব্রহ্মা উহার ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবে স্মরণ করিয়া বলিলেন আচ্ছা তাহাই হইবে, মহাদেবের হাতেই তোমার মৃত্যু হইবে ॥ ৫৪ ॥

আজ্ঞাং দদৌ ময়স্যাপি কুরুত্বং নগরত্রয়ম্ ।
কাঞ্চনং রজতং চৈব আয়সং চেতি ভো ময় ॥৫৫॥

অর্থ—এবং ব্রহ্মা ময়কে আজ্ঞা দিলেন যে, তুমি তিনটী পুর নির্ম্মাণ কর। একটী সোনার, একটী চাঁদির ও একটী লোহার ॥ ৫৪ ॥

ইত্যাদিশ্য ময়ং ব্রহ্মা প্রত্যক্ষং প্রবিশদ্দিবম্ ।
তেষাং তারকপুত্রাণাং পশ্যতাং নিজধামহি ॥৫৬॥

অর্থ—ব্রহ্মা এইরূপে ময়কে আজ্ঞা দিয়া ঐ তারক পুত্রকে দেখিতে দেখিতে নিজধামে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৫৬ ॥

ততো ময়শ্চ তপসা চক্রে ধীরঃ পুরাণ্যথ ।
কাঞ্চনং তারকাক্ষস্য কমলাক্ষস্য রজতম্ ॥৫৭॥

অর্থ—তখন ময় বহু পরিশ্রম করিয়া তিনটী পুর নির্ম্মাণ করিলেন তারকাক্ষ সোনার, কমলাক্ষ চাঁদির ॥ ৫৭ ॥

বিদ্যুন্মাল্যায়সং চৈব ত্রিবিধং দুর্গমোত্তমম্ ।
স্বর্গে ব্যোম্নি চ ভূমৌ চ ক্রমাৎজ্ঞেয়ানি তানি বৈ ॥৫৮॥

অর্থ—এবং বিদ্যুন্মালিকে লোহার পুর দিলেন এইরূপে তিনটী পুর প্রস্তুত হইল ॥ ৫৮ ॥

দত্ত্বা তেভ্যো সুরেভ্যশ্চ পুরাণি ত্রীণি বৈ ময়ঃ।
প্রবিবেশ বয়ং তত্র হিতকামপরায়ণঃ ॥৫৯॥

অর্থ—উহার মধ্যে একটী স্বর্গে একটী আকাশে ও একটী পৃথিবীতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল ময় ঐ তিনটী পুর অসুরদিগকে দিয়া নিজেও উহাদের হিতের জন্য উহাতে প্রবেশ করিল ॥ ৫৯ ॥

এবং পুরত্রয়ং প্রাপ্য প্রবিষ্টাস্তারকাত্মজাঃ।
বুভুজুস্সকলান্‌ভোগান্মহাবলপরাক্রমাঃ ॥৬০॥

অর্থ—এইরূপে তারকাসুরের তিনটী পুত্র ঐ তিন পুর প্রাপ্ত হইয়া মহাবল পরাক্রমে ভোগ করিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥

রুদ্রালয়ৈঃ প্রতিগৃহমগ্নি হোত্রৈঃ প্রতিষ্ঠিতৈঃ।
দ্বিজোত্তমৈ শাস্ত্রবিজ্ঞৈশ্চ ভক্তিরতৈস্সদা ॥৬৪॥

অর্থ—প্রত্যেক ঘরে মহাদেবের মন্দির ছিল, প্রত্যেক ঘরে অগ্নিহোত্র ও ছিল। শাস্ত্রজ্ঞান বিশারদ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং শিবভক্ত দ্বারা ঐ পুর পরিপূর্ণ ছিল ॥ ৬৪ ॥

অদৃষ্টং মনসা বাচা পাপান্বিতনরৈস্সদা।
মহাত্মভিশ্‌শুভাচারৈঃ পুণ্যবদ্ভিঃ প্রবীক্ষ্যতে ॥৬৯॥

অর্থ—উহাদিগকের নিকট পাপী অধার্ম্মিক ব্যক্তি যাইতে পারে না অথবা দেখিতেও পারে না শুদ্ধচেতা মহাত্মা পুণ্যাত্মা ব্যক্তি যাইতে পারিতেন ॥ ৬৯ ॥

পতিব্রতাভিঃ সর্ব্বত্র পাবিতং স্থলমুত্তমম্।
পতিসেবনশীলাভির্বিমুখাভিঃ কুধর্ম্মতঃ ॥৭০॥

অর্থ—সে পুরের সমস্ত স্থান পতিব্রতা স্ত্রীর দ্বারা পবিত্র থাকিত, তাঁহারা সর্ব্বদা নিজ পতিকেই গুরু দেবতা ইত্যাদি ভাবে দেখিতেন ॥৭০॥

দৈত্যশূরৈর্মহাভাগৈস্সদারৈস্সসুতৈর্দ্বিজৈঃ।
শ্রৌতস্মার্তার্থতত্বজ্ঞৈস্স্বধর্ম্মনিরতৈর্যুতম্ ॥৭১॥

অর্থ—উহাদের মধ্যে মহাভাগ্যবান্ বড় ভাই নিজ স্ত্রী পুত্র ও ব্রাহ্মণগণের সহিত বাস করিতেন। তথায় শ্রৌতস্মার্তের তত্ববিদ্ নিজধর্মে সর্ব্বদা বাস করিতেন ॥ ৭১ ॥

বরসমররতৈর্যুতং সমংতাদজশিবপূজনয়া বিশুদ্ধবীর্যৈঃ।
রবিমরুতমহেন্দ্রসংনিকাশৈস্সুরমথনৈস্সুদৃঢ়ৈস্সুসেবিতং যৎ ॥৭২

অর্থ—চতুর্দ্দিক হইতে যুদ্ধে প্রীতিবান্, ব্রহ্মা এবং মহাদেবের পূজায় বিশুদ্ধ বীর্য্যবান্, সূর্য্য, মরুৎ এবং ইন্দ্রের সমান পরাক্রমশালী, দেবতাদিগকে পরাস্তকারী দৃঢ়পরাক্রমি দৈত্যদিগের দ্বারায় সজ্জিত সেবিত ছিল ॥ ৭২ ॥

শাস্ত্রবেদ পুরাণেষু যে যে ধর্ম্মাঃ প্রকীর্ত্তিতা।
শিবপ্রিয়াস্সদা দেবাস্তে ধর্ম্মাস্তত্র সর্ব্বতঃ ॥৭৩॥

অর্থ—বেদ শাস্ত্র পুরাণাদিতে যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে ধর্ম সর্ব্বদা মহাদেবের প্রিয় সে সমস্ত ধর্ম্ম উহাতে বিদ্যমান ছিল ॥ ৭৩ ॥

সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমুৎসার্য প্রবিশ্য নগরাণি তে।
কুর্ব্বন্তিস্ম মহদ্রাজ্যং শিবমার্গরতাস্সদা ॥৭৭॥

অর্থ—সেই তিন নগর সমস্ত ত্রিলোককে নষ্ট করিতে করিতে শিবমার্গে নিরত হইয়া মহদ্‌রাজ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥

অথ তৎপ্রভয়া দগ্ধা দেবা হীন্দ্রাদয়স্তথা।
সংমন্ত্র্য দুঃখিতাসর্ব্বে ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ ॥৩॥

অর্থ—তখন উহার প্রভাবে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতা সকলে বলহীন হইতে আরম্ভ করিলেন। পরস্পর দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৩ ॥

দেবা উচুঃ ॥

ধাতস্ত্রিপুরনাথেন সতারকসুতেন হি।
সর্ব্বে প্রতাপিতা নূনং ময়েণ ত্রিদিবৌকসঃ ॥৫॥

অর্থ—সমস্ত দেবতাগণ বলিলেন—হে বিধাতা! ত্রিপুরের অধিপতি ময় এবং তারকের পুত্রগণ আমাদের ব্যথিত করিয়াছে ॥ ৫ ॥

অতস্তে শরণাং যাতা দুঃখিতা হি বিধে বয়ম।
কুরুত্বং তদ্বধোপায়ং সুখিনঃ স্যাম তত্থা ॥৬॥

অর্থ—হে বিধাতা (হে ব্রহ্মা)! এই জন্য আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি আপনি উহাকে বধের কোন উপায় করুন যাহাতে আমরা সকলে সন্তুষ্ট হই ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ ॥

ন ভেতব্যং সুরাস্তেভ্যো দানবেভ্যো বিশেষতঃ।
আচক্ষে তদ্বধোপায়ং শিবং সর্ব্বঃ করিষ্যতি ॥৮॥

অর্থ—ব্রহ্মা বলিলেন—দেবতাগণ! আপনারা ঐ দানব হইতে ভীত হইবেন না, আমি উহার বধের উপায় করিতেছি। মহাদেব উহার বিনাশ (সংহার) করিবেন ॥ ৮ ॥

মত্তো বিবর্ধিতো দৈত্যো বধং মত্তো ন চার্হতি।
তথাপি পুণ্যং বর্দ্ধেত নগরে ত্রিপুরে পুনঃ ॥৯॥

অর্থ—ঐ দৈত্য আমার দ্বারাই বৃদ্ধি হইয়াছে সেই কারণে আমার উহাদের বধের শক্তি নাই এবং ঐ ত্রিপুর নগরে প্রত্যহ পুণ্যের ভাগ বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ৯ ॥

শিবং চ প্রার্থয়ধ্বং বৈ সর্ব্বে দেবাঃসবাসবাঃ।
সর্ব্বাধীশঃ প্রসন্নশ্চেৎস বঃ কার্য্যং করিষ্যতি ॥১০॥

অর্থ—সমস্ত দেবতা মিলিত হইয়া মহাদেবের আরাধনা কর তিনি প্রসন্ন হইলে তোমাদের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে পারিবেন ॥১০॥

ইত্যাকর্ণ্য বিধের্বাণীং সর্ব্বে দেবাসসবাসবাঃ।
দুঃখিতাস্তে যযুস্তত্র যত্রাস্তে বৃষভধ্বজঃ ॥১১॥

অর্থ—এইরূপ ব্রহ্মার বচন শুনিয়া সমস্ত দেবতা দুঃখিত অন্তঃকরণে মহাদেবের নিকট গমন করিলেন ॥ ১১ ॥

প্রণম্য ভক্ত্যা দেবেশং সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়স্তদা ।
তুষ্টুবুর্বিনতস্কন্ধা শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥১২॥

অর্থ—দেবতাগণ ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া জোড় হস্তে মাথানিচু করিয়া মহাদেবের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

প্রত্যূচুঃ প্রস্তুতং দীনাঃ স্বার্থং স্বার্থবিচক্ষণাঃ ।
বাসবাদ্যা নতস্কন্ধাঃ কৃতাঞ্জলিপুটামুনে ॥৫৭॥

অর্থ—নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য চতুর দেবতাগণ দীনভাবে নিজ স্বার্থ বলিবার জন্য ইন্দ্রাদি সংযুক্ত সমস্ত দেবতা মস্তক অবনত করিয়া যুক্ত হস্তে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

দেবাউচুঃ ॥
পরাশ্রিতা মহাদেব ভ্রাতৃভ্যাং সহিতেন তু ।
ভগবস্তারকোৎপন্নৈঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥৫৮॥

অর্থ—দেবতাগণ বলিলেন—হে মহাদেব ! তারকাসুরের পুত্র ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া দিয়াছে ॥ ৫৮ ॥

ত্রৈলোক্যং স্ববশং নীতং তথা চ মুনিসত্তমাঃ ।
বিধ্বস্তাস্সর্ব্বসংসিদ্ধাস্সর্ব্বমুৎসাদিতং জগৎ ॥৫৯॥

অর্থ—সে সমস্ত শ্রেষ্ঠ মুনিদিগকে এবং ত্রিলোকনাথ আপনাকেও নিজ বশে আনিয়া সমস্ত জগৎবাসিকে বিধ্বস্ত করিয়েছে । ৫৯ ॥

যজ্ঞভাগান্সমগ্রাংস্তু স্বয়ং গৃহ্ণাতি দারুণঃ।
প্রবর্তিতো হ্যধর্ম্মস্তেঋষীণাং চ নিবারিতঃ ॥৬০॥

অর্থ—সে সমস্ত যজ্ঞভাগ নিজেই গ্রহণ করিতেছে ঋষিগণ বারণ করিলে সে উহাদের বারণ না শুনিয়া উৎপাৎ করিতেছে ॥ ৬০ ॥

অবধ্যাস্সর্ব্বভূতানাং নিয়তং তারকাত্মজাঃ।
তদিচ্ছয়া প্রকুর্ব্বন্তি সর্ব্বে কর্ম্মাণী শঙ্কর ॥৬১॥

অর্থ—হে শঙ্কর! সেই তারক পুত্র সমস্ত প্রাণীর অবদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ সকলেই তাহার ইচ্ছাধিন কার্য্য করিতেছে ॥ ৬১ ॥

যাবন্ন ক্ষীয়তে দৈত্যৈর্ঘোরৈস্ত্রিপুরবাসিভিঃ।
তাবদ্বিধীয়তাং নীতির্যয়া সংরক্ষতে জগৎ ॥৬২॥

অর্থ—যতদিন ত্রিপুরবাসীর দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ বিধ্বংস না হয় ততদিন কোন নিতির বিধান করুন যাহাতে জগৎ রক্ষা হয় ॥ ৬২ ॥

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষামিন্দ্রাদীনাং দিবৌকসাম্।
শিবঃ সংভাষমাণানাং প্রতিবাক্যমুবাচ সঃ ॥৬৩॥

অর্থ—এই প্রকার ইন্দ্রাদি দেবতাগণের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে মহাদেব বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

অয়ং বৈ ত্রিপুরাধ্যক্ষঃ পুণ্যবান্বর্ততেঽধুনা।
যত্র পুণ্যং প্রবর্ত্তেত ন হন্তব্যো বুধৈঃ কচিৎ ॥১॥

অর্থ—ঐ ত্রিপুরবাসী এখন ভয়ানক পুণ্যবান্ যাহাদ্বারা সর্ব্বদা পুণ্যকার্য্য হয় তাহাকে কেহ বধ করিতে পারে না ॥ ১ ॥

জানামি দেবকষ্টঞ্চ বিবুধাঃ সকলং মহৎ।
দৈত্যাস্তে প্রবলা হন্তুমশক্যাস্তু সুরাসুরৈঃ ॥২॥

অর্থ—হে দেবতাগণ! তোমাদের যে মহাকষ্ট হইতেছে তাহা আমি সমুদায় জানি। ঐ দৈত্য ভয়ানক প্রতাপশালী, কোন দেবতা দৈত্য উঁহাদের বিনাশে সমর্থ হইবে না ॥ ২ ॥

পুণ্যবন্তস্তু তে সর্ব্বে সময়াস্তারকাত্মজাঃ।
দুঃসাধ্যাস্তু বধস্তেষাং সর্ব্বেষাং পুরবাসিনাম্ ॥৩॥

অর্থ—ঐ তারকাসুরের পুত্রগণ এ সময় সমস্ত পুণ্যকার্য্য করিতেছে। উঁহাদের পুরবাসীদিগকে বধ করা বড়ই দুঃসাধ্য ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ স্তেয়ে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥৫॥

অর্থ—শাস্ত্রে ব্রহ্মহত্যাকারী, মাদক সেবী, চোরাদি, ব্রত ভঙ্গকারী প্রভৃতির নিষ্কৃতি সৎপুরুষগণ বলিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই ॥ ৫ ॥

মম ভক্তাস্তু তে দৈত্যা ময়া বধ্যাঃ কথং সুরাঃ।
বিচার্য্যতাং ভবদ্ভিশ্চ ধর্ম্মজ্ঞৈরেব ধর্ম্মতঃ ॥৬॥

অর্থ—হে দেবতাগণ! ঐ দৈত্য যখন আমার ভক্ত তখন আমি উহাকে কিরূপে মারিতে পারি। তোমরা ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মের সহিত ইহার বিচার করিয়া দেখ॥ ৬॥

তাবত্তে নৈব হন্তব্যা যাবদ্ভক্তিকৃতশ্চ মে।
তথাপি বিষ্ণবে দেবা নিবেদ্যং কারণং ত্বিদম্॥৭॥

অর্থ—যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে আমার ভক্তি করিতেছে ততক্ষণ আমি উহাকে মারিতে পারি না, তথাচ হে দেবতাগণ! তোমারা সকলে ইহা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর নিকট জানাও॥ ৭॥

ততো বিধিং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
বৈকুণ্ঠং প্রযযুঃ শীঘ্রং সর্ব্বে শোভাসমন্বিতম্॥৯॥

অর্থ—তখন ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা ব্রহ্মাকে আগে রাখিয়া বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন॥ ৯॥

স্বদুঃখকারণং সর্ব্বং পূর্ব্ববত্তদনন্তরম্।
নিবেদয়ন্দ্রুতং তস্মৈ বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে॥১১॥

অর্থ—তখন দেবতাগণ সকলে বিষ্ণুর নিকট নিজেদের দুঃখের কারণ পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে মহাদেবের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন সেইরূপ ভাবে বলিলেন॥ ১১॥

দেবদুঃখং ততঃ শ্রুত্বা দত্তং চ ত্রিপুরালয়ে।
জ্ঞাত্বা ব্রতঞ্চ তেষাং তদ্বিষ্ণুর্ব্বচনমব্রবীৎ ॥১২॥

অর্থ—ত্রিপুরাসুরের দেবতাদিগের উপর এইরূপ অত্যাচার শুনিয়া এবং তাহার ধর্ম্মাচরণের কথা শুনিয়া বিষ্ণু দেবতাদিগকে বলিতেছেন ॥ ১২ ॥

ইদং সত্যং বচশ্চৈব যত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
তত্র দুঃখং ন যায়েত সূর্য্যে দৃষ্টে যথা তমঃ।১৩॥

অর্থ—ইহা সত্য কথা যে, যেখানে সনাতন ধর্ম্ম আছে, সেখানে কখনও দুঃখ হয় না যেরূপ সূর্য্যের দর্শনে অন্ধকার থাকিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা দেবা দুঃখমুপাগতাঃ।
পুনরূচুস্তথা বিষ্ণুং পরিম্লানমুখাম্বুজাঃ ॥১৪॥

অর্থ—বিষ্ণু ভগবানের এই কথা শুনিয়া দেবতাদিগের বড়ই দুঃখ হইল এবং উহাদের মুখ অত্যন্ত মলিন হইয়া গেল দেখিয়া বিষ্ণু পুনরায় বলিলেন ॥ ১৪ ॥

কিম্বা তে ত্রিপুরস্যেহ বধশ্চৈব বিধীয়তাম্।
নোচেদকালিকী দেবসংহতিঃ ক্রিয়তাং ধ্রুবম্ ॥১৭॥

অর্থ—যে কোন উপায়ে হউক ত্রিপুরাসুরকে বধ করিতেই হইবে নতুবা অকালে দেবতাদিগের বিনাশ হইবে ॥ ১৭ ॥

তাংস্তে তথাবিধান্দৃষ্ট্বা হীনান্বিনয়সংযুতান্।
সোপি নারায়ণঃ শ্রীমাঞ্চিন্তয়েচ্চেতসা তথা ॥১৯॥

অর্থ—এই প্রকারে দেবতাগণের হীনতা ও বিনয় দেখিয়া শ্রীভগবান্ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

কিং কার্য্যং দেবকার্য্যেষু ময়া দেবসহায়িনা।
শিবভক্তাস্তু তে দৈত্যাস্তারকস্য সুতা ইতি ॥২০॥

অর্থ—দেবতাদিগের সহায়তা করিবার জন্য আমার কি করা উচিত। তারকাসুরের সমস্ত পুত্রগণই শিবভক্ত ॥ ২০ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য তৎকালে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
ততো যজ্ঞাঃ স্মৃতাস্তেন দেবকার্য্যার্থমক্ষয়াঃ ॥২১॥

অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবতাদিগকে কার্য্য করিবার নিমিত্ত যজ্ঞদিগকে স্মরণ করিলেন ॥ ২১ ॥

তদ্বিষ্ণুঃ স্মৃতিমাত্রেণ যজ্ঞাস্তে তৎক্ষণং দ্রুতম্।
আগতাস্তত্র যত্রাস্তে শ্রীপতিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥২২॥

অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ মাত্রই সমস্ত যজ্ঞ আসিয়া যেখানে শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম্ ছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ২২ ॥

ভগবানপি তান্দৃষ্ট্বা যজ্ঞানপ্রাহ সনাতনম্।
সনাতনস্তদা সেন্দ্রান্দেবানালোক্য চাচ্যুতঃ ॥২৪॥

অর্থ—সমস্ত যজ্ঞ উপস্থিত হইলে পর তাহাদের নিকট সমস্ত দেবতা-দিগকে দেখাইয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন ॥ ২৪ ॥

অনেনৈব সদাদেবা যজধ্বং পরমেশ্বরম্ ।
পুরত্রয় বিনাশায় জগত্রয়বিভূতয়ে ॥২৫॥

অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে দেবতাগণ! এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা পরমেশ্বরের যজন কর, তাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে এবং ত্রিপুরেরও বিনাশ হইবে ॥ ২৫ ॥

এবং স্তুত্বা ততো দেবা অয়জন্যজ্ঞপুরুষম্ ।
যজ্ঞোক্তেন বিধানেন সম্পূর্ণা বিধয়োমুনে ॥২৭॥

অর্থ—অনন্তর ঐ সমস্ত দেবতাগণ যজ্ঞপুরুষের যজন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মুনি! সাবধানে যজ্ঞ পুরুষের বিধান করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

ততস্তস্মাদ্যজ্ঞ কুণ্ডাৎসমুৎপেতাঃ সহস্রশঃ ।
ভূতসঙ্ঘা মহাকায়াঃ শূলশক্তি গদা যুধাঃ ॥২৮॥

অর্থ—তখন ঐ যজ্ঞকুণ্ড হইতে ভয়ানক মূর্ত্তি শূলশক্তি গদা হাতে লইয়া হস্র ভূত প্রকাশিত হইল ॥ ২৮ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ॥
ভূতাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং দেবকার্য্যার্থ মুদ্যতাঃ ।
গচ্ছন্তু ত্রিপুরং সদ্যঃ সর্ব্বে হি বলবত্তরাঃ ॥৩২॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে ভূতগণ! দেবতাদিগের কার্য্যের জন্য উদ্য হইয়া তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। তোম্‌রা মহাবলবান্ ত্রিপু যাও॥ ৩২॥ শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে উহারা ত্রিপুরে উপস্থিত হইল।

গত্বা তৎপ্রবিশন্তশ্চ ত্রিপুরাধিপতেজসি।
ভস্মসাদ ভবন্সদ্যশ্‌শলভা ইব পাবকে॥৩৫॥

অর্থ—যে সময় ঐ ভূত তাহাতে প্রবেশ করিতে যায় সেই সময় তাহা ত্রিপুরের তেজে এরূপ ভাবে ভস্ম হইয়া গেল, যেরূপ অগ্নিতে শলভ (কী পতঙ্গ প্রদীপে) ভস্ম হইয়া যায়॥ ৩৫॥

কথং তেষাং চ দৈত্যানাং বলাদ্ধত্বা পুরত্রয়ম্।
দেবকার্য্য করিষ্যামীত্যাসীংশ্চিত্যাসমাকুলঃ॥৩৯॥

অর্থ—তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে ঐ দৈত্যে তিনপুর নাশ করি তখন চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ইহাও ভাবিলেন যে। ৩৯।

দৈত্যাশ্চ তে হি ধর্মিষ্ঠাস্‌সর্ব্বে ত্রিপুরবাসিনঃ।
তস্মাদবধ্যতাং প্রাপ্তা নান্যথাসুরপুঙ্গবাঃ॥৪১॥

অর্থ—এই ত্রিপুরবাসী সমস্ত দৈত্য বিশেষ ধার্ম্মিক, হে দেবতাগণ এই জন্যই ইহারা অবধ্য ইহারো অন্যথা নহে। ৪১।

কৃত্বা তু সুমহৎপাপং রুদ্রমভ্যর্চ্চয়ন্তি তে।
মুচ্যন্তে পাতকৈঃ সর্ব্বে পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥৪২॥

অর্থ—এই পাপ করিয়াও ইহারা শঙ্কর (মহাদেবের) পূজা করে, সেইজন্য ইহারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় যেরূপ জল হইতে পদ্মপত্র পৃথক থাকে। ৪২।

রুদ্রার্চনতো দেবাঃ সর্ব্বে কামা ভবন্তি হি।
নানোপভোগসম্পত্তির্বশ্যতাং যাতি বৈ ভুবি ॥৪৩॥

অর্থ—হে দেবতাগণ! রুদ্রদেবের পূজা করিলে সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় এবং পৃথিবীতে তিনি অনেক ভোগ ও সম্পত্তি বশীভূত করিয়া থাকেন। ৪৩

অহং কৃত্বা ধর্ম্মবিঘ্নং তেষামেবাত্মমায়য়া।
দৈত্যানাং দেবকার্য্যার্থে হরিষ্যে ত্রিপুরং ক্ষণাৎ ॥৪৫॥

অর্থ—এই আমি আমার মায়াদ্বারা উহাতে বিঘ্ন উৎপন্ন করিয়া দেবকার্য্যের সিদ্ধির জন্য ক্ষণমাত্রে ত্রিপুরের সংহার করিব। ৪৫।

যাবচ্চ বেদধর্ম্মাস্তু যাবদ্বৈ শঙ্করার্চ্চনম্।
যাবচ্চ শুচিকৃত্যাদি তাবন্নাশো ভবেন্ন হি ॥৪৭॥

অর্থ—কেননা যতদিন বেদের ধর্ম্ম আছে এবং যতদিন মহাদেবের পূজা আছে যতদিন উহাতে পবিত্র কৃত্য আছে ততদিন উহার নাশ হইবে না। ৪৭।

ইতি নিশ্চিত্য বৈ বিষ্ণুর্বিঘ্নার্থমকরোত্তদা।
তেষাং ধর্ম্মস্য দৈত্যানামুপায়ং শ্রুতিখণ্ডনম্ ॥৪৯॥

অর্থ—এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করিয়া ঐ দৈত্যের ধর্ম্ম ভেদ করিবার জন্য শক্তিগুনরূপ উপায় উদ্ভাবন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

হে দেবাঃ সকলা যুয়ং গচ্ছত স্বগৃহান্ধ্রুবম্ ।
দেবকার্য্য করিষ্যামি যথামতি ন সংশয়ঃ ॥৫১॥

অর্থ—হে দেবতাগণ! তোমরা সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন কর ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই আমি যথা নিয়ম দেবতাদিগের কার্য্য করিব ॥ ৫১ ॥

তাং রুদ্রাদ্বিমুখাম্ নং করিষ্যামি সুযত্নতঃ ।
স্বভক্তি রহিতাং জ্ঞাত্বা তান্ করিষ্যাতি ভস্মসাৎ ॥৫২॥

অর্থ—আমি যত্ন পূর্ব্বক রুদ্র হইতে বিমুখ অবশ্যই করিব এবং তাহার ভক্তি শূন্য জানিতে পারিয়া মহাদেব অবশ্যই ভস্ম করিবেন ॥ ৫২ ॥

অসৃজঞ্চ মহাতেজাঃ পুরুষং স্বাত্মসম্ভবম্ ।
একং মায়াময়ং তেষাং ধর্ম্মবিঘ্নার্থমচ্যুতঃ ॥১॥

অর্থ—এই জন্য মহাতেজস্বী বিষ্ণু এক মহাপুরুষ ঐ দৈত্যের ধর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার নিমিত্ত মায়া হইতে উৎপত্তি করিলেন ॥ ১ ॥

অরিহমচ্যুতং পূজ্যং কিং করোমি তদাদিশঃ ।
কানি নামানি মে দেব স্থানং বাপি বদ প্রভো ॥৫॥

অর্থ—ঐ সমস্ত শাস্ত্র অপভ্রংশ শব্দে যুক্ত হউক, কেবল উহাতে কর্ম্মবাদ হউক তুমি যত্ন সহকারে রচনা কর পরে, উহার বিস্তার হইবে। ১১ ॥

দদামি তব নির্ম্মাণে সামর্থ্যং তস্য বিষ্যাত।
মায়াঃ চ বিবিধা শীঘ্রং ত্বদধীনা ভবিষ্যতি ॥১২॥

অর্থ—এবং উহা প্রস্তুত করিবার শক্তি আমি তোমায় দিতেছি। অনেক প্রকার মায়া শীঘ্রই তোমার অধীন হইয়া যাইবে ॥ ১২ ॥

মুণ্ড্যুবাচ—

যৎকর্ত্তব্যং ময়া দেব ক্রতমুদ্দিশ তৎপ্রভো।
ত্বদাজ্ঞয়াখিলং কর্ম্ম সফলঞ্চ ভবিষ্যতি ॥১৪॥

অর্থ—মুণ্ডী বলিল—হে দেব! আমার যাহা কর্ত্তব্য আপনি মনে করেন শীঘ্র আদেশ করুন আপনার আজ্ঞায় সকলই আমি কার্য্য সম্পন্ন করিব ॥ ১৪ ॥

ইত্যুক্তা পাঠয়ামাস শাস্ত্রং মায়াময়ং তথা।
ইহৈব স্বর্গনরক প্রত্যয়ো নান্যথা পুনঃ ॥১৫॥

অর্থ - এই কথা শুনিয়া ভগবান্ উহাকে মায়াময় শাস্ত্র পড়াইলেন যে, স্বর্গ নরক সমস্তই এখানে, অন্যত্র উহার প্রতীতি নাই আর ঐ দৈত্যগণকে তুমি নিজ মায়ায় মোহিত করিয়া দেও ॥ ১৫ ॥

কার্য্যাস্তে দীক্ষিতা নূনং পাঠনীয়াঃ প্রযত্নতঃ।
মদাজ্ঞয়া ন দোষস্তে ভবিষ্যতি মহামতে ॥১৭॥

অর্থ—এবং ঐ সমস্ত দৈত্যদিগকে দীক্ষা দিয়া তুমি যত্ন পূর্ব্বক এই শাস্ত্র উহাদিগকে অধ্যয়ন করাও। হে মহামতে! আমার আজ্ঞায় তুমি এ কার্য্য কর ইহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না ॥ ১৭ ॥

ধর্ম্মাস্তত্র প্রকাশন্তে শ্রৌতস্মার্ত্তা ন সংশয়ঃ।
অনয়া বিদ্যয়া সর্ব্বে স্ফোটনীয়া ধ্রুবং যতে ॥১৮॥

অর্থ—ইহাতে সন্দেহ নাই যে ইহাতে শ্রৌতস্মার্ত্ত ধর্ম্মের প্রকাশ হইয়েছে, হে যতিরাজ! এই বিদ্যা দ্বারা তুমি ঐ সমস্ত ধর্ম্মকে বিচ্ছেদ করিয়া ফেল ॥ ১৮ ॥

গন্তুমর্হসি নাশার্থং মুণ্ডিং স্ত্রিপুরবাসিনাম্।
তমোধর্ম্মং সম্প্রকাশ্য নাশয়স্ব পুরত্রয়ম্ ॥১৯॥

অর্থ—হে মুণ্ডী! ঐ ত্রিপুর বাসিদের নাশের জন্য এখন তুমি যাও, উহাতে তমোগুণি ধর্ম্মের অর্থাৎ অধর্ম্মের প্রকাশ করিয়া ত্রিপুর ধ্বংসের উপায় করিয়া দেও। ১৯ ॥

ততশ্চৈব পুনর্গত্বা মরুস্থলাং ত্বয়া বিভো।
স্থাতব্যঞ্চ স্বধর্ম্মেণ কলির্যাবৎসমাব্রাজেৎ ॥২০॥

অর্থ—হে মহামতি! পুনর্ব্বার ওখান হইতে মরুস্থলে যাইয়া তুমি কলিযুগের আশা পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মে বাস করিও ॥ ২০ ॥

প্রবৃত্তে তু যুগে অস্মিন্স্বীয়ো ধর্ম্মঃ প্রকাশ্যতাম্।
শিষ্যৈশ্চ প্রতিশিষ্যৈশ্চ বর্ত্তনীয়স্ত্বয়া পুনঃ ॥২১॥

অর্থ—কলিযুগ আসিলে পর তুমি নিজ ধর্ম্ম প্রকাশ করিও অর্থাৎ জৈন ধর্ম্মাবলম্ব (অর্হণ) এই নামে উপাসনা করিয়া থাকে ঐ জৈন ধর্ম্ম প্রকাশ করিও ॥ ২১ ॥

ততস্সমুণ্ডী পরিপালয়ন্হরেরাজ্ঞা তথা নির্ম্মিতবাংশ্চশিষ্যান্।
যথাস্বরূপং চতুরস্তদানীংমায়াময়ং শাস্ত্রমপাঠয়ৎস্বয়ম্ ॥২৪॥

অর্থ—তখন মুণ্ডী (অর্হণ) শ্রীভগবানের আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত তাহার শিষ্যমণ্ডলীর কল্পনা করিল এবং ঐ চতুর পুরুষ ঐ মায়াময় যথাযোগ্য উহার শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিল ॥ ২৪ ॥

ততঃ প্রণম্য তং মায়ী শিষ্যযুক্তস্স্বয়ং তদা।
জগাম ত্রিপুরং সদ্যঃ শিবেচ্ছাকারিণং মুদা ॥৩৭॥

অর্থ—শিক্ষা দিবার পর ঐ মায়াবী শিষ্যদিগকে লইয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত শ্রীভগবান বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া শীঘ্রই ত্রিপুরে গিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৭ ॥

প্রবিশ্য তৎপুরং তূর্ণং বিষ্ণুনা নোদিতো বশী ॥
মহামায়াবিনা তেন ঋষিমায়াং তদাকরোৎ ॥৩৮॥

অর্থ—শ্রীভগবানের প্রেরণায় ঐ মায়াবী শীঘ্রই ত্রিপুরে প্রবেশ করিল এবং মহামায়াবী হওয়ায় সে ঋষিরূপে নিজ মায়া বিস্তার করিল ॥ ৩৮ ॥
কিন্তু সেখানে মায়া না চলায়

নগরোপবনে কৃত্বা শিষ্যৈর্যুক্তং স্থিতিং তদা।
মায়াং প্রবর্ত্তয়ামাস মায়িনামপি মোহিনীম্॥৩৯॥

অর্থ—নগরের উপবনে যাইয়া শিষ্যদিগের সহিত স্থিত হইল এবং মায়াবীদিগকে অর্থাৎ (ত্রিপুরাসুর আদি দৈত্যদিগকে) মোহিত করিবার জন্য নিজ মায়া বিস্তার করিল॥ ৩৯॥

শিবার্চনপ্রভাবেণ তন্মায়া সহসা মুনে।
ত্রিপুরে ন চচালাশু নির্বিণ্ণো ভূত্তদা যতিঃ॥৪০॥

অর্থ—হে মুনি! মহাদেবের অর্চ্চনার প্রভাবে সহসা ঐ মায়া ত্রিপুরে যাইতে পারিল না, তখন উহারা বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল॥ ৪০॥

অথ বিষ্ণুং স সস্মার তুষ্টাব চ মুদা বহু
নষ্টোৎসাহো বিচেতস্কো হৃদয়েন বিদূয়তা॥৪১॥

অর্থ—তখন উৎসাহ রহিত এবং চিত্ত ব্যাকুল হওয়ায় সে শ্রীভগবান বিষ্ণুর স্মরণ করিল এবং ভক্তি গদ গদ চিত্তে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিল॥ ৪১॥

তৎস্মৃতস্ত্বরিতং বিষ্ণুঃ সস্মার শঙ্করং হৃদি।
প্রাপ্যাজ্ঞাং মনসা তস্য স্মৃতবান্নারদং দ্রুতম্॥৪২॥

অর্থ—উহার স্মরণ করিবার পর শ্রীভগবান্ হৃদয়ে মহাদেবের স্মরণ করিলেন এবং উহার আজ্ঞা মনে জানিয়া নারদকে স্মরণ করিলেন॥ ৪২॥

স্মৃতমাত্রেণ বিষ্ণোশ্চ নারদঃসমুপস্থিতঃ।
নত্বা স্থিত্বা পুরস্তস্য স্থিতোঽভূৎসাঞ্জলিস্তদা ॥৪৩॥

অর্থ—বিষ্ণু স্মরণ করিবা মাত্রই নারদ ঐস্থানে উপস্থিত হইলেন, হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বিষ্ণু ভগবানের নিকট দাঁড়াইলেন ॥ ৪৩ ॥

অথ তং নারদং প্রাহ বিষ্ণুর্মতিমতাং বরঃ।
লোকোপকারনিরতো দেবকার্য্যকরঃসদা ॥৪৪॥

অর্থ—তখন বিষ্ণু ভগবান নারদের নিকট বলিলেন তুমি লোকের হিতকর কার্য্যেই নিরত এবং সর্ব্বদা দেবতাদিগের কার্য্য করিয়া থাক ॥৪৪॥

শিবাজ্ঞয়োচ্যতে তাত গচ্ছ ত্বং ত্রিপুরং দ্রুতম্।
ঋষিস্তত্র গতঃ শিষ্যৈর্মোহার্থং তৎপুরবাসিনাম্ ॥৪৫॥

অর্থ—হে তাত! আমি তোমাকে মহাদেবের আজ্ঞানুসারে বলিতেছি, তুমি শীঘ্রই ত্রিপুরে গমন কর সেখানে একজন ঋষি শিষ্যসহ ত্রিপুর বাসিদের স্বধর্ম্ম হইতে বিমুখ করিয়া অধর্ম্মে প্রবৃত্তি করিবার জন্য গিয়াছে ॥ ৪৫ ॥

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য নারদো মুনিসত্তমঃ।
গতস্তত্র দ্রুতঃ যত্র স ঋষির্মায়িনাং বরঃ ॥৪৬॥

অর্থ—ভগবানের এই কথা শুনিয়া মুনি শ্রেষ্ঠ নারদ ঋষি সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন, যেখানে মায়াবীগণের শ্রেষ্ঠ ঋষি আছেন ॥ ৪৬ ॥

নারদোঽপি তথা মায়ী ন্নিয়োগাম্মায়িনঃ প্রভোঃ ।
প্রবিশ্য তৎপুরং তেন মায়িনা সহ দীক্ষিতঃ ॥৪৭॥

অর্থ—এই প্রকারে মায়াপতি ভগবানের আদেশ অনুসারে নারদ ঋষিও ঐ পুরে প্রবেশ করিয়া ঐ মায়াবীর নিকট দিক্ষা গ্রহণ করিলেন ॥৪৭॥

ততশ্চ নারদো গত্বা ত্রিপুরাধীশসন্নিধৌ ।
ক্ষেমপ্রশ্নাদিকং কৃত্বা রাজ্ঞে সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥৪৮॥

অর্থ—তখন নারদ ঋষি ত্রিপুর পতির নিকট যাইয়া কুশল প্রশ্ন করিয়া রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ৪৮ ॥

কশ্চিৎসমাগতশ্চাত্র যতির্ধর্ম্মপরায়ণঃ ।
সর্ব্ববিদ্যাপ্রকৃষ্টো হি বেদবিদ্যাপরান্বিতঃ ॥৪৯॥

অর্থ—নারদ পুনরায় বলিলেন—ধর্ম্মপরায়ণ কোন যোগী পুরুষ আপনার নগরে আসিয়াছে, সে সমস্ত বিদ্যা সম্পন্ন এবং পরাবেদ বিদ্যায় বিশেষ তৎপর ॥ ৪৯ ॥

দৃষ্টা চ বহবো ধর্ম্মা নৈতেন সদৃশাঃ পুনঃ ।
বয়ং সুদীক্ষিতাশ্চাত্র দৃষ্ট্বা ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥৫০॥

অর্থ—আমি অনেক ধর্ম্ম দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ ধর্ম্ম কোথাও দেখি নাই, আমি তাঁহার সনাতন ধর্ম্ম দেখিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছি ॥ ৫০ ॥

তবেচ্ছা যদি বর্ত্তেত তদ্ধর্ম্মে দৈত্যসত্তম।
তদ্ধর্ম্মস্ত মহারাজ গ্রাহ্যা দীক্ষা ত্বয়া পুনঃ ॥৫১॥

অর্থ—হে দৈত্যসত্তম! যদি উহার ধর্ম্মে আপনার বিশ্বাস হয় তাহ হইলে হে মহারাজ! আপনি উহার নিকট দিক্ষিত হউন কেন না দিক্ষা গ্রহণ করিবার যোগ্য.॥ ৫১ ॥

তদীয়ং স বচঃ শ্রুত্বা মহদর্থস্থগর্ব্ভিতম্।
বিস্মিতো হৃদি দৈত্যেশো জগৌ তত্র বিমোহিতঃ ॥৫২॥

অর্থ—ঐ দৈত্য পতি নারদ ঋষির এই মহান্ অর্থের গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং মোহিত হইয়া সেথানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫২ ॥

নারদো দীক্ষিতো যস্মাদ্বয়ং দীক্ষামবাপ্নুয়ুঃ।
ইত্যেবং চ বিদিত্বা বৈ জগাম স্বয়মেব হ ॥৫৩॥

অর্থ—যথন নারদ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তথন আমিও ওখানে যাইব এই ভাবিয়া ঐ ত্রিপুরাধিপ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

তদ্রূপং চ তদা দৃষ্ট্বা মোহিতো মায়য়া তথা ॥
উবাচ বচনং তস্মৈ নমস্কৃত্য মহাত্মনে ॥৫৪॥

অর্থ—ঐ মহাত্মাকে দেখিয়া তাহার মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল ॥ ৫৪ ॥

দীক্ষা দেয়া ত্বয়া মহ্যং নির্ম্মলাশয় তো ঋষে।
অহং শিষ্যো ভবিষ্যামি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥৫৫॥

অর্থ—হে মহাত্মা নির্ম্মলাশয়! আপনি আমায় দীক্ষা দিন আমি আপনার শিষ্য হইব, ইহাতে কোন সন্দেহ করিবেন না ॥ ৫৫ ॥

ইত্যেবং তু বচঃ শ্রুত্বা দৈত্যরাজস্য নির্ম্মলম্।
প্রত্যুবাচ সুযত্নেন ঋষিস্স চ সনাতনঃ ॥৫৬॥

অর্থ—দৈত্যরাজের এইরূপ কথা শুনিয়া ঐ সনাতন ঋষি বলিলেন ॥৫৬॥

মদীয়া করণীয়াস্যা ত্বয়াজ্ঞা দৈত্যসত্তম।
তদা দেয়া ময়া দীক্ষা নান্যথা কোটিযত্নতঃ ॥৫৭॥

অর্থ—হে দৈত্যসত্তম্! যদি তুমি আমার আজ্ঞা সর্ব্বদা পালন কর তাহা হইলে আমি তোমায় দীক্ষা দিব নতুবা কোটী যত্ন করিলেও আমি তোমায় দীক্ষা দিব না ॥ ৫৭ ॥

ইত্যেবং তু বচঃ শ্রুত্বা রাজা মায়াময়োঽভবৎ।
উবাচ বচনং শীঘ্রং যস্তি তং হি কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫৮॥

অর্থ—এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা তাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জোড়-হস্তে ঐ যতিরাজকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

যথাজ্ঞাং দাস্যসি ত্বং চ তত্তথৈব ন চান্যথা।
তদাজ্ঞাং নোল্লঙ্ঘয়িষ্যে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥৫৯॥

অর্থ—হে ভগবন্! তব বিচারের সহিত আপনি যে আজ্ঞা করিবেন, সে আজ্ঞা কখনই আমি উল্লঙ্ঘন করিব না, ইহা সত্য কথা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৫৯ ॥

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ত্রিপুরাধীশ্বরস্তদা ॥
দূরীকৃত্য মুখাদ্বস্ত্রমুবাচ ঋষিসত্তমঃ ॥৬০॥

অর্থ—এইরূপে ঐ ত্রিপুরাধিশ্বরের কথা শুনিয়া মুখ হইতে বস্ত্র খুলিয়া ঐ ঋষিশ্রেষ্ঠ বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

দীক্ষা গৃহীষ দৈত্যেন্দ্র সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমাম্।
যেন দীক্ষাবিধানেন প্রাপ্স্যাসি ত্বং কৃতার্থতাম্ ॥৬১॥

অর্থ—হে দৈত্যেন্দ্র! সমস্ত ধর্ম্মের পরম উত্তম দীক্ষা তুমি গ্রহণ কর, ঐ দীক্ষার বিধানে তুমি কৃতার্থ হইয়া যাইবে ॥ ৬১ ॥

সনৎকুমারোবাচ—
ইত্যুক্ত্বা স তু মায়াবী দৈত্যরাজায় সত্বরম্।
দদৌ দীক্ষাং স্বধর্ম্মোক্তাং তস্মৈ বিধিবিধানতঃ ॥৬২॥

অর্থ—সনৎকুমার বলিলেন, ঐ মায়াবী এই প্রকার বলিয়া বিধানে নিজের ধর্ম্মানুসার ঐ রাজাকে দীক্ষা দান করিল ॥ ৬২ ॥

দৈত্যরাজে দীক্ষিতে চ তস্মিন্সসহজে মুনে।
সর্ব্বে চ দীক্ষিতা জাতাস্তত্র ত্রিপুরবাসিনঃ ॥৬৩॥

অর্থ—হে মুনে! যে সময় ঐ দৈত্যরাজের গৃহমেই দীক্ষা দান হইয়া ছিল তখন সমস্ত ত্রিপুরবাসিরাও বাধ্য হইয়া ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ৬৩।

মুনেঃ শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈশ্চ ব্যাপ্তমাসীৎ দ্রুতং তদা।
মহামায়াবিনস্তস্তু ত্রিপুরং সকলং মুনে ॥৬৪॥

অর্থ—হে মুনি! (অর্থাৎ ব্যাসদেব সনৎকুমার ঋষির নিকট এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করায় সনৎ কুমার যাহা বলিলেন তাহাই সংক্ষেপে এখানে বলা হইয়াছে) ঐ সময় ঐ ত্রিপুর ঐ মহামায়াবীর শিষ্য প্রশিষ্যোদ্দারায় ক্ষণকাল মধ্যেই মরিয়া গেল। ৬৪ ॥

অরিহন্ন্ বাচ।
শৃণুধ্বং দৈত্যপতেবাক্যং মম সংজ্ঞানগর্ভিতম্।
বেদান্তসারসর্ব্বস্বং রহস্যং পরমোত্তমম্ ॥৩॥

অর্থ—অরিহন্ বলিল হে দৈত্যরাজ! আমার জ্ঞান সম্পন্ন কথাগুলি শ্রবণ কর, যাহা বেদান্ত সারের সর্ব্বস্ব এবং পরম উত্তম রহস্য পূর্ণ ॥ ৩ ॥

অনাদিসিদ্ধসংসারঃ কর্ত্তৃকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
স্বয়ং প্রাদুর্ভবত্যেব স্বয়মেব বিলীয়তে ॥৪॥

অর্থ—এই সংসার অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কর্ত্তা এবং কর্ম্ম হইতে রহিত ইহা নিজেই প্রকাশিত হইয়া আবার আপনি লীন হইয়া যায়। ৪।

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং যাবৎ[illegible] ।
আত্মৈবৈকেশ্বরস্তত্র ন দ্বিতীয়স্তদীশিতা ॥৫॥

অর্থ—ব্রহ্মা হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত যে সমস্ত দেহের বন্ধন আছে তাহার মধ্যে আত্মাই একমাত্র ঈশ্বর, ইহাতে অন্য কোন সমর্থ নাই ॥ ৫ ॥

যচ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাখ্যাস্তদাখ্যা দেহনামিমাঃ ।
আখ্যায় [illegible] দিরুচ্যতে ॥৬॥

অর্থ—আর এই যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র নাম আছে ইহা দেহধারীদিগের নাম, অনাদি একমাত্র অরিহন্ই আছে ॥ ৬ ॥

দেহো যথাস্মদাদীনাং স্বকালেন বিলীয়তে ।
ব্রহ্মাদিমশকান্তানাং স্বকালাল্লীয়তে তথা ॥৭॥

অর্থ—যেরূপ আমাদের দেহ সময় হইলেই লীন হইয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্মা হইতে মশা পর্য্যন্ত সকলেই সময় হইলে বিলীন হইয়া যাইবে ॥ ৭ ॥

বিচার্য্যমাণে দেহেঽস্মিন্নকিঞ্চিদধিকং কচিদ্ ।
আহারো মৈথুনং নিদ্রা ভয়ং সর্ব্বত্র তৎসমম্ ॥৮॥

অর্থ—যদি এই দেহের বিচার করা হয় তাহা হইলে কোন স্থানে কিছু বেশী থাকে না। আহার, মৈথুন, নিদ্রা এবং ভয় ইহা সকলেরই সমান আছে ॥ ৮ ॥

নিরাহারপরীমাণং প্রাপ্য সর্ব্বোহি দেহভৃৎ ।
সদৃশীমেব সংতৃপ্তিং প্রাপ্নুয়ান্নাধিকেতরাম্ ॥৯॥

অর্থ—সমস্তই দেহধারী নিরাহারের পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া সমান ভাবে তৃপ্তি হইয়া থাকেন, ইহাতে কোনরূপ ন্যূনাধিক নাই ॥ ৯ ॥

তথা বিতৃষিতাঃ স্যাম পীত্বা পেয়ং মুদাবয়ন্ ।
তৃষিতাস্তু তথান্যেপি ন বিশেষোহল্পকোহধিকঃ ॥১০॥

অর্থ—যেরূপ আমি পিপাসায় কাতর হইলে জল পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করি সেইরূপ অন্য লোকেও তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে ইহাতে কিছুই বিশেষত্ব নাই ॥ ১০ ॥

সন্তু নার্য সহস্রাণি রূপলাবণ্যভূময়ঃ ।
পরং নিধুবনে কালে হ্যেকৈবেহোপযুজ্যতে ॥১১॥

অর্থ—রূপ যৌবন সম্পন্ন, সহস্র স্ত্রী থাকিলেও রতি সময় একটী স্ত্রীকেই ভোগ করা যায় ॥ ১১ ॥

অশ্বাঃ পরঃশতাস্সন্তু সন্ত্বনেকেপ্যনেকধা ।
অধিরোহে তথাপ্যেকো ন দ্বিতীয়স্তথাত্মনঃ ॥১২॥

অর্থ—অসংখ্য ঘোড়া থাকিলেও যেরূপ একটীতেই ওঠা হয় সেইরূপ আত্মাও একটী ॥ ১২ ॥

পর্য্যঙ্কশায়িনাং স্বাপে সুখং যদুপজায়তে ।
তদেব সৌখ্যং নিদ্রাভির্ভূতলশায়িনামপি ॥১৩॥

অর্থ—যে ব্যক্তি পালংএ বরাবর নিদ্রা যাইয়া থাকে তাহার যেরূপ পালংএ শুইলেই গাঢ় নিদ্রা হয় সেইরূপ যে মাটিতে বরাবর শুইয়া আসিতেছে তাহার মাটিতেই সেইরূপ গাঢ় নিদ্রা হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

যথৈব মরণাদ্ভীতিরস্মদাদিবপুষ্মতাম্ ।
ব্রহ্মাদিকীটকান্তানাং তথা মরণ তো ভয়ম্ ॥১৪॥

অর্থ—যেরূপ আমরা শরীর ধারী মরণকে ভয় করি ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেরই সেইরূপ মরণে ভয় আছে ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বেতনুভৃতস্তুল্যা যদি বুদ্ধ্যায়া বিচার্য্যতে ।
ইদং নিশ্চিত্য কেনাপি নো হিংস্যঃ কোঽপি কুত্রচিৎ ॥১৫॥

অর্থ—যদি বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে শরীরধারী সকলেই সমান, এইরূপ বিবেচনা করিয়া কাহারও কাহাকে হিংসা করা উচিত নয় ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্মো জীবদয়াতুল্যো ন কাপি জগতীতলে ।
তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন কার্য্যা জীবদয়া নৃভিঃ ॥১৬॥

অর্থ—জীবে দয়ার অপেক্ষা পৃথিবীতে আর অন্য কোন ধর্ম্ম নাই, সেই জন্য বড় যত্নে মানুষের কর্ত্তব্য এই যে, প্রত্যেক জীবের উপর দয়া করা ॥ ১৬ ॥

একস্মিন্‌রক্ষিতে জীবে ত্রৈলোক্যং রক্ষিতং ভবেৎ ।
ঘাতিতে ঘাতিতং তদ্বত্তস্মাদ্রক্ষেন্নঘাতয়েৎ ॥১৭॥

অর্থ—একটী প্রাণীকে রক্ষা করিতে ত্রিলোকের রক্ষা হইয়া থাকে একটীকে মারিলে যাদৃশ দোষ হইয়া থাকে সেই জন্যই রক্ষা করা উচিত মারা উচিত নহে ॥ ১৭ ॥

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ পাপমাত্মপ্রপীড়নম্ ।
অপরাধীনতা মুক্তিস্স্বর্গোঽভিলষিতাশনম্ ॥১৮॥

অর্থ—অহিংসাই পরম ধর্ম্ম এবং আত্মাকে কষ্ট দেওয়া মহাপাপ, পরাধীন না হওয়াই মুক্তি। অভিলাষিত ভোজনের প্রাপ্তি হইলেই স্বর্গ হয় ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বসূরিভিরিত্যুক্তং সৎপ্রমাণতয়া ধ্রুবম্ ।
তস্মাদহিংসা কর্ত্তব্যা নরৈর্নরকভীরুভিঃ ॥১৯॥

অর্থ—সৎ প্রমাণের জন্য পুরাতন বিদ্বান্‌গণ এইরূপ বলিয়াছেন এইজন্য যাহারা নরককে ভয় করেন তাঁহাদের হিংসা করা উচিত নহে ॥ ১৯ ॥

ন হিংসা সদৃশং পাপং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।
হিংসকো নরকং গচ্ছেৎস্বর্গং গচ্ছেদহিংসকঃ ॥২০॥

অর্থ—ত্রিলোকে হিংসার তুল্য আর পাপ নাই হিংসক নরকে এবং অহিংসক স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

সন্তি দানান্যনেকানি কিং তৈস্তুচ্ছফলপ্রদৈঃ ।
অভীতিসদৃশং দানং পরমেকমপীহ ন ॥২১॥

অর্থ—দান অনেক আছে কিন্তু ঐ তুচ্ছ ফলে কি হয়, অভয় দান অপেক্ষা অন্য কোন দান নাই ॥ ২১ ॥

ইহ চত্বারি দানানি প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ।
বিচার্য্য নানাশাস্ত্রাণি শর্ম্মণেঽত্র পরত্র চ ॥২২॥

অর্থ—ঋষিগণ যে চার প্রকার দানের কথা বলিয়াছেন, তাহা বহুশাস্ত্রে বিচার করিয়া দুই লোকের কল্যাণ দায়ক ॥ ২২ ॥

ভীতেভ্যশ্চাভয়ং দেয়ং ব্যাধিতে ভ্যস্তথৌষধম্।
দেয়া বিদ্যার্থিনাং বিদ্যা দেয়মন্নং ক্ষুধাতুরে ॥২৩॥

অর্থ—ভীত ব্যক্তিকে অভয় দান, রোগীকে ঔষধ দান, বিদ্যার্থিকে বিদ্যাদান এবং ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করা উচিত ॥ ২৩ ॥

যানি যানীহ দানানি বহুমন্বাদিতানি চ।
জীবাভয়ং প্রদানস্য কলাংনার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥২৪॥

অর্থ—যে যে দান অনেক মুনিগণ বলিয়াছেন, সে সকল জীবে অভয় দানের ষোল কলার এক কলারও সমান হয় না ॥ ২৪ ॥

অবিচিন্ত্য প্রভাবং হি মণি মন্ত্রৌষধং বলম্।
তদভ্যস্তং প্রযত্নেন নামার্থোপার্জ্জনায়বৈ ॥২৫॥

অর্থ—মণি, মন্ত্র এবং ঔষধাদির প্রভাব বিচার না করিয়া নাম ও অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য উহার অভ্যাস করা উচিত নহে ॥ ২৫ ॥

অর্থানুপার্জ্য বহুশো দ্বাদ্বশায়তনানি বৈ।
পরিতঃ পরিপূজ্যানি কিমন্যৈরিহ পূজিতৈঃ ॥২৬॥

অর্থ—বহু অর্থ উপার্জন করিয়া বারটী স্থানের পূজা করা উচিত অন্যান্য পূজায় কোন প্রয়োজন নাই। ২৬ ॥

পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় গ্রামাঃ পঞ্চ বুদ্ধেন্দ্রিয়াণি চ।
মনো বুদ্ধিরিহ প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং শুভম্ ॥২৭॥

অর্থ—পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি এই বার স্থান ॥ ২৭ ॥

ইহৈব স্বর্গ নরকৌ প্রাণিনাং নান্যতঃ ক্বচিৎ।
সুখং স্বর্গঃ সমাখ্যাতো দুঃখং নরকমেব হি ॥২৮॥

অর্থ—প্রাণীগণের স্বর্গ এবং নরক এই স্থানেই আছে অন্য কোথাও নাই। সুখেরই নাম স্বর্গ এবং দুঃখের নাম নরক ॥ ২৮ ॥

সুখেষু ভুজ্যমানেষু যৎস্যাদ্দেহবিসর্জ্জনম্।
অয়মেব পরো মোক্ষো বিজ্ঞে যস্তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥২৯॥

অর্থ—সুখ ভোগ করিতে করিতে যদি মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহাকেই পরম মোক্ষ বলা হয় ॥ ২৯ ॥

বাসনাসহিতে ক্লেশসমুচ্ছেদে সতি ধ্রুবম্।
অজ্ঞানোপরমো মোক্ষ বিজ্ঞেয়স্তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥৩০॥

অর্থ—যে সময় বাসনার সহিত সমস্ত ক্লেশ নাশ হইয়া যায় তত্ত্ব চিন্তকগণ তাহাকেই মোক্ষ বলিয়াছেন ॥ ৩০ ।

প্রামাণিকী শ্রুতিরিয়ং প্রোচ্যতে বেদবাদিভিঃ।
ন হিংস্যাৎসর্ব্বভূতানি নান্যা হিংসা প্রবর্ত্তিকা ॥৩১॥

অর্থ—বেদবাদী এই শ্রুতির প্রমাণে দিতেছেন যে, কোন প্রাণীকে হিংসা করা উচিত নহে, কাহারও হিংসায় প্রবৃত্তি না হওয়াই উচিত। ৩১॥

অগ্নিষ্টোমীয়মিতি যা ভ্রামিকা সাহসতা গিহং।
ন সা প্রমাণং জ্ঞাতৃণাং পশ্বালম্ভনকারিকা ॥৩২॥

অর্থ—যে অগ্নিষ্টোমে পশু ছেদন ইত্যাদি আছে উহা ভ্রমের কথা, মিথ্যা কথা, উহা জ্ঞানি পুরুষের পক্ষে পশুর ছেদন প্রমাণ নাই ॥ ৩২ ॥

বৃক্ষাংশ্ছিত্বা পশূন্‌হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমম্।
দগ্ধ্বা বহ্নৌ তিলজ্যাদি চিত্রং স্বর্গোঽভিলষ্যতে ॥৩৩॥

অর্থ—বৃক্ষাদি কাটিয়া, পশুদিগকে মারিয়া রক্তের কীচ করিয়া অগ্নিতে ঘৃত ও তিল দ্বারা হোম করিয়া স্বর্গের অভিলাষী হওয়া বড়ই বিচিত্র কথা ॥ ৩৩ ॥

ইত্যেবং স্বমতং প্রোচ্য যতিস্ত্রিপুরনায়কম্।
শ্রাবয়িত্বাখিলান্ পৌরান্ মুক্তচ পুনরাদরাৎ ॥৩৪॥

অর্থ—এই প্রকার ঐ অসুর নায়কের নিমিত্ত যতিরাজ নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়া সমস্ত পুরবাসিদেরও এই কথা শুনাইয়া পুনরায় আদর করিয়া বলিল ॥ ৩৪ ॥

দৃষ্টার্থ প্রত্যয়করান্দেহসৌখ্যৈকসাধকান্।
বৌদ্ধাগমবিনির্দিষ্টান্ধর্ম্মান্বেদপরাংস্ততঃ ॥৩৫॥ ।

অর্থ—প্রত্যক্ষ অর্থেই বিশ্বাস করা উচিত, ইহাই একমাত্র দেহ সুখ সাধক, এই ধর্ম্ম বেদের পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৩৫ ॥

আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং শ্রুতৌবং যন্নিগদ্যতে।
তত্তথৈবেহ মন্তব্যং মিথ্যা নানাত্বকল্পনা ॥৩৬॥

অর্থ—আনন্দই ব্রহ্মের রূপ এইরূপ যে শ্রুতি শাস্ত্রে বলা হইয়াছে তাহা ঐরূপই মানা উচিত। নানাত্ব কল্পনা মিথ্যা ॥ ৩৬ ॥

যাবৎস্বস্থমিদং বর্ম্ম যাবন্নেন্দ্রিয়বিক্লবঃ।
যাবজ্জরা চ দূরেঽস্তি তাবৎসৌখ্যং প্রসাধয়েৎ ॥৩৭॥

অর্থ—যতদিন এই শরীর স্বাস্থ্যবান্ আছে, যতদিন ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল না হয় এবং বৃদ্ধাবস্থা না আসে ততদিন সুখ সাধনা কর ॥ ৩৭ ॥

অস্বাস্থ্যেন্দ্রিয় বৈকল্যে বার্দ্ধক্যে তু কুতস্সুখম্।
শরীরমপি দাতব্যমর্থিভ্যোঽতস্সুখেপ্সুভিঃ ॥৩৭॥

অর্থ—যখন ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া ব্যাকুল হইবে এবং বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন সুখাশা কোথায় থাকিবে। এইজন্য সুখেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে যাচকদিগের জন্য নিজ শরীর দেওয়া উচিত ॥ ৩৮ ॥

যাচমানমনোবৃত্তিপ্রীড়নে যস্য নো জনিঃ।
তেন ভূর্ভারবত্যেষা সমুদ্রাগদ্রুমৈর্ন হি ॥৩৯॥

অর্থ—প্রার্থীকে দান করিয়া যাহার মনে তাহার দুঃখ দেখিয়া দুঃখ না হয় তাহার ভারে পৃথিবী অত্যন্ত ভার প্রাপ্ত হয়েন, বৃক্ষ, পর্ব্বত এবং নদী ইত্যাদি অপেক্ষাও ভারি বোধ হয়। দাতারাই পৃথিবীতে আদৃত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

সত্বরং গত্বরো দেহঃ সঞ্চয়াঃসপরিক্ষয়াঃ।
ইতি বিজ্ঞায় বিজ্ঞাতা দেহসৌখ্যং প্রসাধয়েৎ ॥৪০॥

অর্থ—এই শরীর শীঘ্রই যাইবে, সঞ্চয় ক্ষয় হইবে, জ্ঞানি ব্যক্তি এইরূপ জানিতে পারিয়া নিজের দেহের সুখ সাধনা করে ॥ ৪০ ॥

শবায় সকৃমীণাং চ প্রাতর্ভোজ্যমিদং বপুঃ।
ভস্মান্তং তচ্ছরীরং চ বেদে সত্যং প্রপঠ্যতে ॥৪১॥

অর্থ—এই শরীর শৃগাল কুকুর ও কীটাদির প্রভৃতের খাদ্য হইবে। বেদে এইরূপ পাঠ করিয়াছি যে, দেহান্ত হইলে শরীর ভস্মে পরিণত হয় ॥ ৪১ ॥

মুধা জাতিবিকল্পোয়ং লোকেষু পরিকল্প্যতে।
মানুষে সতি সামান্যে কোঽধর্ম্মঃকোঽথচোত্তমঃ ॥৪২॥

অর্থ—লোকের এই জাতীয় কল্পনাও ব্যর্থ্য কেন না সামান্যরূপে সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে কে উত্তম ও কে অধম ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মাদিস্থস্তিয়েবেতি প্রোচ্যতে বৃদ্ধপূরুষৈঃ।
তস্মা জাতৌ সুতৌ দক্ষমরীচী চেতি বিশ্রুতৌ ॥৪৩॥

অর্থ—বৃদ্ধ পুরুষ বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মাকে আদি লইয়া এই সৃষ্টি, উহার দক্ষ ও মরিচী দুই পুত্র জন্মে। ৪৩ ॥

মারীচেন কশ্যপেন দক্ষকন্যাস্সুলোচনাঃ।
ধর্ম্মেণ কিল মার্গেণ পরিণীতাস্ত্রয়োদশ ॥৪৪॥

অর্থ—মরিচীর পুত্র কশ্যপ দক্ষের সুলোচনী তেরটী কন্যা ধর্ম্মমার্গ হইতে বিবাহ করেন ॥ ৪৪ ॥

অপীদানীং তৈর্নৈর্ম্মত্যৈর্মবুদ্ধিপরাক্রমৈঃ।
অপি গম্যাস্ত্বগম্যোঽয়ং বিচারঃ ক্রিয়তেমুধা ॥৪৫॥

অর্থ—এই সময় অল্প বুদ্ধি এবং পরাক্রমশালী মনুষ্য এইটী গম্যা ওটী অগম্যা এইরূপ ব্যার্থ বিচার করিয়া থাকেন। ৪৫ ॥

মুখবাহূরু সঞ্জাত চাতুর্ব্বর্ণ্য সহোদিতম্।
কল্পনে যমকৃতা পূর্ব্বৈর্ন ঘটেত বিচারতঃ ॥৪৬॥

অর্থ—প্রজাপতির মুখ, বাহু, উরু এবং চরণ হইতে চারটী বর্ণ উৎপন্ন হয়, ইহাই পূর্ব্ব পুরুষগণের কল্পনা ইহা বিচার পূর্ব্বক সংগঠন হয় না ॥ ৪৬ ॥

একস্যাং চ তনৌ যাতা একস্মাচ্চদি বা কচিত।
চত্বারস্তনয়াস্তৎকিং ভিন্নবর্ণত্বমাপ্নুয়ুঃ ॥৪৭॥

অর্থ—যদি কোন একই পুরুষের শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার চার পুত্র ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ কিরূপে হইতে পারে ॥ ৪৭ ॥

বর্ণাবর্ণবিভাগোঽয়ং তস্মান্ন প্রতিভাসতে।
অতো ভেদো ন মন্তব্যো মানুষ্যে কেনচিৎক্বচিৎ ॥৪৮॥

অর্থ—এই জন্য এই বর্ণ অবর্ণের বিভাগ ভালরূপে বিদিত হওয়া যায় না, ইহাতে মনুষ্যের কোন প্রকার ভেদ গ'না উচিত নহে ॥ ৪৮ ॥ সনৎ-কুমার বলিলেন—এই প্রকারে ঐ মায়বী যতি (অর্হন) নিজ মায়ায় মোহিত করিয়া পুরবাসী ও রাজার নিকট এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া নিজ শিষ্য সমেত বেদ ও ঋষিমার্গকে নষ্ট করিয়া

স্ত্রীধর্ম্মং খণ্ডয়ামাস পাতিব্রত্যপরং মহৎ।
জিতেন্দ্রিয়ত্বং সর্ব্বেষাং পুরুষাণাং তথৈব সঃ ॥৫০॥

অর্থ—পরম পবিত্র পাতিব্রত স্ত্রী-ধর্ম্ম খণ্ডন করিয়া এবং ঐরূপে পুরুষদিগের জিতেন্দ্রিয়ত্ব ধর্ম্মও খণ্ডন করিয়াছে ॥ ৫০ ॥

শিবপূজাং বিশেষেণ লিঙ্গারাধনপূর্ব্বিকাম্।
বিষ্ণুসূর্য্যগণেশাদিপূজনং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥৫২॥

অর্থ—বিশেষ লিঙ্গারাধনা করিয়া শিব পূজা খণ্ডন করিল, বিধি বিধানের বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশাদির পূজায় সমস্ত ত্রিপুরবাসিদিগের অশ্রদ্ধা করাইল ॥ ৫২ ॥

স্নানদানাদিকং সর্ব্বং পর্ব্বকালং বিশেষতঃ।
খণ্ডয়ামাস স যতির্ম্মায়ী মায়াবীনাং বরঃ ॥৫৩॥

অর্থ—সমস্ত পর্ব্বাদিতে স্নান দানাদি ঐ মায়াবী যতি খণ্ডন করিয়া দিল ॥ ৫৩ ॥

কিং বহূক্তেন বিপ্রেন্দ্র ত্রিপুরে তেন মায়িনা।
বেদধর্ম্মাশ্চ যে কেচিত্তেসর্ব্বে দূরতঃ কৃতাঃ ॥৫৪॥

অর্থ—হে বিপ্রেন্দ্র! অনেক বলিয়া কি হইবে ঐ ত্রিপুরবাসিগণ মায়াবী ঋষির কথা শুনিয়া নিজেদের সমস্ত বৈদিক ধর্ম্ম কর্ম্মাদি বিনাশ করিয়া দিল। অর্থাৎ বেদ, পূজা, যজ্ঞ, অগ্নিহোত্রাদি বিমুখ, মাতা পিতা, গুরুজনদিগের উপর শ্রদ্ধা ভক্তি এবং রাজ ভক্তি ইত্যাদি হইতে দূর করিয়া দিল ॥ ৫৪ ॥

পতিধর্ম্মাশ্রয়াঃ সর্ব্বা মোহিতাস্ত্রিপুরাঙ্গনাঃ।
ভর্ত্তৃশুশ্রূষণবতীং বিজহুর্ম্মতিমুত্তমাম্ ॥৫৫॥

অর্থ—যতী ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া সেখানকার সমস্ত স্ত্রীলোক মোহিত হইয়াগেল, পতি শুশ্রূষা অর্থাৎ শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, সেবা, পাতিব্রত্যাদি মতি উহারা ত্যাগ করিল ॥ ৫৫ ॥

অভ্যাস্যাকর্ষণীং বিদ্যাং বশীকৃত্যময়ীমপি।
পুরুষাস্সফলীচক্রুঃ পরদারেষু মোহিতাঃ ॥৫৬॥

অর্থ—বশীকরণকারী আকর্ষনী বিদ্যায় অভ্যাস করিয়া পুরুষগণ পরদারে মোহিত হইয়া নিজ মনোরথ সফল করিতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥

অন্তঃপুরচরা নার্যস্তথা রাজকুমারকাঃ ।
পৌরাঃ পুরাঙ্গনাশ্চাপি সর্ব্বে তৈশ্চ বিমোহিতাঃ ॥৫৭॥

অর্থ—অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকগণ, রাজকুমার, পুরবাসী, ইত্যাদি সকলেই উক্ত ঋষিদ্বারা মোহিত হইয়া গেল ॥৫৭॥

এবং পৌরেষু সর্ব্বেষু নিজধর্ম্মেষু সর্ব্বথা ।
পরাংমুখেষু জাতেষু প্রোল্ললাস বৃষেতরঃ ॥৫৮॥

অর্থ—এইপ্রকারে ত্রিপুরবাসী সকলেই যখন নিজ নিজ ধর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ হইল এবং অধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় বিস্তার হইল ॥৫৮॥

মায়া চ দেবদেবস্য বিষ্ণোস্তস্যাজ্ঞয়া প্রভো ।
অলক্ষ্মীশ্চ স্বয়ং তস্য নিয়োগাত্রি পুরং গতা ॥৫৯॥

অর্থ—সেই সময় দেবদেব ভগবান্ বিষ্ণুর আজ্ঞায় যখন সকলে মায়ায় মোহিত হইয়া গেল তখন অলক্ষ্মী ত্রিপুরে উপস্থিত হইলেন ॥৫৯॥

যা লক্ষ্মীস্তপসা তেষাং লব্ধা দেবেশ্বরাদরাৎ ।
বহির্গতা পরিত্যজ্য নিয়োগাদ্ব্রহ্মণঃ প্রভোঃ ॥৬০॥

অর্থ—যে লক্ষ্মী উহারা বহু তপস্যা করিয়া পরম আদরে দেবেশ্বরের নিকট হইতে পাইয়াছিল সে লক্ষ্মী ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে উহাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল ॥৬০॥

বুদ্ধিমোহং তথাভূতং বিষ্ণোর্মায়াবিনির্ম্মিতম্ ।
তেষাং দত্বা ক্ষণাদেব কৃতার্থোঽভূৎস নারদঃ ॥৬১॥

অর্থ—এবং বিষ্ণু ভগবানের নির্ম্মিত ঐ বুদ্ধি মোহকে এইরূপ অর্পণমাত্রে দিয়া নারদ ঋষি কৃতার্থ হইয়া গেলেন ॥৬১॥

নারদোপি তথারূপো যথা মায়ী তথৈব সঃ।
তথাপি বিকৃতো নাভূৎপরমেশাদনুগ্রহাৎ ॥৬২॥

অর্থ—নারদ ঋষিও ঐ মায়াবীর ন্যায় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও পরমেশ্বরের কৃপায় উঁহার মনে কোনরূপ বিকার আসে নাই ॥৬২॥

আসীৎকুণ্ঠিতসামর্থ্যো দৈত্যরাজঽপি ভো মুনে।
ভ্রাতৃভ্যাং সহিতস্তত্র ময়েন চ শিবেচ্ছয়া ॥৬৩॥

অর্থ—হে মুনি! ঐ সময় দৈত্যরাজের সামর্থ কুণ্ঠিত হইয়া গেল এবং মহাদেবের ইচ্ছায় ময় নামক নিজ ভাইয়ের সহিত সামর্থহীন হইয়া গেল ॥ ৬৩ ॥

সনৎকুমারোবাচ।
ত্রিপুরে চ তথাভূতে দৈত্যে ত্যক্তশিবার্চ্চনে।
স্ত্রীধর্ম্মে নিখিলে নষ্টে দুরাচারে ব্যবস্থিতে ॥২॥

অর্থ—সনৎকুমার বলিলেন—যখন ঐ মায়াবীর মায়ায় মোহিত হইয়া দৈত্যরাজ শিবপূজা ত্যাগ করিল, সম্পূর্ণ স্ত্রীধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেল এবং দুরাচার খুব বলবান্ হইয়া গেল ॥২॥

কৃতার্থ ইব লক্ষ্মীশো দেবৈঃসার্দ্ধমুমাপতিম্।
নিবেদিতুং তচ্চরিত্রং কৈলাসমগমদ্ধরিঃ ॥৩॥

অর্থ—তখন ভগবান্ বিষ্ণু কৃতার্থ হইয়া এই কথা বলিবার জন্য কৈলাশে গেলেন ॥৩॥

তস্যোপকণ্ঠং স্থিত্বাঽসৌ দেবৈস্সহ রমাপতিঃ ।
ততো ভূরি স চ ব্রহ্মা পরমেণ সমাধিনা ॥৪॥

অর্থ—যখন ভগবান্ বিষ্ণু দেবতাদিগকে লইয়া কৈলাশে উপস্থিত হইলেন; সেই সময় সমাধিস্থিত ব্রহ্মাও এই কথা জানিতে পারিলেন ॥৪॥

মনসা প্রাপ্য সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মণা স হরিস্তদা ।
তুস্টাব বাগ্মিরিষ্টাভিশ্‌শঙ্করং পুরুষোত্তমঃ ॥৫॥

অর্থ—সেই সর্ব্বজ্ঞ হরি ব্রহ্মাকে মনে মনে আহ্বান করিতে লাগিলেন সেই সময় ব্রহ্মা আসিলেন এবং মহাদেবকে স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥৫॥

বিষ্ণুরুবাচ—

মহেশ্বরায় দেবায় নমস্তে পরমাত্মনে ।
নারায়ণায় রুদ্রায় ব্রহ্মণে ব্রহ্মরূপিণে ॥৬॥

অর্থ—ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—মহেশ্বর দেব আপনাকে নমস্কার নারায়ণ, রুদ্র, ব্রহ্মা, ব্রহ্মরূপ আপনি নমস্কার গ্রহণ করুন ॥৬॥

পাহ্যনন্যগতীংশম্ভো সুরান্মো দেববল্লভ ।
নষ্টপ্রায়াংস্ত্রিপুরতো বিনিহত্যাসুরান্ক্ষণাৎ ॥২৬॥

অর্থ—হে মহাদেব! হে দেবতাদিগের প্রিয়! আমরা ত্রিপুরাসুরের দ্বারা নষ্ট হইয়া যাইতেছি ঐ অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া আপনি আমাদের রক্ষা করুন ॥২৬॥

সংত্যক্তসর্ব্বধর্ম্মাংশ্চ বৌদ্ধাগমসমাশ্রিতাঃ।
অস্মদ্ভাগ্যবশাজ্জাতা দৈত্যাস্তে ভক্তবৎসল ॥২৮॥

অর্থ—ঐ ত্রিপুরাসুর সমস্ত বেদ ধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়াছে। হে ভক্ত বৎসল! ইহা আমারই ভাগ্যবশে হইয়াছে ॥২৮॥

সদা ত্বং কার্য্যকর্ত্তা হি দেবানাং শরণপ্রদ।
বয়ং তে শরণাপন্না যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥২৯॥

অর্থ—হে স্মরণদাতা! আপনি সর্ব্বদাই দেবতাদিগের কার্য্য করিয়া থাকেন, আমি আপনার স্মরণ লইলাম; এখন আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন ॥ ২৯ ॥

স্তুতশ্চৈবং সুরেন্দ্রাদৈ্যা বিষ্ণোর্জাপেন চেশ্বরঃ।
অগচ্ছত্তত্র সর্ব্বেশো বৃষমারুহ্য হর্ষিতঃ ॥৩১॥

অর্থ—যখন এইরূপে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং বিষ্ণু ভগবান্ জপ করিতে লাগিলেন তখন উঁহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া শঙ্কর বৃষভারোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন ॥৩১॥

অথ দেবান্ সমালোক্য কৃপাদৃষ্ট্যা হরিং হরঃ।
প্রাহ গম্ভীরয়া বাচা প্রসন্নঃ পার্ব্বতীপতিঃ ॥৩৩॥

অর্থ—তখন শঙ্কর কৃপাদৃষ্টিদ্বারা দেবতাদিগকে ও বিষ্ণুকে দেখিলেন এবং প্রসন্ন হইয়া গম্ভীর বচনে বলিলেন ॥ ৩৩ ॥

শিবোবাচ—

জ্ঞাতং ময়েদমধুনা দেবকার্য্যং সুরেশ্বর।

বিষ্ণোর্মায়াবলং চৈব নারদস্য চ ধীমতঃ ॥৩৪॥

অর্থ—মহাদেব বলিলেন—হে দেবেশ্বর! আমি দেবতাদিগের কার্য্য অবগত হইয়াছি এবং বিষ্ণু ও নারদের মায়াজালও অবগত হইয়াছি ॥৩৪॥

তেষামধর্ম্মনিষ্ঠানাং দৈত্যানাং দেবসত্তমঃ।

পুরত্রয়বিনাশং চ করিষ্যেঽহয়ং ন সংশয়ঃ ॥৩৫॥

অর্থ—হে দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ! ঐ দৈত্যদিগের অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণও ভালরূপে জানিতে পারিয়াছি। আমি এখন ত্রিপুরের বিনাশ করিয়া দিব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥৩৫॥

পরন্তু তে মহাদৈত্যা মদ্ভক্তা দৃঢ়মানসাঃ।

অথ বধ্যা ময়ৈব স্যুর্বাত্যক্তবৃষোত্তমাঃ ॥

অর্থ—কিন্তু ঐ মহাদৈত্য মনে মনে আমার দৃঢ় ভক্ত। হে দেবতাগণ! মায়ার বশবর্ত্তি হইয়া উত্তম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করার অপরাধে আমি তাহাকে বধ করিব ॥৩৬॥

বিষ্ণুর্হন্যাৎপরো বাথ যস্ত্যাজিতবৃষা কৃতাঃ।

দৈত্যা মদ্ভক্তিরহিতাস্সর্ব্বে ত্রিপুরবাসিনঃ ॥

অর্থ—যাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের বিষ্ণু মারিবেন ঐ ত্রিপুরবাসী সকলেই আমার ভক্তিশূন্য হইয়াছে ॥৩৭॥

ব্রহ্মোবাচ—

ন কিঞ্চিদ্বিদ্যতে পাপং যস্মাত্ত্বং যোগবিত্তমঃ।
পরমেশঃ পরব্রহ্ম সদা দেবর্ষিরক্ষকঃ ॥৪০॥

অর্থ—ব্রহ্মা বলিয়াছেন—হে দেব! আপনাকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না, কারণ আপনি যোগজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি পরমেশ্বর ব্রহ্ম, সর্বদা দেবতা ও ঋষিদিগের রক্ষক ॥৪০॥

তবৈব শাসনাত্তে বৈ মোহিতাঃ প্রেরকো ভবান্।
ত্যক্তস্বধর্ম্মত্বৎপূজাঃ পরবধ্যাস্তথাপি ন ॥৪১॥

অর্থ—আপনার শাসনে ও প্রেরণায় উহারা সকলে মোহিত হইয়া গিয়াছে। যখন উহারা আপনার অর্চ্চনা ও পূজা ত্যাগ করিয়া দিয়াছে তত্রাচ ঐ শত্রু বধ্য নহে এ কিরূপ কথা আপনি বলিতেছেন ॥ ৪১ ॥

অতস্ত্বয়া মহাদেব সুরর্ষিপ্রাণ রক্ষক।
সাধূনা রক্ষণার্থায় হন্তব্যা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥৪২॥

অর্থ—হে মহাদেব! হে দেবতাদিগের প্রাণরক্ষক! এই জন্য আপনি সাধুদিগের রক্ষার নিমিত্ত এই ম্লেচ্ছজাতিদের বধ করুন ॥ ৪২ ॥

রাজ্ঞস্তস্য ন তৎপাপং বিদ্যতে ধর্ম্মতত্ত্বব।
তস্মাদ্রক্ষেদ্দ্বিজান্ সাধূন্কণ্টকাদ্বৈ বিবোধয়েৎ ॥৪৩॥

অর্থ—ধর্ম্মদ্বারা নিগ্রহ করিলে রাজাদের কোন পাপ হয় না। এই কারণ ব্রাহ্মণ ও সাধুদিগের রক্ষার নিমিত্ত কণ্টক (কাঁটা) উৎপাটন করা উচিত ॥৪৩॥

এবমিচ্ছেদিহাপ্যত্র রাজা চেদ্রাজ্যমাত্মনঃ।
প্রভুত্বং সর্ব্ব লোকানাংতস্মাদ্রক্ষস্ব মাচিরম্ ॥৪৪॥

অর্থ—এইরূপে রাজা যদি দুই লোকে নিজ রাজ্য রক্ষা করে তাহা হইলে মহাফল হইয়া থাকে, রাজ-ধর্ম্মে সমস্ত লোকের প্রভুত্ব আছে, সেই জন্য আপনি আমায় শীঘ্র রক্ষা করুন ॥৪৪॥

দেবতাসার্ব্বভৌমস্ত্বং সম্রাট্ সর্ব্বেশ্বরঃ প্রভো।
পরিবারস্তবৈবৈষ হর্য্যাদি সকলং জগৎ ॥৪৬॥

অর্থ—আপনি দেবতাদিগের সার্ব্বভৌম সম্রাট সর্ব্বেশ্বর। এই জগৎ আপনারই পরিবার ভুক্ত ॥৪৬॥

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রত্যুবাচ প্রসন্নাত্মা শঙ্করস্সুরপো বিধিম্ ॥৪৯॥

অর্থ—এই প্রকার ব্রহ্মার বচন শুনিয়া সুরপতি শঙ্কর পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন ॥৪৯॥

শিবোবাচ ॥
হে ব্রহ্মন্ যদ্যহং দেবরাজস্সম্রাট্ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তৎপ্রকারো ন মে কশ্চিদ্গৃহ্ণীয়াং যমিহি প্রভুঃ ॥৫০॥

অর্থ—মহাদেব বলিলেন—হে ব্রহ্মা! তুমি আমায় দেবরাজ এবং সম্রাট বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছ, আমার নিকট এমন কোন জিনিষ নাই যাহাতে আমি এই পদ গ্রহণ করিতে পারি ॥৫০॥

অদা সব্রহ্মকা দেবাস্সেন্দ্রোপেন্দ্রাঃ প্রহর্ষিতা।
শ্রুত্বা প্রভোস্তদা বাক্যং নত্বা প্রোচুর্মহেশ্বরম্ ॥

অর্থ—প্রভুর এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র, উপেন্দ্রাদি সকলে প্রসন্ন হইলেন, প্রণাম করিয়া পরমেশ্বরের নিকট বলিতে লাগিলেন ॥৫৩॥

বয়ং ভবাম দেবেশ তৎপ্রকারা মহেশ্বর।
রথাদিকা তব স্বামিন্সংনদ্ধাস্সঙ্গরায় হি ॥৫৪॥

অর্থ—হে মহেশ্বর! আমি ঐ প্রকারে আপনার রথাদি রূপ হইয়া যাইব। হে স্বামিন্! যুদ্ধের জন্য আমি প্রস্তুত আছি ॥৫৪॥

এতচ্ছ্রুত্বা তু সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং বচো হরঃ।
অঙ্গীচকার সুপ্রীত্যা শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥১॥

অর্থ—সমস্ত দেবতাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শরণাগতবৎসল ভক্তদের প্রতি কৃপালু শঙ্কর সেই কথায় স্বীকৃত হইলেন ॥১॥

এতস্মিন্নন্তরে দেবী পুত্রাভ্যাং সংযুক্তা শিবা।
আজগাম মুনে তত্র যত্র দেবান্বিতো হরঃ ॥২॥

অর্থ—হে মুনি! ঐ সময় ভগবতী তাঁহার পুত্রদিগকে লইয়া ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে দেবতাদিগের সহিত ভগবান্ শঙ্কর ছিলেন ॥ ২ ॥

জগজ্জম্বাথ তত্রৈব সংমন্ত্র্য প্রভুণা চ সা।
স্থিত্বা কিঞ্চিৎসমুত্তস্থৌ নানালীলা বিষারদা ॥৯॥

অর্থ—বহুলীলায় চতুরা জগদম্বাও প্রভুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে রহিলেন ॥৯॥

ততস্সনন্দী সহ ষণ্মুখেন তয়া চ সার্দ্ধং গিরিরাজ পুত্র্যা।
বিবেশ শম্ভুর্ভবনং সুলীলঃ সুরৈস্সমস্তৈরভিবন্দ্যমানঃ ॥১০॥

অর্থ—তখন নন্দী, কার্ত্তিক এবং গিরিরাজ-নন্দিনীর সহিত সমস্ত দেবতাদিগের নিকট স্তুতিপাঠ শ্রবণ করিয়া শঙ্কর নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ॥১০॥

সর্ব্বে মিলিত্বা মুনয়স্সুরাশ্চ সমমাকুলাঃ।
সঙ্গতা বিধিহর্য্যোস্তু সমীপং মিত্রচেত সোঃ ॥১৮॥

অর্থ—তখন সমস্ত মুনি ও দেবতা পরস্পর মিলিত হইয়া বড়ই ব্যাকুলভাবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন ॥১৮॥

অহো বিধিবলং চৈতন্মুনয়ঃ কশ্যপাদয়ঃ।
ব[illegible] [illegible] সর্ব্বে হরিং লোক ভয়াপহম্ ॥১৯॥

অর্থ—ঐ সময় কশ্যপাদি ঋষি এইরূপ বলিতে লাগিলেন—ওঃ প্রারন্ধের ফল বিচিত্র এই কথা উহারা সমস্ত লোকের ভয়ত্রাতা বিষ্ণুকে বলিলেন ॥১৯॥

অভাগ্যান্ন সমাপ্তং তু কার্য্যমিত্যপরে দ্বিজাঃ।
কস্মাদ্বিঘ্নমিদং জাতমিত্যন্যে হ্যতি বিস্মিতাঃ ॥২০॥

অর্থ—কেহ বলিতে লাগিলেন—হে মহর্ষিগণ! আমার দুর্ভাগ্য দেখুন, আমার কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ হইলই না উপরন্তু বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এইরূপ সকলেই বিস্মিত হইল ॥২০॥

বিষ্ণুরুবাচ

হে দেবা মুনয়স্সর্ব্বে মদ্বচঃ শৃণুতাদরাৎ।
কিমর্থং দুঃখমাপন্নাঃ দুঃখংতু ত্যজতাখিলম্ ॥২১॥

অর্থ—বিষ্ণু বলিলেন—হে দেবতা মুনিগণ! তোমরা মন্দ সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমরা কি নিমিত্ত দুঃখ পাইতেছ, সমস্ত দুঃখ ত্যাগ কর ॥২২॥

মহাদারাধনং দেবা ন সুসাধ্যং বিচারতাম্।
মহাদারাধনে পূর্ব্বং ভবেদ্দুঃখমিতি শ্রুতম্ ॥
বিজ্ঞায় দৃঢ়তাম্ দেবাঃ প্রসন্না ভবতি ধ্রুবম্ ॥২৩॥

অর্থ—হে দেবতাগণ! মহৎপুরুষের আরাধনা সহজে হয় না, এইরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ। আমি এইরূপ শুনিয়াছি মহৎ পুরুষের আরাধনা

প্রথমে অত্যন্ত দুঃখ হয়। হে দেবতাগণ! তিনি দৃঢ়তা জানিয়া পরে প্রসন্ন হয়েন ॥২৩॥

শিবস্সর্ব্বগণাধ্যক্ষস্সহসা পরমেশ্বরঃ।
বিচার্য্যতাং হৃদী সর্ব্বৈঃ কথং বশ্যো ভবেদিতি ॥২৪॥

অর্থ—মহাদেব সকলের অধ্যক্ষ এবং পরমেশ্বর, নিজমনে বিবেচনা করিয়া দেখ তিনি সহসা কিরূপে বশে আসিতে পারেন ॥২৪॥

প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য নমঃ পশ্চাদুদাহরেৎ।
শিবায়েতি ততঃ পশ্চাচ্ছুভদ্বয়মতঃ পরম্ ॥২৫॥

অর্থ—হে দেবতাগণ! প্রথমে "ওঁ" পরে "নমঃ" প্রথম "শিবায়" পরে "শুভম্ শুভম্" ॥২৫॥

কুরুদ্বয়ং ততঃ প্রোক্তং শিবায় চ ততঃ পুনঃ।
নমশ্চ প্রণবশ্চৈব মন্ত্র মেবং সদা বুধাঃ।২৬।

অর্থ—পশ্চাৎ কুরু কুরু পরে শিবায় নমঃ ওঁ অর্থাৎ ওঁ নমঃ শিবায় শুভং কুরু কুরু শিবায় নমঃ ওঁ। হে দেবতাগণ! যদি এই মন্ত্র তোমরা নিরন্তর ॥২৬॥

আবর্ত্তধ্বং পুনর্য্যূয়ং যদি শম্ভুকৃতে তদা।
কোটিমেকং তথা জপ্ত্বা শিবঃ কার্য্যং করিষ্যতি ॥২৭॥

অর্থ—মহাদেবের নিমিত্ত এককোটি জপ করিতে পার তাহা হইলে মহাদেব তোমাদের কার্য্য করিতে পারেন ॥২৭॥

সঞ্জজাপ হরিশ্চাপি সবিধিশ্‌ শিবমানসঃ।
দেবানাং কার্যসিদ্ধার্থং মুনীনাং চ বিশেষতঃ ॥২৮॥

অর্থ—ঐ সময় বিষ্ণু ভগবান্‌ও মহাদেবের প্রতি মননিবেশ করিয়া দেবতা ও মুনিদিগের কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য শিবমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

মুহুঃ শিবেতি ভাষন্তো দেবা ধৈর্য্য সমন্বিতাঃ।
কোটিসংখ্যং তদা কৃত্বা স্থিতাস্তে মুনিসত্তম ॥৩০॥

অর্থ—ধৈর্য্য ধারণ করিয়া দেবগণ বারম্বার 'শিব শিব' জপ করিতে লাগিলেন। হে মুনিসত্তম! এইরূপ একোটি সংখ্য জপ করিয়া উঁহারা একে স্থিত হইলেন ॥৩০॥

এতস্মিন্নন্তরে সাক্ষাচ্ছিবঃ প্রাদুর্ভূতস্তদা।
যথোক্তেন স্বরূপেণ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥৩১॥

অর্থ—ঐ সময় সাক্ষাৎ শঙ্কর পুনরায় দর্শন দিলেন এবং এইরূপভাবে বলিতে লাগিলেন ॥৩১॥

শ্রীশিবোবাচ।
হে হরে হে বিধে দেবা মুনয়শ্চ শুভ ব্রতাঃ।
প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রূত জপেনানেন চেপ্সিতম্‌ ॥৩২॥

অর্থ—মহাদেব বলিলেন—হে বিষ্ণু! হে বিধাত! হে শ্রেষ্ঠব্রতধারী ঋষিগণ! আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি তোমাদের যাহা অভিলাষ তাহা ব্যক্ত কর।৩২॥

দেবাঊচুঃ।
যদি প্রসন্নো দেবেশ জগদীশ্বর শঙ্কর।
সুরান বিজ্ঞায় বিকলান্ হন্যতাং ত্রিপুরাণি চ ॥৩৩॥

অর্থ—দেবতাগণ বলিলেন—হে জগদীশ! হে শঙ্কর! যদি আপনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাহা হইলে দেবতাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আপনি ত্রিপুরাসুরকে সংহার করুন।৩৩॥

রক্ষাস্মান্পরমেশান দীনবন্ধো কৃপাকর।
ত্বয়ৈব রক্ষিতা দেবাঃসদাস্তুয়ো মুহুর্মুহুঃ ॥৩৪॥

অর্থ—হে পরমেশ্বর! হে দীনবন্ধু! কৃপা নিদান! আমাদের রক্ষা করুন। আপনি চিরদিন সমস্ত বিপদ হইতে দেবতাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন ॥৩৪॥

মহেশোবাচ।
হে হরে হে বিধে দেবা মুনয়শ্চাখিলা বচঃ।
মদীয়ং শৃণুতাদৃত্য নষ্টং মত্বা পুরত্রয়ম্ ॥৩৬॥

অর্থ—মহেশ্বর বলিলেন—হে বিধাতা! হে বিষ্ণু! হে সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণ! তোমরা সকলে ত্রিপুরকে বিনাশ জানিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥৩৬॥

রথঞ্চ সারথিং দিব্যং কার্ম্মুকং শরমুত্তমম্ ।
পূর্ব্বমঙ্গীকৃতং সর্ব্বমুপপাদয় তাচিরম্ ॥৩৭॥

অর্থ—যে রথ, সারথী, দিব্য ধনুর্ব্বাণ দিবে বলিয়া পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছ ইহা শীঘ্র আনয়ন কর ॥৩৭॥

হে বিষ্ণো হে বিধে ত্বংহি ত্রিলোকাধিপতিক্রমম্ ।
সর্ব্বসম্রাট্‌প্রকারং মে কর্ত্তুমর্হসি যত্নতঃ ॥৩৮॥

অর্থ—হে বিষ্ণু! হে বিধাতা! তুমি ত্রিলোকের অধিপতি, অতি যত্ন সহকারে আমার সম্রাট পদের উপযুক্ত সামগ্রী সকল আনিয়া দেও ॥৩৮॥

নষ্টং পুরত্রয়ং মত্বা দেবসাহায্য মিত্যত।
করিষ্যথঃ প্রযত্নেনাধিকৃতো সর্ব্বপালনে ॥৩৯॥

অর্থ—ত্রিপুর নষ্ট হইয়া গিয়াছে এই মনে করিয়া যত্নপূর্ব্বক দেবতাগণ সকলে একত্রিত হইয়া সহায়তা কর ॥৩৯॥

অয়ং মন্ত্রো মহাপুণ্যো মৎপ্রীতিজনকঃ শুভঃ ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদঃ সর্ব্বকামদঃ শৈবকারিণঃ ॥৪০॥

অর্থ—যে মন্ত্র তোমরা জপ করিয়াছ তাহাতে আমি তোমাদিগের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি ঐ শুভমন্ত্র ভুক্তি মুক্তিদাতা এবং সমস্ত কামনা সিদ্ধিদাতা, সমস্ত শৈবের শুভফল দায়ক ॥৪০॥

ধন্যোযশস্য আয়ুষ্যঃ স্বর্গকামার্থিনাং নৃণাম্।
অপবর্গো হ্যকামানাং মুক্তানাং ভুক্তিমুক্তিদঃ ॥৪১॥

অর্থ—ঐ মন্ত্র ধন, যশ এবং আয়ু বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ঐ মন্ত্র প্রভাবে যে ব্যক্তি স্বর্গের কামনা করিবে সে ব্যক্তি স্বর্গ পাইবে, যে কামনা রহিত হইয়া জপ করিবে তাহার মুক্তি হইবে এবং সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সুখভোগ এবং মোক্ষফল দাতা ॥৪১॥

স্বল্পাক্ষরৈস্সংব্রবীমি কিং বহুক্ত্যামুনীশ্বর।
ব্রহ্মাণ্ডে চৈব যৎকিঞ্চিদ্বস্তু তদ্বৈ রথে স্মৃতম্ ॥২৯॥

অর্থ—হে মুনে! অনেক কথা বলিয়া কি হইবে, আমি অল্পাক্ষরে বলিতেছি, ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু জিনিষ আছে তৎসমুদায়ই ঐ রথে বিদ্যমান ছিল ॥২৯॥

এবং সম্যক্কৃতস্তেন ধীমতা বিশ্বকর্ম্মণা।
স রথাদিপ্রকারো হি ব্রহ্মবিষ্ণ্বাজ্ঞয়া শুভঃ ॥৩০॥

অর্থ—বিশ্বকর্ম্মা সুন্দররূপে ঐ রথ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে প্রস্তুত করিয়া দিল ॥৩০॥

শম্ভবেহসৌ নিবেদ্যাধিরোপয়ামাস শূলিনম্।
বহুশঃ প্রার্থ্য দেবেশং বিষ্ণ্বাদিসুরসংগতম্ ॥২॥

অর্থ—মহাদেবকে ঐ রথখানি নিবেদন করিয়া বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবতাগণ অনেকরূপে প্রার্থনা করিয়া ঐ রথে মহাদেবকে তুলিয়া দিল ॥২॥

ঋষিভিঃ স্তূয়মানশ্চ দেবগন্ধর্ব্বপন্নগৈঃ।

বিষ্ণুনা ব্রহ্মণা চাপি লোকপালৈর্ব্ভূব হ ॥৪॥

অর্থ—দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর এবং ঋষিদিগের দ্বারা স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লোকপালাদি দ্বারা স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া ॥৪॥

তস্মিন্নারোহতিরথং কল্পিতং লোকসংভৃতম্।

শিরোভিঃ পতিতা ভূমৌ তুরঙ্গাবেদসম্ভবাঃ ॥৬॥

অর্থ—যে সময় ভগবান্ শঙ্কর রথে উঠিলেন সেই সময় বেদ সম্ভব চারটী ঘোড়া মাথা নিচু করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল ॥৬॥

চচাল বসুধা চেলুস্সকলাশ্চ মহীধরাঃ।

চকম্পে সহসা শেষোহসোঢ়া তদ্ভারমাতুরঃ ॥৭॥

অর্থ—পৃথিবী এবং সম্পূর্ণ পর্ব্বত চলায়মান হইয়া গেল উহার ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া ধরা কম্পিত হইয়া গেল ॥৭॥

পুরন্দিস্থ বৈ ত্রীণি তেষাং খস্থানি তানি হি।

অধিষ্ঠিতে মহেশে তু দানবানাং তরস্বিনাম্ ॥১১॥

অর্থ—আকাশ হইতে স্থিত ঐ তিনপুর সম্মুখে যাইবার জন্য যখন মহেশ্বর ঐ রথে আরোহণ করিলেন এবং বেগগামী রথ দানবদিগের দিকে চলিতে লাগিল ॥১১॥

তং দেব দেবং ত্রিপুরং নিহন্তুং তদাসু সর্ব্বেতু রবিপ্রকাশাঃ।

গজৈর্হয়ৈস্সিংহবরৈ রথৈশ্চ বৃষৈর্য্যযুস্তেঽমররাজমুখ্যাঃ ॥২৮॥

অর্থ—যে সময় ঐ দেব দেব ত্রিপুরের বিনাশ জন্য চলিলেন তখন সম্পূর্ণ দেবতা, হাতী, ঘোড়া, সিংহ, রথ এবং বৃষভের উপর উঠিয়া দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রাদি সকলে চলিলেন ॥২৮॥

জহৃষুর্মুনয়স্সর্ব্বে দণ্ডহস্তা জটাধরাঃ।

ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি খেচরাস্সিদ্ধচারণাঃ ॥৩১॥

অর্থ—দণ্ড হাতে লইয়া জটাধারী সমস্ত মুনিগণ আনন্দ জানাইতে লাগিলেন এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

অথ শম্ভুর্মহাদেবো রথস্থস্সর্ব্বসংযুতঃ।

ত্রিপুরং সকলং দগ্ধুমুদ্যতোঽভূৎসুরাদ্বিষাম্ ॥১॥

অর্থ—তখন মহাদেব সমস্ত জিনিষ পত্র সহিত ঐ রথে থাকিয়া দৈত্যদের ত্রিপুর দগ্ধ করিবার জন্য উদ্দত হইলেন ॥১॥

ততোঽন্তরিক্ষাদশৃণোদ্ধনুর্ব্বাণধরো হরঃ।

মুঞ্জকেশো বিরূপাক্ষো বাচং পরমশোভনাম্ ॥৫॥

অর্থ—তখন মুঞ্জকেশ বিরূপাক্ষ ধনুর্বাণধারী শঙ্কর আকাশ হইতে দৈববাণী শুনিতে পাইলেন ॥৫॥

ভো ভো ন যাবদ্ভগবন্নর্চিতোঽসৌ বিনায়কঃ।

পুরাণি জগদীশেশ সাম্প্রতং ন হনিষ্যসি ॥৬॥

অর্থ—হে দেব! যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি এই গণেশ ঠাকুরের পূজা না করিবেন ততক্ষণ হে জগৎপতি! আপনি ত্রিপুরকে নষ্ট করিতে পারিবেন না ॥৬॥

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং গজবক্ত্রমপূজয়ৎ।

ভদ্রকালীং সমাহূয় ততোঽন্ধকনিষূদনঃ ॥৭॥

অর্থ—এই কথা শুনিয়াই মহাদেব গণেশের পূজা করিলেন পরে অন্ধকাসুরের নাশকারী ভদ্রকালীকে ডাকিয়া গণেশের পূজা সমাপ্ত করিলেন ॥৭॥

তস্মিংস্থিতে মহাদেবে পূজয়িত্বা গণাধিপম্।
পুরাণি তত্রকালেন জগ্মুরেকত্বমাশু বৈ ॥১৪॥

অ।—যখন মহাদেব গণেশের পূজা শেষ করিলেন সেই সময় ঐ তিনপুর একত্রে আসিয়া দাঁড়াইল ॥১৪॥

ততো দেবাগণাস্সর্ব্বে সিদ্ধাশ্চপরমর্ষয়ঃ।
জয়েতি বাচো মুমুচুঃ স্তুবন্তশ্চাষ্টমূর্ত্তিনম্ ॥১৬॥

অ।—ঐ সময় সমস্ত দেবতা, সিদ্ধ এবং পরমর্ষিগণ অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের স্তুতি করতঃ জয় জয় করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

অথাহেতি তদা ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ জগতাং পতিঃ।
সময়োঽপি সমাজাতো দৈত্যানাং বধকর্ম্মণঃ ॥১৭॥

অ।—সেই সময় জগৎপতি ব্রহ্মা এবং নারায়ণ বলিতে লাগিলেন যে, দৈত্যদিগকে বধ করিবার সময় আসিয়াছে ॥১৭॥

তেষাং তারকপুত্রাণাং ত্রিপুরাণাং মহেশ্বর।
দেবকার্য্যং কুরু বিভো একত্বমপি চাগতম্ ॥১৮॥

অ।—হে মহেশ্বর! আপনি দেখুন, ত্রিপুর একত্র হইয়া গিয়াছে এক্ষণে ত্রিপুরনিবাসী তারক পুত্রকে মারিয়া আপনি দেবকার্য্য করুন ॥১৮॥

যাবন্ন যান্তি দেবেশ বিপ্রয়োগং পুরাণি বৈ।
তাবদ্বাণ বিমুঞ্চশ্চ ত্রিপুরং ভস্মসাংকুরু ॥১৯॥

অ।—হে দেবেশ! যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই ত্রিপুর পৃথক্ না হয় ততক্ষণ বাণ নিক্ষেপ করতঃ আপনি ত্রিপুরের বিনাশ করুন ॥১৯॥

পুরত্রয়ং বিরূপাক্ষঃ কর্ত্তু ভস্মসাংক্ষণাৎ।
সমর্থঃ পরমেশানো মীনাতু চ সতাং গতিঃ ॥২২॥

অর্থ—তখন দেবতাগণ বলিলেন—হে দেব! আপনি ইচ্ছা করিলেই ত্রিপুরকে ক্ষণমাত্রে ভস্ম করিতে পারেন। আপনি সৎপুরুষের গতিদায়ক ॥২২॥

দগ্ধুং সমর্থো দেবেশো বীক্ষণেন জগত্রয়ম্।
অস্মদ্যশোবৃদ্ধয়র্থং শরং মোক্তুমিহর্হসি ॥২৩॥

অর্থ—হে দেবেশ! আপনি দেখিলেই ত্রিজগৎকে ভস্ম করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের যশবৃদ্ধি করিবার জন্য আপনি বাণ নিক্ষেপ করুন ॥২৩॥

ইতি স্তুতোঽমরৈস্সর্ব্বৈর্বিষ্ণ্বাদিবিধিভিস্তদা।
দগ্ধুং পুরত্রয়ং তদ্বৈ বাণেনৈচ্ছন্মহেশ্বরঃ ॥২৪॥

অর্থ—যখন বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবতাগণ মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন তখন মহাদেব ত্রিপুর নাশের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ॥২৪॥

অভিলাষ্যমুহূর্ত্তে তু বিকৃষ্য ধনুরদ্ভুতম্।
কৃত্বা জ্যাতলনির্ঘোষং নাদমত্যন্তদুস্সহম্ ॥২৫॥

অর্থ—যে সময় সেই অভিলষিত মুহূর্ত্ত আসিল সেই সময় সেই অদ্ভুত ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া জ্যা শব্দ করিয়া উঠিলেন সেই সময় ঐ শব্দ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল ॥২৫॥

আত্মনো নাম বিশ্রাব্য সম্বিভাষ্য মহাসুরান্।
মার্ত্তণ্ডকোটিবপুষং কাণ্ডমুগ্রো মুমোচ হ ॥২৬॥

অর্থ—তখন মহাদেব নিজনাম শুনাইয়া ঐ অসুরকে সম্ভাষণ করিয়া কোটী সূর্য্যের সমান প্রকাশমান ঐ বাণ অসুরের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥২৬

দদাহ ত্রিপুরস্থাস্তান্দৈত্যাংস্ত্রীন্বিমলাপহঃ।

স আশুগো বিষ্ণুময়ো বহ্নিশল্যো মহাজ্বলম্ ॥২৭॥

অর্থ—ঐ শীঘ্রগামী অগ্নিতুল্য মহা প্রজ্বলিত পাপহারী বিষ্ণুময় বাণ ত্রিপুরবাসী দৈত্যাদিগকে ভস্ম করিয়া দিল ॥২৭॥

দৈত্যাস্তু শতশো দগ্ধাস্তস্য বাণস্থবহ্নিনা।

হাহাকারং প্রকুর্ব্বন্তশ্ শিবপূজাব্যতিক্রমাৎ ॥২৯॥

অর্থ—উক্ত বাণের অগ্নিতে সহস্র সহস্র দৈত্য ভস্ম হইয়া গেল মহাদেবের পূজা না করার জন্য উহারা সকলে হাহাকার করিতে লাগিল ॥২৯॥

তারকাক্ষস্তু নির্দগ্ধো ভ্রাতৃভ্যাং সহিতোঽভবৎ।

সস্মার স্বপ্রভুং দেবং শঙ্করং ভক্তবৎসলম্ ॥৩০॥

অর্থ—যখন ভ্রাতাদিগের সহিত তারকাক্ষ ভস্ম হইতে লাগিল তখন সে ভক্তবৎসল নিজ প্রভু শঙ্করের স্মরণ করিল ॥৩০॥

ভক্ত্যা পরময়া যুক্তঃ প্রলপন্ বিবিধা গিরঃ।

মহাদেবং সমুদ্বীক্ষ্য মনসা তমুবাচ সঃ ॥৩১॥

অর্থ—মহাদেবকে দেখিয়া পরম ভক্তির সহিত অনেক প্রকার স্তব স্তুতি করিয়া বলিল ॥৩১॥

হায়! আজ যদি আমি সত্যগুণের আশ্রয় লইয়া থাকিতাম তাহা হইলে আমাকে মৃত্যুর করালকবলে পতিত হইতে হইত না, আমার এরূপ স্থান সমূহ আছে যে, তাহাতে বড় বড় শত্রু প্রবেশ করিতে পারিত না তখন অনায়াসে আমরা থাকিতে পারিতাম। ধন ধান্যে পরিপূর্ণ আমরা তিন ভাই তিনটী পুর প্রাপ্ত হইয়া মহাবল পরাক্রমে মহাভোগ উপভোগ করিতেছিলাম, আমাদের প্রত্যেক ঘরে মহাদেবের মন্দির, অগ্নিহোত্র শাস্ত্রবিদ্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, শিবভক্ত যারা আমাদের

পুরসকল পরিপূর্ণ ছিল। পতিব্রতা স্ত্রীগণ দ্বারা শাস্ত্রসম্মত সমস্ত ধর্ম্ম আমাদের তিনপুরে বিদ্যমান ছিল, সর্ব্বদা ধর্ম্ম কথন ও শিবপূজা ইত্যাদিতে রত থাকিত। এই তিনপুর সমস্ত ত্রিলোককে নষ্ট করিয়া শিবমার্গে নিরত হইয়া মহদ্রাজ্য করিতেছিলাম এবং উহারই প্রভাবে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতা সকলে হীনবল হইয়াছিল, তখন ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া নিজ বশে আনিয়াছিলাম। উহার বহুপরে মায়াবীগণের শ্রেষ্ঠ এক ঋষি আমার নগরে আসিল, নগরের সমস্ত লোকদিগকে নিজ মায়ায় মোহিত করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু মহাদেবের পূজার্চ্চনার প্রভাবে সহসা মায়াবীগণের মায়া চলিল না। তাহার কিছুদিন পরে নারদ ঋষি আমার নিকট আসিয়া ক্ষেম প্রশ্ন করিয়া এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ধর্ম্মপরায়ণ কোন যতি আপনার নগরে আসিয়াছে। সে সমস্ত বিদ্যাসম্পন্ন এবং পরাবেদ বিদ্যায় তৎপর। আমি উহার সনাতন ধর্ম্ম দেখিয়া উহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছি। নারদঋষির এই গর্ব্বিত বচন শুনিয়া আমি মোহিত হইয়া ঐ ঋষির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। তখন ঐ যতিরাজ বলিল সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে পরমোত্তম দীক্ষা আপনি গ্রহণ করুন, যে দীক্ষার বিধানে তুমি কৃতার্থ হইয়া যাইবে। ঐ মায়াবী এই প্রকারে আমাকে বুঝাইল। ঐ মায়ায় আমি মোহিত হইয়া উহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। আমি দীক্ষা লইবার পরই সমস্ত ত্রিপুরবাসী ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এ সময় ত্রিপুর ঐ মায়াবীর শিষ্য প্রশিষ্যে ভরিয়া গিয়াছে। সেই মায়াবী অরিহণ আমাকে বলিল যে আমার জ্ঞানসম্পন্ন বচন তুমি শ্রবণ কর, যাহা বেদান্তসারের সর্ব্বস্ব এবং পরমোত্তম রহস্যরূপ। দান অনেক আছে কিন্তু ঐ তুচ্ছ ফলে কি হইবে, অভয়দানের তুল্য আর অন্য কোন দান নাই। বহুধন উপার্জ্জন করিয়া

সমস্ত শরীরে বারটা স্থান পূজা করা উচিত। অত পূজায় লাভ [illegible]
পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়. মন এবং বুদ্ধি এই বারটী স্থান ; ইহা
পূজা করা সকলের উচিত। কেননা প্রাণীগণের স্বর্গ ও নরক এই স্থানে
বিদ্যমান, অন্য কোন স্থানে নাই। সুখের নাম স্বর্গ এবং দুঃখের নাম
নরক। প্রত্যক্ষ অর্থেই বিশ্বাস হওয়া উচিত ইহাই দেহে সুখ [illegible]
করিয়া থাকে। এই ধর্ম্ম দেবগণের পরে বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে
লোকাচারে এই জাতীয় কল্পনা ব্যর্থ। সামান্যরূপে সমস্ত মনুষ্য মধ্যে
কে উত্তম ও কে অধম? প্রজাপতির মুখ, বাহু. উড়, এবং চরণ হইতে
চার বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বপুরুষগণের কল্পনা মাত্র। যদি একই
পুরুষের শরীর হইতে চার সন্তান হয় তাহা হইলে উহার চার পুত্র পৃথক
পৃথক কি রূপে হইতে পারে? ইহাতে মনুষ্যের কখন কোনরূপ [illegible]
ভাব মনে আনা উচিত নহে। যতী ঋষি পুরবাসী এবং আমার সহিত
এইরূপ বাক্যালাপ করিয়া শিষ্যগণের বেদাদি নষ্ট করিয়া পরম পাতিব্রত
স্ত্রী ধর্ম্মও সে খণ্ডন করিয়াছে। দেবতাগণের ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্ম-যজ্ঞ, [illegible]
তীর্থ শ্রাদ্ধাদি শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, ইত্যাদি সমস্ত দেবতা পূজা, দান
দানাদি বিশেষত পর্ব্বকালে স্নান দানাদি একেবারে [illegible] করিয়াছিল।
ঐ যতি ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া আমার পুরবাসী সমস্ত স্ত্রীলোকগণ মোহিত
হইয়া গর্ব্ব এবং পতিশুশ্রূষা ইত্যাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছে।
বশীকরণ ও আকর্ষণকারী বিদ্যা অভ্যাস করিয়া পুরুষগণ [illegible] দারে মোহিত
হইয়া নিজ নিজ মনোরথ সফল করিতে আরম্ভ করিল। অন্তঃপুরের
স্ত্রীলোকগণ, রাজকুমার, ইত্যাদি সকলেই ঐ যতিবাক্যের মোহে মোহিত
হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে [illegible]
অধর্ম্মই বিস্তার করিল। তাহার পর আমরা বড় দুরবস্থায় সে [illegible]

...য়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম সেও আমাদের ত্যাগ করিয়া ...য়া গেল। হায়, আমার সর্ব্বস্ব নাশ হইয়া গেল এই প্রকার ... দৈত্যরাজ মহাদেবের নিকট বলিতে লাগল।

ইত্যেবং বিব্রুবংতস্তে দানবাস্তেন বহ্নিনা।
শিবাজ্ঞয়াদ্ভুতং দগ্ধা ভস্মসাদভবন্মুনে ॥৩৪॥

অর্থ—হে মুনি! এই প্রকার বলিতে বলিতে ঐ দানব মহাদেবের ...জ্ঞানুসারে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্ম হইয়া গেল।

অন্যেঽপি বালা বৃদ্ধাশ্চ দানবাস্তেন বহ্নিনা।
শিবাজ্ঞয়াদ্ভুতং ব্যাস নির্দগ্ধা ভস্মসাৎকৃতাঃ ॥৩৫॥

অর্থ।—সনৎকুমার ব্যাসদেবকে বলিতেছেন—হে ব্যাসদেব! অন্যান্য বালক, বৃদ্ধ যাহারা ঐ পুরে বাস করিত ঐ সমস্ত দানবদলও শিব আজ্ঞায় ভস্ম হইয়া গেল ॥৩॥

অবিদগ্ধো বিনির্মুক্তঃ স্থাবরো জঙ্গমোপি বা।
বর্জয়িত্বামরং দৈত্যং বিশ্বকর্ম্মাণমব্যয়ম্ ॥৩৯॥

অর্থ।—স্থাবর জঙ্গম সমস্তই ভস্ম হইয়া গেল, কেবল মাত্র অবিনাশী বিশ্বকর্ম্মা, ময়নামক দৈত্য উহার মধ্যে বাঁচিয়াছিল ॥৩৯॥

অবিরুদ্ধস্তু দেবানাং রক্ষিতং শম্ভুতেজসা।
বিপৎকালেপি সম্ভক্তং মহেশশরণাগতম্ ।৪০॥

অর্থ।—উহারা দেবতাগণের বিরোধী ছিল না এই জন্য মহাদেবের তেজে সে রক্ষা পাইয়াছিল। বিপৎকালেও মহেশ্বর নিজভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥৪০॥

ইতি প্রথম খণ্ড সমাপ্তঃ।

শ্রীঅন্নপূর্ণা ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

শিবপুর, কাশী।

শ্রীঅন্নপূর্ণা ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিবপুরে প্রধান স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, উহার শাখা কালিকা গলিতে আছে, যাহাতে ৭ হইতে ১০ বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের বালক প্রবিষ্ট হইতেছে। যে বালক হিন্দী ভাষায় দুই তিন শ্রেণী পাস হইয়াছে, সেই আশ্রমে ভর্ত্তি হইতে পারে। প্রথম উহার তিন মাসের খরচ আশ্রমে জমা করিতে হইবে কেননা উহার স্বভাব চরিত্র কিরূপ, লেখাপড়ায় মননিবেশ করে কি না, পালাইয়া যাইবে কি না অথবা তাহার অভিভাবকের এখানে রাখিতে ইচ্ছা হয় কি না ইত্যাদি পরীক্ষা করিবার পর ঐ বালকের অভিভাবকের নিকট হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আশ্রমে থাকিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিয়মাবলী যাহা ছাপা আছে তাহার নিয়মানুসারে লেখান হইবে যদি কোন কারণে ঐ বালক বাড়ীতে অথবা অন্য কোন স্থানে আশ্রম হইতে চলিয়া যায় তাহা হইলে তাহার অভিভাবকগণের উচিত যে ঐ বালককে খুঁজিয়া সত্বর আশ্রমে পৌঁছাইয়া দেওয়া, নতুবা যে তারিখ হইতে আশ্রমে ভর্ত্তি হইয়াছে ঐ তারিখ হইতে পলায়নের তারিখ পর্য্যন্ত তাহার খোরাকি ও বস্ত্রাদি বাবদ মাসিক ৮৲ টাকা হিসাবে বালকের অভিভাবককে আশ্রমে জমা করিয়া দিতে হইবে। এই সমস্ত সর্ত্ত বুঝিয়া বালককে ভর্ত্তি করা উচিত। নিয়মানুসারে ভর্ত্তি হইবার পর ঐ বালকের, [illegible] আশ্রম লইবে। তখন [বেদ, বেদাঙ্গ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও রাজভাষা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে, যাহাতে বালক সুশিক্ষিত হইয়া নিজ পিতা, মাতা ও বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের আজ্ঞা পালন করিতে সক্ষম হয় ও পরোপকারী হয়। এই